# উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

## উপজেলা-কলাপাড়া, জেলা-পটুয়াখালী

### পরিকল্পনা প্রণয়নে

**উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, কলাপাড়া, পটুয়াখালী**

### সমন্বয়ে

Muslim Aid
Serving Humanity

জুলাই ২০১৪

### সার্বিক সহযোগিতায়

কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

UKaid from the British people | European Union | NORWEGIAN EMBASSY | SWEDEN | Australian Aid | UNDP Empowered lives. Resilient nations.

# কৃতজ্ঞতা স্বীকারপত্র

উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রতিবেদন সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায়, সিডিএমপি-ইউএনডিপি এর অর্থায়নে এবং মুসলিম এইড এর বাস্তবায়নে পটুয়াখালী জেলার আওতাধীন কলাপাড়া উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রতিবেদনের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনটি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কলাপাড়া উপজেলার উপজেলা তথ্য বাতায়নে সংযুক্ত করা হবে। উক্ত প্রতিবেদনটির কাজ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ সালে শুরু হয়ে আগষ্ট, ২০১৪ সালে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সর্বসম্মতিক্রমে পূর্নরুপ অর্জন করে। প্রয়োজন অনুযায়ী উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সভার মাধ্যমে উক্ত প্রতিবেদনটিতে সংযোজন ও বিয়োজনের কাজ করতে পারবেন। আমার প্রত্যাশা উক্ত প্রতিবেদনটি কলাপাড়া উপজেলার আপামর জনসাধারণের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে কলাপাড়া উপজেলার সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদ ও মুসলিম এইড এর সকল কর্মকর্তাবৃন্দকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপনসহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

১৭.৯.২০১৪

---

(মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন)
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
কলাপাড়া, পটুয়াখালী।

# উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

## উপজেলা-কলাপাড়া, জেলা-পটুয়াখালী

# সূচীপত্র


| | |
|---|---|
| প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি | ৭-৩০ |
| ১.১ পটভূমি | ৭ |
| ১ ২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য | ৭ |
| ১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি | ৮ |
| ১.৩.১ জেলা / উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান | ৮ |
| ১.৩ ২ আয়তন | ৯ |
| ১.৩.৩ জনসংখ্যা | ১০ |
| ১.৪. অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যগুলোর সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ননা থাকতে হবে | ১১ |
| ১.৪.১ অবকাঠামো | ১১ |
| ১.৪.২ সামাজিক সম্পদ | ১৮ |
| ১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু | ২৮ |
| ১.৪.৪ অন্যান্য | ৩০ |

| | |
|---|---|
| দ্বিতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা | ৩৬-৬৮ |
| ২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস | ৩৬ |
| ২.২ জেলা/উপজেলার আপদসমুহ | ৪০ |
| ২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ভবিষ্যৎ চিত্র বর্ননা | ৪০ |
| ২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা | ৪২ |
| ২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা | ৪৫ |
| ২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাতসমুহ | ৪৭ |
| ২.৭ সামাজিক মানচিত্র | ৫৬ |
| ২.৮ আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র | ৫৭ |
| ২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি | ৫৮ |
| ২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি | ৫৮ |
| ২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা | ৫৯ |
| ২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা | ৫৯ |
| ২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব | ৬৮ |

| | |
|---|---|
| তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস | ৭৭-১১৫ |
| ৩. ১ ঝুঁকির কারণ সমূহ চিহ্নিত করণ | ৭৭ |
| ৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিত করণ | ৯১ |
| ৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা | ১০৩ |

| | |
|---|---|
| ৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা | ১০৭ |
| ৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি | ১০৭ |
| ৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন | ১১১ |
| ৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী | ১১২ |
| ৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময় | ১১৫ |

| চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়াপ্রদান | ১১৯-১৩৪ |
|---|---|
| ৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC) | ১১৯ |
| ৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোলরুম পরিচালনা | ১১৯ |
| ৪.২ আপদকালীন পরিকল্পনা | ১২১ |
| ৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্ততত রাখা | ১২৪ |
| ৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার | ১২৪ |
| ৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি | ১২৪ |
| ৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান | ১২৪ |
| ৪.২.৫ আশ্রয়কেদ্র রক্ষনাবেক্ষন | ১২৫ |
| ৪.২.৬ নৌকা প্রস্ততত রাখা | ১২৫ |
| ৪.২.৭ দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণঃ | ১২৫ |
| ৪.২.৮ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা | ১২৫ |
| ৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবনরাক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্ততরাখা | ১২৬ |
| ৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা | ১২৬ |
| ৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা | ১২৬ |
| ৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম (EOC) পরিচালনা | ১২৭ |
| ৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র / নিরাপদ স্হানসমুহ | ১২৭ |
| ৪.৩ জেলা/উপজেলার নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা ও বর্ননা | ১২৭ |
| ৪.৪ আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন | ১২৭ |
| ৪.৫ জেলা/উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগ কালে ব্যবহৃত হতে পারে) | ১২৯ |
| ৪.৬ অর্থায়ন | ১৩০ |
| ৪.৭ কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদকরণ ও পরীক্ষাকরণ | ১৩৪ |

| পঞ্চম অধ্যায়: উদ্ধার ও পূণর্বাসন পরিকল্পনা | ১৩৭-১৪৩ |
|---|---|
| ৫.১ ক্ষয়ক্ষতি ও মূল্যায়ণ | ১৩৭ |
| ৫.২ দ্রুত/আগাম পুনরুদ্ধার | ১৪১ |
| ৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা | ১৪২ |
| ৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার | ১৪২ |
| ৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ | ১৪৩ |
| ৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা | ১৪৩ |

| সংযুক্তি | ১৪৫-২০০ |
| --- | --- |
| সংযুক্তি ১: উপজেলা/ ইউনিয়নে সরকারী, বে-সরকারী, প্রাথমিক, উচ্চ বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কলেজ, পাঠাগার ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বর্ননা | ১৪৫ |
| সংযুক্তি ২: উপজেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা | ১৬১ |
| সংযুক্তি ৩: আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা | ১৭৯ |
| সংযুক্তি ৪: আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেকলিষ্ট | ১৮৪ |
| সংযুক্তি ৫: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি | ১৮৬ |
| সংযুক্তি ৬: ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা | ১৮৮ |
| সংযুক্তি ৭: অগ্নি নিরাপত্তা কমিটি, ইঞ্জিন চালিত নৌকা, স্থানীয় ব্যবসায়ী | ১৯২ |
| সংযুক্তি ৮: একনজরে এক নজরে কলাপাড়া উপজেলা | ১৯৪ |
| সংযুক্তি ৮: বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠানসূচী | ২০০ |

# প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

## ১.১ পটভুমি

দুর্যোগের স্থায়ী আদেশবলীতে ঝুঁকি হ্রাস ও কন্টিনজেন্সী পরিকল্পনাকে অন্তভুক্ত করে জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমপরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমপরিকল্পনা বিষয়টি সিডিএমপি খুবইগুরুত্বের সাথে নিয়েছে। পরিকল্পনার স্থায়ীত্বশীলতা ও কাযকারীতা, নিবিড় ও ফলাফল ধর্মীকম পদ্ধতি, সংশ্লিষ্ট সংগঠন, প্রতিষ্ঠানের ও জনগনের অংশ গ্রহণের উপরে নিভরশীল। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি ৩-৫ বছরের জন্য প্রণয়ন করা হবে।

বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। এদেশের প্রতিটি জেলাই কম-বেশি দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। ***এ জেলা গুলোর মধ্যে পটুয়াখালী জেলা অন্যতম। পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলা একটি অত্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকি প্রবণ এলাকা।*** ভৌগলিক অবস্থান ও আবহাওয়া জনিত কারণে স্থান ভেদে এ জেলাতে প্রতি বছর বন্যা, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, খরা, শৈত্যপ্রবাহ, ঘুর্ণিঝড়/টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা, আর্সেনিকদূষণ, কালবৈশাখীর মত নানা ধরনের প্রাকৃতিক আপদ আঘাত হানে। অবস্থান গত কারণে ঘূর্ণিঝড় এ জেলার জন্য একটা বড় আপদ। অন্যদিকে নদী মাতৃক দেশ হওয়ায় প্রায় প্রতি বছর বন্যা ও নদী ভাঙ্গনে এ জেলাতে কম বেশী কোন না কোন ভাবে আক্রান্ত হয়ে থাকে| এছাড়াও মানব সৃষ্ট বিভিন্ন আপদ, যেমন বৃক্ষ/প্যারাবননিধন, অগ্নিকান্ড প্রভৃতি মানব জীবনকে প্রতিনিয়ত আতঙ্ক গ্রস্তকরে রাখে। এ জেলার কলপাড়া উপজেলা অত্যন্ত ঝুঁকি প্রবণ এলাকা। প্রতি ইউনিয়ন প্রায় সারা বছর ঘূর্ণিঝড় ছাড়া ও লবনাক্ততা, জলাদ্ধতা, আকাশবন্যা ও জলোচ্ছাস জনসাধারনের জীবন/জীবিকার উপরে বিরূপ প্রভাব ফেলে। প্রতি বছর দুর্যোগে আক্রান্ত হলে ও বিগত সময়ে দুর্যোগ প্রতিরোধ বা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করা এবং মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য উপজেলা পর্যায়ে কোন সুদুর প্রসারী কমপরিকল্পনার কোন প্রতিফলন দেখা যায়নি। সেদিক বিবেচনা করে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি কলাপাড়া উপজেলার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

## ১.২ পরিকল্পনার মুল উদ্দেশ্য

- পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি সম্বন্ধেগন সচেতনতা সৃষ্টি ও সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাস করণে পরিবার, সমাজ, ইউনিয়ন, প্রশাসন, উপজেলা ও জেলা প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তব সম্মত উপায় উদ্ভাবন করা।
- স্থানীয় উদ্যোগে যথাসম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যাবহারের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করন ও ব্যবস্থাদির বাস্তবায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করা।
- অপসারন, উদ্ধার, চাহিদা নিরুপন ত্রাণ ও তাৎক্ষণিক পুণবাসন ব্যাবস্থাথার জন্য স্থানীয় ভাবে প্রণীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ।
- একটি নির্দিষ্ট এলাকা এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কৌশলগত দলিল তৈরী করা।

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারী, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় এনজিও, দাতা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসেবে কাজ করবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রনয়ণে ও বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান করে।
- সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির দুর্যোগ পরিকল্পনায় আন্তরিক অংশগ্রহণ ,কাযকর অংশীদারত্ব ও মালিকানা বোধ জাগ্রত করা।

## ১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

### ১.৩.১ উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান:

কলাপাড়া বাংলাদেশের পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত একটি উপজেলা। উপজেলা শহর খেপুপাড়া নামে ও পরিচিত। ইহা ২১.৯৮৬১ক্ক উত্তর এবং ৯০.২৪২২ক্ক পূর্ব স্থানাঙ্কে আবস্থিত। এর আয়তন 492.102 বর্গকিলোমিটার। উত্তর ও পশ্চিমে আমতলী উপজেলা, পূর্বে রাবনাবাদ চ্যানেল ও গলাচিপা উপজেলা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তর সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটা এই উপজেলায় অবস্থিত। জেলা শহর থেকে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের দূরত্ব প্রায় ৭০.৫০ কিলোমিটার। একই স্থানে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখার বিরল সুযোগ থাকায় কুয়াকাটা বিশ্বের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। বাঙালী সংস্কৃতির পাশাপাশি আদিবাসী রাখাইন সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এ উপজেলাকে আরও বেশী বৈচিত্র্যময়, আকর্ষণীয় ও সমৃদ্ধ করে তুলেছে।১৯০৬ সালে কলাপাড়া থানা গঠিত হয় এবং থানা কে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে। কলাপাড়া উপজেলা মোট ১২টি ইউনিয়ন ২টি পৌরসভা নিয়ে গঠিত। ইউনিয়নের নাম হলো- চাকামইয়া, টিয়াখালী, লালুয়া, মিঠাগঞ্জ, নীলগঞ্জ, মহিপুর, লতাচাপলী, ধানখালী, ধুলাসার, বালিয়াতলী, ডালবুগঞ্জ ও চম্পাপুর এবং পৌরসভার নাম হল কলাপাড়া ও কুয়াকাটা। কলাপাড়ার একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনের শুরুরদিককার উপজেলা কলাপাড়া। সমবায়ের মাধ্যমে কলাপাড়া বৃটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এশিয়ার বৃহত্তম বায়ুচালিত ধান ভাঙানো কল। আরো গড়ে উঠেছে তেলকল, ম্যাচ ফ্যাক্টরি, ছাপাখানা, সিনেমা হল, সমবায় মার্কেট ও আরো অনেক কিছু। সমবায় আন্দোলন এখন ঝিমিয়ে পড়েছে। কলাপাড়ায় দেশের চারটি রাডার স্টেশনের একটি অবস্থিত।

১৯76 সালে কলাপাড়ায় বিদ্যুৎ পৌঁছে। টেলিফোন সুবিধাও পৌঁছে গেছে একই সময়ে। বাংলাদেশের চারটি ইলিশ প্রজনন ক্ষেত্রের একটি কলাপাড়ার আন্ধার মানিক নদীর মোহনায় অবস্থিত| কলাপাড়া মৎস্য বন্দর হিসেবে ও খ্যাত। ইহা জেলা শহর থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দুরত্বে অবস্থিাত| (www.unokalapara.gov.bd)

## ১.৩.২ আয়তন

কলাপাড়া উপজেলা আয়তন 492.102 বর্গকিলোমিটার| উক্ত উপজেলায় 12টি ইউনিয়নের ও ০২ পৌরসভার মৌজার নাম প্রদান করা হলো:

| উপজেলা | ইউনিয়নের নাম | মৌজার সংখ্যা | ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম |
|---|---|---|---|
| কলাপাড়া | চাকামইয়া | ০৫ | আনিপাড়া, চাকামইয়া, গামরবুনিয়া,চাকামইয়া- নিশানবাড়ীয়া। |
| | টিয়াখালী | ০৫ | বাদুরতলী, ইটবাড়ীয়া, খেপুপাড়া, রজপাড়া, টিয়াখালী। |
| | লালুয়া | ০৫ | বানাতিপাড়া, চান্দুপাড়া, গোলবুনিয়া, লালুয়া, নয়াকাটা। |
| | মিঠাগঞ্জ | ০৩ | মধুখালী, মিঠাগঞ্জ, তেগাছিয়া। |
| | নীলগঞ্জ | ০৭ | হাজিপুর, কুমিরমারা, নবীপুর, নীলগঞ্জ, সোনাতলা, টুঙ্গিবাড়ীয়া, উমেদপুর। |
| | মহিপুর | ০৩ | নিজামপুর, শিববাড়ীয়া, ইউসুফপুর, |
| | লতাচাপলি | ০১ | লতাচাপলি |
| | ধানখালী | ০৬ | ধানখালী, লোন্দা, পাঁচজোনিয়া, নিশানবাড়ীয়া, মধুপাড়া, চরনিশানবাড়ীয়া। |
| | ধুলাসার | ০৫ | বোলতলী, চরচাপলি, ধুলাসার, গঙ্গামতি, কাউয়ারচর। |
| | বালিয়াতলী | ০৯ | বড় বালিয়াতলি, চরবালিয়াতলি চরের সাদ, চরহাবিব, চরনাজির, ছোটবালিয়াতলি, লেসুপাড়া, সোনারপাড় |
| | ডালবুগঞ্জ | ০৩ | ডালবুগঞ্জ, হরেন্দ্রপুর, মনসাতলি। |
| | চম্পাপুর | ০৭ | বিনামকাটাদিয়া, চালিতাবুনিয়া, দেবপুর, গোলবুনিয়া, কৃষ্ণপুর, মাচুয়াখালী, পাটুয়া। |
| | কলাপাড়া পৌরসভা | ২২ | নাচনাপাড়া, খেপুপাড়া অফিস মোহল্লা, নতুন বাজার, পুরান বাজার, রহমতপুর, এতিমখানা, চিতবুনিয়া, আকরাবাড়িয়া, কাটপট্রি, কুলারপট্রি, নাইয়াপট্রি, পশু হাসপাতাল রোড, পুরান স্টিমার ঘাট, ইসলামপুর, মাদ্রাসা রোড, উপজেলা অফিস কলেজ রোড (অংশ), মঙ্গলসুখ রোড, মুসলিম পাড়া সবুজ বাগ, বাদুরতলি, বড় শিকদারবাড়ি, কলেজরোড, শান্তিবাগ। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | কুয়াকাটা পৌরসভা | ২০ | দক্ষিণ-খাজুরা, মংসয়পাড়া, পশ্চিম-কুয়াকাটা, শরিফপুর, দক্ষিণ-কুয়াকাটা, পুরানপাড়া, কেরানিপাড়া, শরিয়াতপুর, পাঞ্জুপাড়া, পঞ্চায়েতপাড়া, মেলাপাড়া, পূর্ব-কুয়াকাটা, মুক্তিযোদ্ধা মোঃ উল্লাহ সড়ক, পশ্চৎখালী, তুলাতলি, মুসল্লিবাদ অংশ, নবীনপুর, আব্দুল মান্নান ভূইয়া সড়ক, মৌলভি মেনহাজ উদ্দিন সড়ক, হোসেনপুর, |
| মোট | ১৪ | ১০১ | |

*Source: Upazila Statistics Department, Kalapara.*

### ১.৩.৩ জনসংখ্যা

কলাপাড়া উপজেলা মোট জনসংখ্যা ২,৩৭,৮৩১ জন (দুই লক্ষ সাইত্রিশ হাজার আট শত একত্রিশ)। যার মধ্যে পুরুষ ১,২০,৫১৪ (এক লাক্ষ বিশ হাজার পাঁচ শত চৌদ্দ) জন, মহিলা-১,১৭,৩১৭ (এক লাক্ষ সতের হাজার তিন শত সতের) জন, শিশু ৫৫,৪৮৫ (পঁচাশি হাজার চার শত পঁচাশি ) জন, বৃদ্ধ ২৪,৭৩২ ( চব্বিশ হাজার সাত শত বত্রিশ ) জন এবং প্রতিবন্ধি- ১,৯২১ (এক হাজার নয় শত একুশ) জন । এই উপজেলায় মোট পরিবার সংখ্যা ৫৭,৫২৫ (সাতান্ন হাজার পাঁচ শত পঁচিশ) এবং মোট ভোটার সংখ্যা প্রায় ১,৫১,৯৯৬ ( এক লাক্ষ একান্ন হাজার নয় শত ছিয়ানব্বই) জন। নিম্নে ছকের মাধ্যমে ইউনিয়ন ভিত্তিক বিভিন্ন স্তরের জনসংখ্যা দেখানো হলো:

| ইউনিয়ন | জনসংখ্যা | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | পুরুষ | মহিলা | শিশু (০-১৫) | বৃদ্ধ (৬০+) | প্রতিবন্ধি | মোট জনসংখ্যা | পরিবার / খানা | ভোটার |
| টিয়াখালী | ৭২১৩ | ৭১২৯ | ২১৩৪ | ১৪৫৩ | ১৩৩ | ১৪৩৪২ | ৩৫৬৫ | ৯৬৮৯ |
| নীলগঞ্জ | ১৪১৬৩ | ১৪৮৫৬ | ৬২৭৫ | ২৪৬৫ | ২১২ | ২৯০১৯ | ৭২৮২ | ১৯০৬৪ |
| লালুয়া | ৮৫১০ | ৮২২০ | ২৯০২ | ১৮১১ | ১৭৩ | ১৬৭৩০ | ৪০৬৬ | ১০৩৩০ |
| মিঠাগঞ্জ | ৫৭৮৯ | ৫৭৯৮ | ১৭৪২ | ১৯৭৫ | ১১২ | ১১৫৮৭ | ২৮৮৪ | ৭৭৪১ |
| চাকামইয়া | ৮১৫৭ | ৮৩১৫ | ৩২৬৫ | ১৭৬৬ | ৫৬ | ১৬৪৭২ | ৪৯৭৪ | ১১৪৯৭ |
| মহিপুর | ১১৫৮৬ | ৯৩০০ | ৫২৩৪ | ২০৮৯ | ২৪৫ | ২০৮৮৬ | ৪৩২১ | ১১৯৫৫ |
| লতাচাপলি | ১৩৩২৭ | ১২৫৯৮ | ৬৭৮৯ | ২১৫৪ | ১৭৪ | ২৫৯২৫ | ৫৮৭২ | ১৫৬৯৮ |
| ধানখালী | ৭৮৪৫ | ৭৮৫২ | ৩১৭৮ | ১১০৯ | ১৮৯ | ১৫৬৯৭ | ৩৭৯১ | ১০৯৫০ |
| ধুলারসার | ৯১৮৯ | ৯০৫৪ | ৫৩৭৭ | ১৯৫৫ | ১৭৭ | ১৮২৪৩ | ৩৯৭৪ | ১১৩৯০ |
| বালিয়াতলী | ৭৯৪৮ | ৮৩৪৪ | ৪৯৮৮ | ১৬৪৫ | ৯৪ | ১৬২৯২ | ৪০৫০ | ১০৭১১ |
| ডালবুগঞ্জ | ৫২৮০ | ৫৬৪১ | ২৭৯৮ | ১৩২২ | ৭৪ | ১০৯২১ | ৩০১৯ | ৭৪০৩ |
| চম্পাপুর | ৭৫৭৭ | ৭৬৩১ | ২৮৭৭ | ১৮৬৭ | ৬৯ | ১৫২০৮ | ৩৩১৫ | ৯৬৭৪ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কলাপাড়া পৌরসভা | ৮৮৮৭ | ৮৪৪৫ | ৫৩২১ | ১১৩৪ | ৬১ | ১৭৩৩২ | ৪৩৪৭ | ১০৩৭৬ |
| কুয়াকাটা পৌরসভা | ৫০৪৩ | ৪১৩৪ | ২৬০৫ | ১৯৮৭ | ১৫২ | ৯১৭৭ | ২০৬৫ | ৫৫১৮ |
| **মোট** | ১,২০,৫১৪ | ১,১৭,৩১৭ | ৫৫,৪৮৫ | ২৪,৭৩২ | ১,৯২১ | ২,৩৭,৮৩১ | ৫৭,৫২৫ | ১,৫১,৯৯৬ |

***Source: Upazila Statistics and Election Commission Department, Kalapara, Patuakhali***

## ১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্য

### ১.৪.১ অবকাঠামো

- **বাঁধ:** কলাপাড়া **বন্যা ও জোয়ারের পানি প্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য নদী ও খালের তীরবর্তী অঞ্চলে ছোট বড় মিলে** বাঁধ রয়েছে। উক্ত বাধ গুলোর সবমোট দৈর্ঘ্য ৪২০ কিঃমি এবং বাঁধের গড় উচ্চতা ৭ ফুট ।

নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক বাঁধের সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান প্রদান করা হলো:

- মহিপুর ইউনিয়ন: বঙ্গোপসাগর থেকে সৃষ্টি হওয়া বড় আন্ধার মানিক নদী, এর পাড় ঘেষে মহিপুর গোড়া খাল হতে হাজিপুর ফেরি ঘাট পর্যন্ত মোট ১৯ কি:মি কাঁচা ও পাঁকা বেরিবাঁধ রয়েছে। এই বেরিবাঁধটি বহুলপরিচিত মহিপুর বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জনসংখ্যাকে রক্ষা করে আসছে।
- চাকামাইয়া ইউনিয়ন: চাকামাইয়া ইউনিয়কে ১২ কি:মি: কাচা বাঁধ দ্বারা পরিবৃষ্ঠ।
- টিয়াখালী ইউনিয়ন: কলাপাড়া ফেরি ঘাট হতে নাচনাপাড়া বঙ্গবন্ধু কলোনি হয়ে কলাপাড়া চৌরাস্তা পর্যন্ত মোট ০৮ কি:মি: পাকা ও কাচা বেরিবাঁধ রয়েছে। যার উচ্চতা ০৭ফিট।
- ডালবুগঞ্জ ইউনিয়ন: ভারানি নদীর পাড় ঘেঁষে বুধবারিয়া বাজার হতে ফুলবুনিয়া পর্যন্ত কাঁচা ৩৬ কি:মি: বাঁধ আছে। এছাড়া খাপড়াভাঙ্গা নদী হয়ে ভরানি এবং ফুলবুনিয়া নদীর পশ্চিম পাড় ঘেষে ০১ কি:মি: পাকা ও ২৭ কি:মি: কাচা বাঁধ আছে।
- লতাচাপলি ইউনিয়ন: খপড়াভাঙ্গা নদীর পার ঘেঁষে প্রায় ২৮ কি:মি: পাকা বাঁধ আছে। ইউনিয়নের দক্ষিন পাশে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে ঝুঁকিপূর্ণ ৩৭ কি:মি: বাঁধ আছে।
- নীলগঞ্জ ইউনিয়ন: আন্ধার মানিক নদীর দক্ষিন পাঁর্শ্বে ২৯ কি:মি: পাকা ও কাচা বাঁধ আছে। যা নীলগঞ্জ ইউনিয়নকে লবনাক্ত পানির হাত থেকে রক্ষা করে থাকে।
- কলাপাড়া পৌরসভা: কলাপাড়া ফেরি ঘাট হতে বালিয়াতলী খেয়া ঘাট পর্যন্ত আন্ধার মানিক নদীর উত্তর পাড় ঘেষে প্রায় ০৬ কি:মি পাকা বেরিবাঁধ আছে যার উচ্চাতা প্রায় ০৭ ফিট। এই বেরিবাঁধটি কলাপাড়ার প্রাণকেন্দ্র, কলাপাড়া পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ, থানা, ডাকঘর, বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি রক্ষা করে থাকে।

- <u>ধুলারসার ইউনিয়ন:</u> চাপলি নদীর পাড়ে ২২ কি:মি: ও দক্ষিন চর চাপলি সমুদ্র পাড় হতে খজুরা লতাচাপলি পর্যন্ত মোট ০৬ কি:মি: গোলকার বাঁধ আছে।
- <u>মিঠাগঞ্জ ইউনিয়ন:</u> আন্ধার মানিক ও সোনাতলা নদীর পাড়ে অবস্থিত মিঠাগঞ্জ ইউনিয়ন। সাপুরিয়া থেকে চরপাড়া পক্ষিয়া পাড়া ও মধুখালী হয়ে মিঠাগঞ্জ পর্যন্ত মোট ৩৩ কি:মি: পাঁকা ও কাঁচা বাঁধ রয়েছে।
- <u>বালিয়াতলী ইউনিয়ন:</u> আন্ধার মানিক নদীর দক্ষিন-পূর্ব পাড়ে ঘেষে আবস্থিত বালিয়াতলী ইউনিয়ন। বালিয়াতলী খেয়া ঘাট থেকে চর নজীব গ্রামের পাড় ঘেষে বানাতি বাজার এর খালের পশ্চিম পাড় হয়ে বাবলাতলা বাজার পর্যন্ত প্রায় ৩৯ কি:মি: পাঁকা ও কাঁচা বেরিবাঁধ রয়েছে। যার উচ্চতা প্রায় ০৭ ফিট। এই বেরিবাঁধটি ইউনিয়নের বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি রক্ষা করে থাকে।
- <u>লালুয়া ইউনিয়ন:</u> রামনাবাদ চ্যানেল এর পশ্চিম পাড় ঘেঁষে আবস্থিত লালুয়া ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের বানাতি বাজার থেকে শুরু হয়ে শনিবারের বাজার পর্যন্ত মোট ২৯ কি:মি: বেরিবাঁধ রয়েছে।
- <u>চম্পাপুর ইউনিয়ন:</u> আগুনমোখা ও রামনাবাদ নদীর পাড়ে অবস্থিত চম্পাপুর ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নে মোট ০২ কি:মি: পাঁকা ও ২৩ কি:মি: কাঁচা বাঁধ রয়েছে।
- <u>ধানখালী ইউনিয়ন:</u> টিয়াখালী ও রামনাবাদ নদীর পশ্চিম পাড়ে ২৫ কি:মি: বাঁধ রয়েছে।
- <u>কুয়াকাটা পৌরসভা:</u> পর্যটন নগরীর দক্ষিন দিকে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মোট ৩৭ কি:মি: কাঁচা ও পাঁকা বাঁধ রয়েছে।

- **স্লুইসগেট:** কলাপাড়া উপজেলায় মোট ১১০টি বাঁধ সংলগ্ন স্লুইসগেট রয়েছে। স্লুইসগেট গুলো আন্ধার মানিক, পূর্ব সোনাতলা, টিয়াখালী নদী এবং অন্যান্য খালের সাথে সংযুক্ত। তবে উল্লিখিত স্লুইসগেট গুলোর মধ্যে অধিকাংশ স্লুইসগেটের কার্যকরী অবস্থা ভাল না। যে কারণে অতিরিক্ত পানি উঠা-নামার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্লাবন ও জলাবদ্ধার সৃষ্টি হয়।

নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক বাঁধের সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান প্রদান করা হলো:

- <u>মহিপুর ইউনিয়ন:</u> বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী মহিপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে আছে ৯টি স্লুইসগেট ।
- <u>চাকামাইয়া ইউনিয়ন:</u> চাকামাইয়া ইউনিয়নে ৭টি স্লুইসগেট আছে ।
- <u>টিয়াখালী ইউনিয়ন:</u> টিয়াখালী ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ৬টি স্লুইসগেট আছে।
- <u>ডালবুগঞ্জ ইউনিয়ন:</u> ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নে আছে ৯টি স্লুইসগেট।
- <u>লতাচাপলি ইউনিয়ন:</u> লতাচাপলী ইউনিয়নে আছে ৯টি।
- <u>নীলগঞ্জ ইউনিয়ন:</u> কলাপাড়া উপজেলার সর্ব বৃহত ইউনিয়ন নীলগঞ্জে আছে ৮ টি স্লুইসগেট।।

- কলাপাড়া পৌরসভা: কলাপাড়া পৌরসভায় ৮টি স্লুইসগেট আছে।
- ধুলারসার ইউনিয়ন: ধুলাসার ইউনিয়নে আছে ৮টি স্লুইসগেট ।
- মিঠাগঞ্জ ইউনিয়ন: মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নে আছে ৮টি।
- বালিয়াতলী ইউনিয়ন: বালিয়াতলী ইউনিয়নে ৭টি স্লুইসগেট আছে।
- লালুয়া ইউনিয়ন: লালুয়া ইউনিয়নে আছে ৮টি।
- চম্পাপুর ইউনিয়ন: চম্পাপুর ইউনিয়নে আছে ৮টি।
- ধানখালী ইউনিয়ন: ধানখালী ইউনিয়নে ৭টি।
- কুয়াকাটা পৌরসভা: কলাপাড়া উপজেলার ২য় পৌরসভা কুয়কাটায় আছে ৮টি পৌসভা ।

উপরোল্লেখিত ইউনিয়ন ও পৌরসভা সমূহে উল্লেখিত সংখ্যক স্লুইসগেট থাকলেও পর্যাপ্ত তদারকি ও রক্ষনাবেক্ষন এবং সংস্কারের অভাবে অধিকাংস স্লুইসগেট ই বিকল হয়ে পরেছে তাছাড়া কলাপাড়া উপজেলার বিস্তির্ন এলাকার জন্য উল্লেখিত সংখ্যক স্লুইসগেট খুবই অপ্রতুল।

- **ব্রীজ:** কলাপাড়া উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে/পৌরসভার বিভিন্ন নদী ও খালের উপরে ছোট-বড় মোট ২০টি ব্রীজ রয়েছে। তবে কোন কোন ইউনিয়নে/ পৌরসভায় দুইটি করেও ব্রীজ আছে । নিন্মে এ ব্রীজ গুলোর অবস্থান ইউনিয়ন অনুসারে তুলে ধরা হলঃ-
- মহিপুর ইউনিয়ন:২টি।
- চাকামাইয়া ইউনিয়ন: ২টি ।
- টিয়াখালী ইউনিয়ন: ২টি।
- ডালবুগঞ্জ ইউনিয়ন: ১টি।
- লতাচাপলি ইউনিয়ন: ১টি।
- নীলগঞ্জ ইউনিয়ন: ১টি।।
- কলাপাড়া পৌরসভা: ১টি।
- ধুলারসার ইউনিয়ন: ২টি ।
- মিঠাগঞ্জ ইউনিয়ন: ১টি।
- বালিয়াতলী ইউনিয়ন: ২টি।
- লালুয়া ইউনিয়ন: ১টি।
- চম্পাপুর ইউনিয়ন: ১টি।
- ধানখালী ইউনিয়ন: ২টি।
- কুয়াকাটা পৌরসভা: ১টিপীসভা ।

**উল্লেখিত ব্রীজ গুলো লোহা/স্টীল এবং কংকৃট দ্বরা নির্মিত এবং ঢাকা - কুয়াকাটা মহাসরকে আন্দার মানিক, ফুলবুনিয়া ও শিববাড়ীয়া নদীর উপর তিনটি ব্রীজ নির্মানাধীন আছে।**

- **কালভার্ট:** কলাপাড়া উপজেলায় নদী/খালের উপরে আনুমানিক ৫৫০ টি কালভার্ট রয়েছে। এর মধ্যে ৫টি ইউনিয়নের অধিকাংশ কালর্ভাট গুলোর অবস্থা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ন। প্রয়োজনের তুলনায় এই উপজেলায় কালভার্টের সংখ্যা অপ্রতুল।
- মহিপুর ইউনিয়ন:৩৫টি।
- চাকামাইয়া ইউনিয়ন: ৪০টি ।
- টিয়াখালী ইউনিয়ন: ৩০টি।
- ডালবুগঞ্জ ইউনিয়ন: ৪৫টি।
- লতাচাপলি ইউনিয়ন: ৫৫টি।
- নীলগঞ্জ ইউনিয়ন: ৬০টি।।
- কলাপাড়া পৌরসভা: ১৫টি।
- ধুলারসার ইউনিয়ন: ৩৫টি ।
- মিঠাগঞ্জ ইউনিয়ন: ৩৫টি।
- বালিয়াতলী ইউনিয়ন: ৪৮টি।
- লালুয়া ইউনিয়ন: ৪৫টি।
- চম্পাপুর ইউনিয়ন: ৪৫টি।
- ধানখালী ইউনিয়ন: ৫০টি।
- কুয়াকাটা পৌরসভা: ১২টি।

***(Source:** Water Development Board & LGED, Kalapara)*

- **রাস্তা :** মোট রাস্তা ১৫০৮ কি.মি (কাঁচা ১২৭৫ কি.মি, ঐইই ৯৩কি.মি, পাকা ১৪০ কি.মি)।
- মহিপুর ইউনিয়ন: ৭৫ কি:মি:।
- চাকামাইয়া ইউনিয়ন: ৮০ কি:মি:।
- টিয়াখালী ইউনিয়ন: ১০০ কি:মি:।
- ডালবুগঞ্জ ইউনিয়ন: ৬০ কি:মি:।
- লতাচাপলি ইউনিয়ন: ১৩০ কি:মি:।
- নীলগঞ্জ ইউনিয়ন: ১৫০ কি:মি:।
- কলাপাড়া পৌরসভা: ১০ কি:মি:।
- ধুলারসার ইউনিয়ন: ১২০ কি:মি:।
- মিঠাগঞ্জ ইউনিয়ন: ৮৮ কি:মি:।

- বালিয়াতলী ইউনিয়ন: ১২০ কি:মি: ।
- লালুয়া ইউনিয়ন: ১০০ কি:মি: ।
- চম্পাপুর ইউনিয়ন: ৯০ কি:মি: ।
- ধানখালী ইউনিয়ন: ১২০ কি:মি: ।
- কুয়াকাটা পৌরসভা: ১২ কি:মি: ।

তাছাড়া অত্র উপজেলার পাকা সরকের পরিমান ১৪০কি:মি: । অত্র উপজেলার প্রধান সরক এবং ঢাকা - কুয়াকাট মহাসরক যা শুরু হয়েছে কলাপাড়ার প্রবেশ দার খ্যাত রজপাড়া আবাশন থেকে কুয়াকাটা পর্যন্ত ৫০ কি:মি: । কলাপাড়ার অন্যান্য প্রধান প্রধান সড়ক গুলোর মধ্যে কলাপাড়া ফেরীঘাট থেকে বালিয়াতলী হয়ে মহিপুর পর্যন্ত ৩০ কি:মি:, কলাপাড়া চৌরাস্তা থেকে লোন্দা খেয়াঘাট হয়ে ধানখালী পর্যন্ত ৩০কি:মি এবং কুয়াকাটা থেকে মিস্ত্রীপাড়া হয়ে ধুলাসার পর্যন্ত ৩০কি:মি: পাকা সড়ক বিদ্যমান এবং কলাপাড়া উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে যেমন নীলগঞ্জ-এ ১০কি:মি:, মহিপুরে ৬ কি:মি:, লতাচাপলী ৯কি:মি: ডালবুগঞ্জ-৯কি:মি: চাকামাইয়া ৬কি:মি:, বালিয়াতলী-৯কি:মি:, লালুয়া-৬কি:মি, টিয়াখালী ৬কি:মি:, ধানখালী-৯কিমি:, চম্পাপুর- ৮ মিঠাগঞ্জ- ৭ কি:মি:, ধুলাসার-৫কি:মি:, কুয়াকাটা পৌরসভা-৩কি:মি:

***(Source:** LGED, Kalapara)*

- **সেচব্যবস্থা**: কলাপাড়া উপজেলয় রবি ফসল উৎপাদনের জন্য ৭৬০টি শ্যালো মেশিন ব্যবহারের পাশাপশি ভিবিন্ন খাল থেকে জোয়ারের পানি এবং স্লুইস গেট এর মাধ্যমে বৃষ্টির পানি সংরক্ষন করে সেচের কাজে ব্যবহার করা হয় ।

- মহিপুর ইউনিয়ন: ৮৩ টি ।
- চাকামাইয়া ইউনিয়ন: ২৩ টি ।
- টিয়াখালী ইউনিয়ন: ৬২ টি ।
- ডালবুগঞ্জ ইউনিয়ন: ১৩২ টি ।
- লতাচাপলি ইউনিয়ন: ৭৮ টি ।
- নীলগঞ্জ ইউনিয়ন: ১৪৩ টি ।
- কলাপাড়া পৌরসভা: ২৯ টি ।
- ধুলারসার ইউনিয়ন: ৫৪ টি ।
- মিঠাগঞ্জ ইউনিয়ন: ৭৯ টি ।
- বালিয়াতলী ইউনিয়ন: ৬৬ টি ।
- লালুয়া ইউনিয়ন: ৫৬ টি ।
- চম্পাপুর ইউনিয়ন: ৯৬ টি ।
- ধানখালী ইউনিয়ন: ৭৪ টি ।

- কুয়াকাটা পৌরসভা: ১৪ টি।

কলাপাড়া উপজেলায় গড়ে প্রতিবছর বোরো-৩৫০ হেঃ, রবি ফসল-১৪৮০০ হেঃ, রোপা আমন-সম্পুরক সেচ-১০,০০০ হেঃ, আউশ-৪০০ হেঃ জমি চাষাবাদ হয়।

***(Source:**Upazila Agriculture Department, Kalapara)*

- **হাটবাজার:** কলাপাড়া উপজেলাতে মোট ২০টি হাট বাজার রয়েছে। সপ্তাহের প্রতিটা দিনেই কোন না কোন ইউনিয়নে হাট বসে। যেমন উপজেলা শহরে সপ্তাহের প্রতি মঙ্গলবার হাট বসে। হাটবারে স্থায়ী দোকানের পাশা পাশি অস্থায়ী দোকান পাট বসে। এছাড়া প্রতি দিন সকালে ও বিকালে উপজেলা শহর এবং ইউনিয়নের গুলিতে বাজার বসে। হাটবাজার সংক্রান্ত ব্যবসা- বাণিজ্য ব্যবসায়ী মালিক সমিতি এবং ইজারাদারদের দ্বারা পরিচালিত হয়।

  নিন্মে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হল:

  - লতাচাপলি ইউনিয়ন: লতাচাপলী ইউনিয়নে হাটবাজার রয়েছে ০৩টি। এগুলো হলো লক্ষীবাজার, কুয়াকাটা বাজার ও আলীপুর বাজার। এই বাজার গুলো সপ্তাহে একদিন বসে থাকে। এসব বাজারে আনুমানিক ৩৩৫টি স্থায়ী / অস্থায়ী দোকান লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও বিভিন্ন স্থানে ছোট বড় কয়েকটি বাজার বসে। এসব বাজারে প্রায় ২২৮টি স্থায়ী/অস্থায়ী দোকান লক্ষ করা যায়, প্রায় দোকান গুলো নিচু স্থানে অবস্থিত যা জোয়ারের পানিতে দোকান গুলো তলিয়ে যায়। অধিকাংশ দোকান বাঁশ ও কাঠ দ্বারা তৈরি।
  - মহিপুর ইউনিয়ন: মহিপুর ইউনিয়নে ০২টি হাট বসে। এছাড়াও আলীপুর ব্রীজের নিচে স্থায়ী বাজার আছে। এই বাজারে স্থায়ী দোকানের সংখ্যা ১০৩টি ও অস্থায়ী দোকানের সংখ্যা আনুমানিক ৮৩টি। অতিরিক্ত জোয়ারে বা দূর্যোগ এলে দোকান গুলোতে পানি উঠে যায়।
  - চাকামাইয়া ইউনিয়ন: চাকামাইয়া ইউনিয়নে নির্দিষ্ঠ কোন হাট নেই। ইউনিয়নের অধিকাংশ লোকজন উপজেলা পরিষদ বাজার সহ চৌরাস্তায় অস্থায়ী বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কেনা কাটা করে থাকে।
  - টিয়াখালী ইউনিয়ন: টিয়াখালী ইউনিয়নে নির্দিষ্ঠ কোন হাট নেই। ইউনিয়নের অধিকাংশ লোকজন উপজেলা পরিষদ বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কেনা কাটা করে থাকে। বাদুরতলী সুইজগেট সংলগ্ন রাস্তার দুই পাশে প্রায় ৩৭টি স্থায়ী ও অস্থায়ী দোকান লক্ষ্য করা যায়।
  - ডালবুগঞ্জ ইউনিয়ন: ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নে ০১টি হাট বসে। এছাড়াও ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট কয়েকটি বাজার বসতে লক্ষ্য করা যায়। এসব বাজারে আনুমানিক ৭৫টি স্থায়ী ও অস্থায়ী দোকান দেখা যায়। অধিকাংশই দোকানগুলো বাঁশ, কাঠ ও গোলপাতা দিয়ে ও নিচু স্থানে তৈরি। দূর্যোগ এলে সবকিছু লন্ডভন্ড হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
  - নীলগঞ্জ ইউনিয়ন: নীলগঞ্জে ইউনিয়ন হাট বাজার আছে ০২টি। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় বাজার হলো পাখীমারা বাজার। এই বাজারে স্থায়ী অস্থায়ী মিলে মোট দোকান ৪২০টি (অনুমানিক)।

এছাড়াও ইউনিয়নে কয়েকটি বাজার রয়েছে। এসব বাজারে ছোট বড় স্থায়ী অস্থায়ী মিলে প্রায় ২৬১টি দোকান লক্ষ্য করা যায়। এই ইউনিয়নে দুটি ফেরি ঘাট রয়েছে। এই ফেরি ঘাট দুটিতে প্রায় ৩০-৩৫টি স্থায়ী/অস্থায়ী দোকান বসে। অধিকাংশই দোকানই নিচু স্থানে অবস্থিত বলে অতিরিক্ত জোয়ারে বা দূর্যোগ এলে দোকান গুলোতে পানি ওঠে ও ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

- কলাপাড়া পৌরসভা: কলাপাড়া পৌরসভায় হাট বাজার রয়েছে ০১টি। এটি সপ্তাহে মঙ্গলবার বসে থাকে, ফলে কয়েকটি ইউনিয়নের জনগনের মিলন স্থানে পরিনত হয়। এই বাজারে স্থায়ী / অস্থায়ী মিলে প্রায় ৪০০-৪৩৫টি দোকান রয়েছে। এছাড়াও প্রতিদিন বাজার বসে। কলাপাড়া পৌরসভার আয়তনের মধ্যে বিভিন্ন যায়গায় স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলে আনুমানিক ৬২০-৬৭৫টি দোকান বসতে দেখা যায়। কলাপাড়া ফেরি ঘাট হতে বালিয়াতলী খেয়া ঘাট পর্যন্ত আন্ধার মানিক নদীর উত্তর পাড় ঘেষে প্রায় ০৬ কি:মি পাকা বেরিবাঁধ আছে তার দুই পাশে অসংখ্য স্থায়ী / অস্থায়ী এবং ভাসমান দোকান লক্ষ্য করা যায়।
- ধুলারসার ইউনিয়ন: ধুলাসার ইউনিয়নে ০১টি হাট আছে। এছাড়াও ইউনিয়নের বাবলাতলায় একটি বাজার বসে। এসব বাজারে আনুমানিক ৫৫-৬৪টি স্থায়ী ও অস্থায়ী দোকান আছে। অধিকাংশই দোকানগুলো বাঁশ, কাঠ ও গোলপাতা দিয়ে ও নিচু স্থানে তৈরি। দূর্যোগ এলে সবকিছু লন্ডভন্ড হওয়ার সম্ভাবনা আছে।
- মিঠাগঞ্জ ইউনিয়ন: মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নে হাটের সংখ্যা ০১টি। এছাড়াও ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট কয়েকটি বাজার বসতে দেখা যায়। এসব বাজারে আনুমানিক ৭৫টি স্থায়ী ও অস্থায়ী দোকান রয়েছে। সাপুরিয়া থেকে চরপাড়া পক্ষিয়া পাড়া ও মধুখালী হয়ে মিঠাগঞ্জ পর্যন্ত মোট ৩৩ কি:মি: পাঁকা ও কাঁচা বাঁধ রয়েছে তার দুই পাশে অসংখ্য স্থায়ী / অস্থায়ী দোকান লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশই দোকানগুলো বাঁশ, কাঠ ও গোলপাতা দিয়ে ও নিচু স্থানে তৈরি। দূর্যোগ এলে সবকিছু ধংশ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।
- বালিয়াতলী ইউনিয়ন: বালিয়াতলী ইউনিয়নে সাপ্তাহিক ০২টি হাট বসে। বালিয়াতলী খেয়া ঘাট থেকে চর নজীব গ্রামের পাড় ঘেষে বানাতি বাজার এর খালের পশ্চিম পাড় হয়ে বাবলাতলা বাজারের উত্তর পাড় পর্যন্ত প্রায় ৩৯ কি:মি: পাঁকা ও কাঁচা বেরিবাঁধ রয়েছে তার বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট কয়েকটি বাজার বসতে দেখা যায়। এসব বাজারে আনুমানিক ৮৮টি স্থায়ী ও অস্থায়ী দোকান আছে। অধিকাংশই দোকানগুলো বাঁশ, কাঠ ও গোলপাতা দিয়ে ও নিচু স্থানে তৈরি। দূর্যোগ এলে সবকিছু লন্ডভন্ড হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- লালুয়া ইউনিয়ন: লালুয়া ইউনিয়নে রয়েছে ০২টি হাট। এই ইউনিয়নে বানাতি বাজার ও শনিবারের বাজার নামে দুটি সাপ্তাহিক বাজার, এটি বসে সোমবার আরেকটি শনিবার। এই বাজারে হাটবারের দিন নানা যায়গা থেকে নানা রকমের ভাসমান দোকান আসে যার সংখ্যা প্রায় ৫৫-৬০টি। এছাড়াও ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট কয়েকটি বাজার বসতে লক্ষ্য করা যায়। এসব বাজারে আনুমানিক ৮৫টি স্থায়ী ও অস্থায়ী দোকান রয়েছে। অধিকাংশই

দোকানই নিচু স্থানে অবস্থিত বলে অতিরিক্ত জোয়ারে বা দূর্যোগ এলে দোকান গুলোতে পানি ওঠে ও ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

- চম্পাপুর ইউনিয়ন: চম্পাপুর ইউনিয়নে ০১টি বাজার বসতে দেখা যায়। এছাড়াও ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট কয়েকটি বাজার বসতে লক্ষ্য করা যায়। এসব বাজারে আনুমানিক ৬৫টি স্থায়ী ও অস্থায়ী দোকান লক্ষ্য করা যায়। এই ইউনিয়নে মোট ০২ কি:মি: পাঁকা ও ২৩ কি:মি: কাঁচা বাঁধ রয়েছে তার দুই পাশে স্থায়ী / অস্থায়ী আনুমানিক ৭০-৮০টি দোকান দেখা যায়।
- ধানখালী ইউনিয়ন: ধানখালী ইউনিয়নে রয়েছে ০১টি হাট। এছাড়াও ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট কয়েকটি বাজার রয়েছে। এসব বাজারে আনুমানিক ৭৫টি স্থায়ী ও অস্থায়ী দোকান লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশই দোকানই নিচু স্থানে অবস্থিত বলে অতিরিক্ত জোয়ারে বা দূর্যোগ এলে দোকান গুলোতে পানি ওঠে ও ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।
- কুয়াকাটা পৌরসভা: কুয়াকাটায় পৌরসভা মোট হাট বাজার রয়েছে ০৩টি। এই পৌরসভার বিভিন্ন যায়গায় এছাড়াও কয়েকটি বাজার বসতে দেখা যায়। সাগর কন্যা কুয়াকাটা বীচের পাশে রাখাইন মার্কেট সহ রাস্তার দুই পাশে আনুমানিক ৭৫টি ছোট বড় স্থায়ী ও অস্থায়ী দোকান লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ দোকান গুলো নিচু। অতিরিক্ত জোয়ারে দোকান গুলোতে পানি উঠে যায়।

## ১.৪.২ সামাজিক সম্পদ

**ঘরবাড়ি:** কলাপাড়া উপজেলার অধীকাংশ ঘরবাড়ি কাঠ ও টিনের তৈরী। পাকা ঘরে সংখ্যা খুবই কম। মাটির তৈরী ঘর বাড়ি নেই বললেই চলে। কলাপাড়া উপজেলায় মোট ঘরবাড়ির সংখ্যা ৪৮,৮৪১টি এর মধ্যে পাকা ঘরবাড়ির সংখ্যা ৪,০২২টি, আধাপাকা ঘরবাড়ির সংখ্যা ৭,১০৯টি, কাঁচা ঘরবাড়ির সংখ্যা ৩৭,২৩১টি। অন্যের জমিতে বাড়ি ৪৭৯টি পরিবার। উপজেলার কাঁচা ঘরগুলো গোলপাতা, বাঁশ ও খড় দিয়ে তৈরি। এই উপজেলার প্রায় ৬৫% কাঁচা ঘরবাড়ি বন্যা লেভেলের নিচে এবং ঘরগুলো ঘূর্ণিঝড় সহনশীল নয়।

- মহিপুর ইউনিয়ন: মহিপুর ইউনিয়নের মোট বাড়ির সংখ্যা ৩,৪২৭টি। যার মধ্যে কাঁচা বাড়ি ২,১৯০টি, আধাপাকা বাড়ি ৭৫৪টি, পাকা বাড়ির সংখ্যা ৪৫৪টি এবং অন্যের জমিতে বাড়ি ২৯টি পরিবারের।
- চাকামাইয়া ইউনিয়ন: চাকামাইয়া ইউনিয়নের মোট বাড়ির সংখ্যা ৩,৮৭২টি। যার মধ্যে কাঁচা বাড়ি ২,৮৪২টি, আধাপাকা বাড়ি ৫৬২টি, পাকা বাড়ির সংখ্যা ৪২১টি এবং অন্যের জমিতে বাড়ি ৪৭টি পরিবারের।
- টিয়াখালী ইউনিয়ন: টিয়াখালী ইউনিয়নের মোট বাড়ির সংখ্যা ৩,০৭৮টি। যার মধ্যে কাঁচা বাড়ি ১,৮৪০টি, আধাপাকা বাড়ি ৭৯৬টি, পাকা বাড়ির সংখ্যা ৩৯৩টি এবং অন্যের জমিতে বাড়ি ৪৯টি পরিবারের।
- ডালবুগঞ্জ ইউনিয়ন: ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নের মোট বাড়ির সংখ্যা ২,৭১৬টি। যার মধ্যে কাঁচা বাড়ি ১,৯৭৩টি, আধাপাকা বাড়ি ৪৭৪টি, পাকা বাড়ির সংখ্যা ২৩২টি এবং অন্যের জমিতে বাড়ি ৩৭টি পরিবারের।

- লতাচাপলি ইউনিয়ন: লতাচাপলি ইউনিয়নের মোট বাড়ির সংখ্যা ৫,১৭৬টি। যার মধ্যে কাঁচা বাড়ি ৪,২০০টি, আধাপাকা বাড়ি ৬১২টি, পাকা বাড়ির সংখ্যা ৩৩১টি এবং অন্যের জমিতে বাড়ি ৩৩টি পরিবারের।
- নীলগঞ্জ ইউনিয়ন: নীলগঞ্জ ইউনিয়নের মোট বাড়ির সংখ্যা ৬,৫৭৮টি। যার মধ্যে কাঁচা বাড়ি ৫,৫২৩টি, আধাপাকা বাড়ি ৬২৩টি, পাকা বাড়ির সংখ্যা ৪০৭টি এবং অন্যের জমিতে বাড়ি ২৫টি পরিবারের।
- কলাপাড়া পৌরসভা: কলাপাড়া পৌরসভায় মোট বাড়ির সংখ্যা ৩,৫৭৯টি। যার মধ্যে কাঁচা বাড়ি ১,৩৮৩টি, আধাপাকা বাড়ি ১,১৭১টি, পাকা বাড়ির সংখ্যা ১,০০৯টি এবং অন্যের জমিতে বাড়ি ১৬টি পরিবারের।
- ধুলারসার ইউনিয়ন: ধুলারসার ইউনিয়নের মোট বাড়ির সংখ্যা ৩,১৯২টি। যার মধ্যে কাঁচা বাড়ি ২,৪৪৩টি, আধাপাকা বাড়ি ৫২১টি, পাকা বাড়ির সংখ্যা ২১০টি এবং অন্যের জমিতে বাড়ি ১৮টি পরিবারের।
- মিঠাগঞ্জ ইউনিয়ন: মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের মোট বাড়ির সংখ্যা ২,৩৮১টি। যার মধ্যে কাঁচা বাড়ি ১,৯৯৮টি, আধাপাকা বাড়ি ২৭২টি, পাকা বাড়ির সংখ্যা ৭৫টি এবং অন্যের জমিতে বাড়ি ৩৬টি পরিবারের।
- বালিয়াতলী ইউনিয়ন: বালিয়াতলী ইউনিয়নের মোট বাড়ির সংখ্যা ৩,৩৫১টি। যার মধ্যে কাঁচা বাড়ি ২,৭৭১টি, আধাপাকা বাড়ি ৪৫২টি, পাকা বাড়ির সংখ্যা ৯৭টি এবং অন্যের জমিতে বাড়ি ৩১টি পরিবারের।
- লালুয়া ইউনিয়ন: লালুয়া ইউনিয়নের মোট বাড়ির সংখ্যা ৩,৬৮২টি। যার মধ্যে কাঁচা বাড়ি ৩,১৬১টি, আধাপাকা বাড়ি ৩৫২টি, পাকা বাড়ির সংখ্যা ৯৮টি এবং অন্যের জমিতে বাড়ি ৭১টি পরিবারের।
- চম্পাপুর ইউনিয়ন: চম্পাপুর ইউনিয়নের মোট বাড়ির সংখ্যা ২,৯৭২টি। যার মধ্যে কাঁচা বাড়ি ২,৭৯৮টি, আধাপাকা বাড়ি ৯৮টি, পাকা বাড়ির সংখ্যা ৩৯টি এবং অন্যের জমিতে বাড়ি ৩৭টি পরিবারের।
- ধানখালী ইউনিয়ন: ধানখালী ইউনিয়নের মোট বাড়ির সংখ্যা ৩,২৪৫টি। যার মধ্যে কাঁচা বাড়ি ৩,০৬৫টি, আধাপাকা বাড়ি ১১০টি, পাকা বাড়ির সংখ্যা ৪৯টি এবং অন্যের জমিতে বাড়ি ২১টি পরিবারের।
- কুয়াকাটা পৌরসভা: কুয়াকাটা পৌরসভায় মোট বাড়ির সংখ্যা ১,৫৯২টি। যার মধ্যে কাঁচা বাড়ি ১,০৪৪টি, আধাপাকা বাড়ি ৩১২টি, পাকা বাড়ির সংখ্যা ২০৭টি এবং অন্যের জমিতে বাড়ি ২৯টি পরিবারের।

**পানি:** এই উপজেলায় খাবার পানি হিসেবে নলকুপ এবং পুকুরের পানি ব্যবহার করে থাকে। গভীর নলকুপ চালু আছে ২,৮০১ টি, নষ্ট আছে ১১৬ টি, বন্যা লেভেলের উপরে অবস্থিত ৬৭ টি, এই এলাকায় শতকরা ৮০% অধিবাসী নলকুপের পানি ব্যবহার করে থাকে। উপজেলা শহরে একটি পানির ট্যাংকি আছে। যার ধারন ক্ষমতা ৫,০০০ লিটার। এই পানি দ্বারা কলাপাড়া উপজেলার পৌরসভা, টিয়াখালী, চাকামাইয়া ইউনিয়নের বসবাসকারী প্রায় ৮,৩২৯টি পরিবার এই পানি পান ও ব্যবহার করে থাকে। এই পানির ট্যাংকিটি কলাপাড়া পৌরসভা কতৃক পরিচালিত হচ্ছে।

- <u>মহিপুর ইউনিয়ন:</u> মহিপুর ইউনিয়নের গভীর নলকুপ চালু আছে ১২৭ টি, নষ্ট ১১টি নলকূপ, বন্যা লেভেলের উপরে রয়েছে ০৪ টি।
- <u>চাকামাইয়া ইউনিয়ন:</u> চাকামাইয়া ইউনিয়নে গভীর নলকুপ চালু আছে ২০৯ টি, নষ্ট ০৮টি, বন্যা লেভেলের উপরে ০৩ টি আছে ।
- <u>টিয়াখালী ইউনিয়ন:</u> টিয়াখালী ইউনিয়নের গভীর নলকুপ চালু ২১৮ টি, নষ্ট ০৯টি, বন্যা লেভেলের উপরে আছে ০৫টি।
- <u>ডালবুগঞ্জ ইউনিয়ন:</u> ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নে গভীর নলকুপ চালু ১৫৪ টি, নষ্ট ০৯টি, বন্যা লেভেলের উপরে ০৪টি আছে ।
- <u>লতাচাপলি ইউনিয়ন:</u> লতাচাপলী ইউনিয়নে গভীর নলকুপ ২৩১ টি চালু, ১২টি নষ্ট, বন্যা লেভেলের উপরে আছে ০৪টি ।
- <u>নীলগঞ্জ ইউনিয়ন:</u> নীলগঞ্জে ইউনিয়ন গভীর নলকুপ চালু ৩১৮ টি, নষ্ট ০৮টি, বন্যা লেভেলের উপরে আছে ০৭ টি।
- <u>কলাপাড়া পৌরসভা:</u> কলাপাড়া পৌরসভায় গভীর নলকুপ চালু ২৫৪ টি, নষ্ট ০৫টি, বন্যা লেভেলের উপরে ০৯ টি আছে।
- <u>ধুলারসার ইউনিয়ন</u>: ধুলাসার ইউনিয়নে গভীর নলকুপ ১৬৮ টি চালু আছে, ০৯টি নষ্ট, বন্যা লেভেলের উপরে ০৪ টি আছে ।
- <u>মিঠাগঞ্জ ইউনিয়ন:</u> মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নে গভীর নলকুপ ১৭৮ টি চালু, ০৭টি নষ্ট, বন্যা লেভেলের উপরে ০৪ টি আছে ।
- <u>বালিয়াতলী ইউনিয়ন</u>: বালিয়াতলী ইউনিয়নে গভীর নলকুপ ১৯৮ টি চালু, ০৯টি নষ্ট, বন্যা লেভেলের উপরে আছে ০৫ টি।
- <u>লালুয়া ইউনিয়ন:</u> লালুয়া ইউনিয়নে গভীর নলকুপ চালু ১৭৩ টি, নষ্ট ০৮টি, বন্যা লেভেলের উপরে ০৪ টি আছে।
- <u>চম্পাপুর ইউনিয়ন:</u> চম্পাপুর ইউনিয়নে গভীর নলকুপ ১৭৬ টি চালু, ০৭টি নষ্ট, বন্যা লেভেলের উপরে আছে ০৪ টি।
- <u>ধানখালী ইউনিয়ন:</u> ধানখালী ইউনিয়নে গভীর নলকুপ চালু ১৬৩ টি, নষ্ট ০৮টি, বন্যা লেভেলের উপরে ০৩ টি আছে ।
- <u>কুয়াকাটা পৌরসভা:</u> কুয়াকাটায় পৌরসভা গভীর নলকুপ ২৩৪ টি চালু ,০৬টি নষ্ট, বন্যা লেভেলের উপরে ০৭ টি আছে ।

***(Source:** DPHE, Kalapara)*

<u>পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা:</u> স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ৪৬,৭৮২ টি, বন্যা/জলোচ্ছাস লেভেলের উপরে অবস্থিত ১৭,০৯৪ টি, এবং ৮২.৮৪% অধিবাসী স্বাস্থ্যসম্মত লেট্রিন ব্যবহার করে থাকে।অধিকাংশ পায়খানা কাঁচা অথাৎ বাঁশ, কাঠ, টিন ও রিং স্লাপ দিয়ে তৈরি যা কিনা দূযোগ সহনশীল নয়।

- <u>মহিপুর ইউনিয়ন:</u> মহিপুর ইউনিয়নের স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা আছে ৩৩২২ টি, বন্যা লেভেলের উপরে রয়েছে ১৮৫৬ টি।
- <u>চাকামাইয়া ইউনিয়ন:</u> চাকামাইয়া ইউনিয়নে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা আছে ৩৬৭২ টি, বন্যা লেভেলের উপরে ১২৩৪ টি আছে।
- <u>টিয়াখালী ইউনিয়ন:</u> টিয়াখালী ইউনিয়নের স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ২৯৮৭ টি, বন্যা লেভেলের উপরে আছে ১১৭৬টি।
- <u>ডালবুগঞ্জ ইউনিয়ন:</u> ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ২৬৫৪ টি, বন্যা লেভেলের উপরে ৯৮৪টি আছে ।
- <u>লতাচাপলি ইউনিয়ন:</u> লতাচাপলী ইউনিয়নে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ৫০১৬ টি বন্যা লেভেলের উপরে আছে ১১৭৫টি ।
- <u>নীলগঞ্জ ইউনিয়ন:</u> নীলগঞ্জে ইউনিয়ন স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ৬৩৫৪ টি, বন্যা লেভেলের উপরে আছে ১১৭০ টি।
- <u>কলাপাড়া পৌরসভা:</u> কলাপাড়া পৌরসভায় স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ৩৩৯৭ টি, বন্যা লেভেলের উপরে ২৩৪১ টি আছে।
- <u>ধুলারসার ইউনিয়ন</u>: ধুলাসার ইউনিয়নে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ২৯৯৫ টি আছে, বন্যা লেভেলের উপরে ৯৩২ টি আছে
- <u>মিঠাগঞ্জ ইউনিয়ন:</u> মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ২১৯৪ টি বন্যা লেভেলের উপরে ৯২০ টি আছে ।
- <u>বালিয়াতলী ইউনিয়ন</u>: বালিয়াতলী ইউনিয়নে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ৩১৯৪ টি বন্যা লেভেলের উপরে আছে ১০২৩ টি।
- <u>লালুয়া ইউনিয়ন:</u> লালুয়া ইউনিয়নে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ৩৪৯২ টি, বন্যা লেভেলের উপরে ১০৩৪ টি আছে।
- <u>চম্পাপুর ইউনিয়ন:</u> চম্পাপুর ইউনিয়নে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ২৮৬৯ টি বন্যা লেভেলের উপরে আছে ৯৮৩ টি।
- <u>ধানখালী ইউনিয়ন:</u> ধানখালী ইউনিয়নে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ৩১৫৩টি, বন্যা লেভেলের উপরে ১২৩৪ টি আছে ।
- <u>কুয়াকাটা পৌরসভা:</u> কুয়াকাটায় পৌরসভা স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ১৪৮৩ টি, বন্যা লেভেলের উপরে ১০৩২ টি আছে ।

*(**Source:** DPHE, Kalapara)*

- **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান**- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৭৯ টি, ব্রাক পরিচালিত স্কুল ৪০ টি, কারিতাস পরিচালিত স্কুল ৩০ টি, ঢাকা আহছানিয়া মিশন পরিচালিত স্কুল ১০টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২৮ টি, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৫ টি, ডিগ্রি কলেজ ২ টি, সাধারণ মহাবিদ্যালয় ২ টি, টেকনিক্যাল কলেজ ২ টি, এবতেদায়ী মাদ্রাসা ৩৭ টি, দাখিল মাদ্রাসা ২২ টি, সিনিয়র মাদ্রাসা ৫ টি।

  ***(Source:** Education and Statistics Department, Kalapara.)*

- **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/পাঠাগার-** উপজেলার শিক্ষার হার- ৫৯.৯২%

  উপজেলা/ ইউনিয়নে সরকারী, বে-সরকারী, প্রাথমিক, উচ্চ বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কলেজ, পাঠাগার ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বর্ননা **সংযুক্তি:-** ০১ দেখানো হল

**ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান: কলাপাড়া উপজেলায় মোট** মসজিদ ৩৮৭ টি, মন্দির ৪৫ টি, গির্জা, ৩ টি, বৌদ্ধ মন্দির ৬ টি। উক্ত অবকাঠামোগুলো অধিকাংশই আধা পাকা। সাইক্লোন সিডর এর মত ভংঙ্কও ঘূর্ণিঝড় হলে উক্ত অবকাঠামো ধংশ হবার সম্ভাবনা আছে।

- মহিপুর ইউনিয়ন: মহিপুর ইউনিয়নের মসজিদ আছে ২৫ টি, মন্দির ০৪ টি আছে।
- চাকামাইয়া ইউনিয়ন: চাকামাইয়া ইউনিয়নে মসজিদ আছে ২৭ টি, মন্দির আছে ০২ টি।
- টিয়াখালী ইউনিয়ন: টিয়াখালী ইউনিয়নের ২৮ টি মসজিদ আছে, ০২ টি মন্দির আছে।
- ডালবুগঞ্জ ইউনিয়ন: ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নে মসজিদ আছে ২৩ টি, মন্দির আছে ০১ টি।
- লতাচাপলি ইউনিয়ন: লতাচাপলী ইউনিয়নে মসজিদ আছে ৩১ টি, মন্দির আছে ০৫ টি, বৌদ্ধ মন্দির আছে ০২ টি, গির্জা আছে ০২ টি।
- নীলগঞ্জ ইউনিয়ন: নীলগঞ্জে ইউনিয়ন ৩৮ টি মসজিদ আছে, মন্দির ০৬ টি আছে।
- কলাপাড়া পৌরসভা: কলাপাড়া পৌরসভায় মসজিদ আছে ৪০ টি, মন্দির আছে ০৮ টি, বৌদ্ধ মন্দির আছে ০২ টি।
- ধুলারসার ইউনিয়ন: ধুলাসার ইউনিয়নে মসজিদ আছে ২৩ টি, ০১ টি মন্দির আছে।
- মিঠাগঞ্জ ইউনিয়ন: মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নে মন্দির আছে ০২ টি মসজিদ ২২ টি আছে।
- বালিয়াতলী ইউনিয়ন: বালিয়াতলী ইউনিয়নে মসজিদ আছে ২২ টি, ০২ টি মন্দির আছে।
- লালুয়া ইউনিয়ন: লালুয়া ইউনিয়নে মসজিদ আছে ২৬ টি, মন্দির ০১টি আছে।
- চম্পাপুর ইউনিয়ন: চম্পাপুর ইউনিয়নে মসজিদ আছে ২৭ টি, ০১ টি মন্দির আছে।
- ধানখালী ইউনিয়ন: ধানখালী ইউনিয়নে মসজিদ আছে ২৯ টি, মন্দির আছে ০১ টি।
- কুয়াকাটা পৌরসভা: কুয়াকাটায় পৌরসভা মসজিদ আছে ২৬ টি, মন্দির আছে ০৯ টি, বৌদ্ধ মন্দির আছে ০২ টি, ০১ টি গির্জা আছে।

**ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাঁহ) :** সমগ্র কলাপাড়া উপজেলাতে আনুমানিক ৩৫০টি ঈদগাঁহ ময়দান রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ঈদগাঁহ ময়দান কলাপাড়া কুয়াকাটা পৌরসভাতে অবস্থিত। অধিকাংশ ঈদগাঁহ মাঠ গুলো নিচু। অতি বৃষ্টি ও জোয়ারের কারনে মাঠগুলো তলিয়ে যায়।

- মহিপুর ইউনিয়ন: মহিপুর ইউনিয়নের ঈদগাঁহ ময়দান রয়েছে ২২ টি ।
- চাকামাইয়া ইউনিয়ন: চাকামাইয়া ইউনিয়নে ২৭ টি ঈদগাঁহ ময়দান আছে।
- টিয়াখালী ইউনিয়ন: টিয়াখালী ইউনিয়নের ঈদগাঁহ ময়দান ২৩ টি আছে।
- ডালবুগঞ্জ ইউনিয়ন: ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নে ২১ টি ঈদগাঁহ ময়দান রয়েছে।
- লতাচাপলি ইউনিয়ন: লতাচাপলী ইউনিয়নে ৩৯ টি ঈদগাঁহ ময়দান আছে ।
- নীলগঞ্জ ইউনিয়ন: নীলগঞ্জে ইউনিয়ন ঈদগাঁহ ময়দান রয়েছে ৪১ টি ।
- কলাপাড়া পৌরসভা: কলাপাড়া পৌরসভায় ঈদগাঁহ ময়দান আছে ১৯ টি ।
- ধুলারসার ইউনিয়ন: ধুলাসার ইউনিয়নে ২১ টি ঈদগাঁহ ময়দান আছে ।
- মিঠাগঞ্জ ইউনিয়ন: মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নে ঈদগাঁহ ময়দান ২০ টি আছে ।
- বালিয়াতলী ইউনিয়ন: বালিয়াতলী ইউনিয়নে ঈদগাঁহ ময়দান আছে ২৫ টি ।
- লালুয়া ইউনিয়ন: লালুয়া ইউনিয়নে ২৮ টি ঈদগাঁহ ময়দান আছে ।
- চম্পাপুর ইউনিয়ন: চম্পাপুর ইউনিয়নে ঈদগাঁহ ময়দান রয়েছে ২৩ টি ।
- ধানখালী ইউনিয়ন: ধানখালী ইউনিয়নে ১৯ টি ঈদগাঁহ ময়দান আছে ।
- কুয়াকাটা পৌরসভা: কুয়াকাটায় পৌরসভা ঈদগাঁহ ময়দান রয়েছে ২২ টি ।

**স্বাস্থ্য সেবা :** কলাপাড়া উপজেলায় সর্বমোট কমিউনিটি ক্লিনিক ২২ টি, হাসপাতাল ২ টি, ডায়াগনষ্টিক সেন্টার ০৬টি এবং ছোট বড় বেশ কিছু ফার্মেসী রয়েছে। এ সকল ফার্মেসীতে মেডিক্যাল প্রাকটিশোনাল এবং হাতুরে ডাক্তাদের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা পাওয়া যায়। অন্য দিকে কমিউনিটি ক্লিনিক ও হাঁসপাতালে রেজিষ্টার্ড ডাক্তার দ্বারা চিদিৎসা সেবা পরিচালিত হয়।

- মহিপুর ইউনিয়ন: মহিপুর ইউনিয়নের ছোট বড় বেশ কিছু ফার্মেসী রয়েছে এবং কমিউনিটি ক্লিনিক ০১ টি আছে।
- চাকামাইয়া ইউনিয়ন: চাকামাইয়া ইউনিয়নে কমিউনিটি ক্লিনিক ০১ টি এবং ছোট বড় বেশ কিছু ফার্মেসী রয়েছে ।
- টিয়াখালী ইউনিয়ন: টিয়াখালী ইউনিয়নের কমিউনিটি ক্লিনিক ০১ টি এবং ছোট বড় বেশ কিছু ফার্মেসী আছে ।
- ডালবুগঞ্জ ইউনিয়ন: ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নে কমিউনিটি ক্লিনিক ০১ টি এবং ছোট বড় বেশ কিছু ফার্মেসী রয়েছে ।

- লতাচাপলি ইউনিয়ন: লতাচাপলী ইউনিয়নে ছোট বড় বেশ কিছু ফার্মেসী রয়েছে এবং কমিউনিটি ক্লিনিক ০২ টি।
- নীলগঞ্জ ইউনিয়ন: নীলগঞ্জে ইউনিয়ন কমিউনিটি ক্লিনিক ০৩ টি এবং ছোট বড় বেশ কিছু ফার্মেসী রয়েছে।
- কলাপাড়া পৌরসভা: কলাপাড়া পৌরসভায় কমিউনিটি ক্লিনিক ০২ টি, ডায়াগনষ্টিক সেন্টার ০৬ টি, হাসপাতাল ০১ টি, এবং ছোট বড় বেশ কিছু ফার্মেসী রয়েছে।
- ধুলারসার ইউনিয়ন: ধুলাসার ইউনিয়নে কমিউনিটি ক্লিনিক ০১ টি এবং ছোট বড় বেশ কিছু ফার্মেসী রয়েছে।
- মিঠাগঞ্জ ইউনিয়ন: মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নে কমিউনিটি ক্লিনিক ০২ টি এবং ছোট বড় বেশ কিছু ফার্মেসী রয়েছে।
- বালিয়াতলী ইউনিয়ন: বালিয়াতলী ইউনিয়নে কমিউনিটি ক্লিনিক ০২ টি এবং ছোট বড় বেশ কিছু ফার্মেসী রয়েছে ।
- লালুয়া ইউনিয়ন: লালুয়া ইউনিয়নে কমিউনিটি ক্লিনিক ০২ টি এবং ছোট বড় বেশ কিছু ফার্মেসী রয়েছে ।
- চম্পাপুর ইউনিয়ন: চম্পাপুর ইউনিয়নে কমিউনিটি ক্লিনিক ০১ টি এবং ছোট বড় বেশ কিছু ফার্মেসী রয়েছে।
- ধানখালী ইউনিয়ন: ধানখালী ইউনিয়নে কমিউনিটি ক্লিনিক ০১টি এবং ছোট বড় বেশ কিছু ফার্মেসী রয়েছে।
- কুয়াকাটা পৌরসভা: কুয়াকাটায় পৌরসভা কমিউনিটি ক্লিনিক ০২ টি, হাসপাতাল ০১ টি, এবং ছোট বড় বেশ কিছু ফার্মেসী রয়েছে।

(**Source:**Upazila Health and Family Planning Department, Kalapara)

**ব্যাংক:** কলাপাড়া উপজেলা শহর ও কুয়াকাটায় অবস্থিত ০৯ টি ব্যাংক, এর মধ্যে ৫টি সরকারী ও ৪টি বেসরকারী ব্যাংক রয়েছে। ব্যাংক গুলো হচ্ছে অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, রুপালী ব্যাংক, ব্রাক ব্যাংক, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক।

**পোস্ট অফিস:** ইউনিয়ন, পৌরসভা ও উপজেলা পর্যায়ে মোট ১৪ টি পোষ্ট অফিস আছে। এর মধ্যে কলাপাড়া ও কুয়াকাটা পৌরসভাতে অবস্থিত পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে ভাল সেবা পাওয়া যায়।

- মহিপুর ইউনিয়ন: মহিপুর ইউনিয়নের ০১ টি পোষ্ট অফিস আছে।
- চাকামাইয়া ইউনিয়ন: চাকামাইয়া ইউনিয়নে ০১ টি পোষ্ট অফিস আছে ।
- টিয়াখালী ইউনিয়ন: টিয়াখালী ইউনিয়নের ০১ টি পোষ্ট অফিস আছে ।
- ডালবুগঞ্জ ইউনিয়ন: ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নে ০১ টি পোষ্ট অফিস আছে ।

- লতাচাপলি ইউনিয়ন: লতাচাপলী ইউনিয়নে ০১ টি পোষ্ট অফিস আছে ।
- নীলগঞ্জ ইউনিয়ন: নীলগঞ্জে ইউনিয়ন ০১ টি পোষ্ট অফিস আছে ।
- কলাপাড়া পৌরসভা: কলাপাড়া পৌরসভায় ০১ টি পোষ্ট অফিস আছে ।
- ধুলারসার ইউনিয়ন: ধুলাসার ইউনিয়নে ০১ টি পোষ্ট অফিস আছে ।
- মিঠাগঞ্জ ইউনিয়ন: মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নে ০১ টি পোষ্ট অফিস আছে ।
- বালিয়াতলী ইউনিয়ন: বালিয়াতলী ইউনিয়নে ০১ টি পোষ্ট অফিস আছে ।
- লালুয়া ইউনিয়ন: লালুয়া ইউনিয়নে ০১ টি পোষ্ট অফিস আছে ।
- চম্পাপুর ইউনিয়ন: চম্পাপুর ইউনিয়নে ০১ টি পোষ্ট অফিস আছে ।
- ধানখালী ইউনিয়ন: ধানখালী ইউনিয়নে ০১ টি পোষ্ট অফিস আছে ।
- কুয়াকাটা পৌরসভা: কুয়াকাটায় পৌরসভা ০১ টি পোষ্ট অফিস আছে ।

**ক্লাব/সাংস্কৃতিক কেন্দ্র:** সমগ্র কলাপাড়া উপজেলাতে ১৫টি সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

- কুয়াকাটা পৌরসভা: কুয়াকাটায় পৌরসভা ০৫টি ক্লাব/ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আছে। এগুলো হলো:- কুয়াকাটা খেলাঘর, বন্ধু ব্লাড ডোনার ক্লাব, বাংলাদেশ নেভাল উইং, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ইত্যাদি।
- কলাপাড়া পৌরসভা: কলাপাড়া পৌরসভায় মোট ১০টি ক্লাব/ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আছে। যেমন:- আন্ধার মানিক খেলাঘর, বন্ধন ব্লাড ডোনার ক্লাব, এতিমখানা ব্লাড ডোনার ক্লাব, যুব রেড ক্রিসেন্ট ইত্যাদি।

- **এনজিও/স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সমুহঃ** দুর্যোগ বিষয়ে কার্যরত উপজেলার এনজিও দের তালিকা নিম্নে দেওয়া হল।

| ক্রমিক নং | এনজিও | কি বিষয়ে তারা কাজ করে | উপকারভোগীর সংখ্যা | প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল |
|---|---|---|---|---|
| ১ | মুসলিম এইড | ১. স্কুল ভিত্তিক এস, এম, সি মিটিং।<br>২. বিদ্যালয়ের ছাত্র- ছাত্রীদের নিয়ে সচেতনতা সভা ও প্রশিক্ষন।<br>৩. দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষন।<br>৪. দুর্যোগ বিষয়ক সচেতনতা ও সহনশীলতা বৃদ্ধি।<br>৫. ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি।<br>৬. টউগঙ্গ টতউগঙ্গ সভা।<br>৭. দুর্যোগ বিষয়ক মহড়া।<br>৮. জাতীয় দিবস উদ্যাপন। | ৩৩৫৭৬ | এপ্রিল ২০১৩ থেকে জানুয়ারি ২০১৬। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ৯. স্কুল ভিত্তিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা।<br>১০.উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন।<br>১১. আইজিএ<br>১২. কাজ ও প্রশিক্ষনের বিনিময়ে অর্থ<br>১৩. দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্প<br>১৪. দুর্যোগ পরবর্তী ইমারজেনন্সি সেবা প্রদান<br>১৫. ডিগ-এ-ওয়েল প্রকল্প | | |
| ২ | আভাস | ১. দুর্যোগ সচেতনতা সভা।<br>২. জলবায়ু পরিবর্তনে সচেতনতা বৃদ্ধি।<br>৩. মিষ্টি পানি সংরক্ষনে বাধ নির্মানে কৃষকদের সহায়তা।<br>৪. দুর্যোগ কালীন জরুরী সহায়তা।<br>৫. জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন।<br>৬. মহাসেন ক্ষতিগ্রস্থদের জরুরী সহায়তা।<br>• ক্ষতিগ্রস্থ বসতবাড়ী পূন: নির্মান।<br>• ক্ষতিগ্রস্থ লেট্রিন পূন: নির্মান।<br>• ক্ষতিগ্রস্থ পুকুরে মাছের পোনা বিতরণ।<br>• ক্ষতিগ্রস্থদের ধান বীজ ও সবজী বীজ বিতরণ।<br>• ক্ষতিগ্রস্থ গভীর নলকুপ মেরামত। | ৪৯০ | এপ্রিল ২০১০ থেকে ডিসেম্বর ২০১৫। |
| ৩ | এক এইড | ১. দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষন।<br>২. দুর্যোগ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি।<br>৩. পূনর্বাসন ( পূর্বে ছিল )। | ৩৫০ | জানুয়ারি ২০০৮ থেকে জানুয়ারি ২০২০। |
| ৪ | প্রদীপ | ১. গ্রাম দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি।<br>২. ঈঈচ সভা।<br>৩. টচ্ টউগঈ সভা।<br>৪. মাধ্যমিক দ্যিালয়ের ছাত্র- ছাত্রীদের নিয়ে সচেতনতা সভা। | ৩৭৫০০ | জুন ২০১৩ থেকে মে ২০১৪। |
| ৫ | ওয়েভ ফাউন্ডেশন | ১. দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষন।<br>২. দুর্যোগ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি।<br>৩. ক্ষতিগ্রস্থ বসতবাড়ী পূন: নির্মান। | ১৫৯৮ | জুন ২০১০ থেকে জুন ২০১৬। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৬ | জেজেএস | ১. দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষন।<br>২. দুর্যোগ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি।<br>৩. ক্ষতিগ্রস্থ বসতবাড়ী পূন: নির্মান।<br>৪. জেলেদের সহায়তা। | ৩২০০ | অক্টোবর ২০১৩ থেকে মার্চ ২০১৪। |
| ৭ | ওয়াল্ড কনসার্ন | ১. দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষন।<br>২. দুর্যোগ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি।।<br>৩. ক্ষতিগ্রস্থ বসতবাড়ী পূন: নির্মান। | ১৮৭৭৭ | জুলাই ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬। |
| ৮ | পল্লী গন উন্নয়ন কেন্দ্র (পি.জে.উ.কে) | ১. দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষন।<br>২. দুর্যোগ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি। | ১৮৯০ | এপ্রিল ২০০৭ থেকে জানুয়ারি ২০২০। |
| ৯ | শীপ ট্রাস্ট | ১. গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি।<br>২. উঠান বৈঠক।<br>৩. টচ্ উগঈ প্রশিক্ষন।<br>৪. সাইক্লোন সেন্টার মেরামত/ নির্মান।<br>৫. রাস্তা, মাটির কিল্লা মেরামত।<br>৬. দুর্যোগ বিষয়ক মহড়া।<br>৭. জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন। | ৩৭৫৫৫ | মে ২০১১ থেকে মার্চ ২০১৫। |
| ১০ | কোডেক | ১. দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষন।<br>২. দুর্যোগ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি।<br>৩. সচেতনতা বিষয়ক নাটক।<br>৪. জেলেদের তালিকা ও পরিচয় পত্র তৈরী। | ৩২৩৫ | নভেম্বর ২০১৩ থেকে এপ্রিল ২০১৪। |
| ১১ | কারিতাস | ১. গ্রামদুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি।<br>২. উঠান বৈঠক।<br>৩. টচ্উগঈ প্রশিক্ষন।<br>৪. সাইক্লোন সেন্টার মেরামত/ নির্মান।<br>৫. রাস্তা, মাটির কিল্লা মেরামত।<br>৬. দুর্যোগ বিষয়ক মহড়া।<br>৭. জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন। | ৩৮০০০ | মে ২০১১ থেকে মার্চ ২০১৫। |
| | | | | |

*(Source: Upazilla Parishad, Kalapara)*

- **খেলার মাঠ** - কলাপাড়া উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই কম বেশি খেলার মাঠ রয়েছে। তবে নির্দিষ্ট করে খেলার মাঠ সম্পর্কিত কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। সরে জমিনে পর্যবেক্ষন করে দেখা গেছে যে এলাকার অধিকাংশ খেলার মাঠ নিচু। যে কারণে অল্প বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে।
- **কবরস্থান/ স্বশ্বানঘাট** -কলাপাড়া উপজেলাতে দুইটি কবরস্থান ও এক স্বশ্বানঘাট আছেএবং সে গুলো বন্যা লেভেলের উপরে অবস্থিত।
- **যোগাযোগ ও পরিবহনের মাধ্যম :** রিকশা, অটো, ইঞ্জিন ভ্যান, নছিমন, মটরসাইকেল, ভ্যান, পিক-আপ ভ্যান, বাস এবং নৌকার মাধ্যমে এই এলাকার মানুষ জেলার সাথে যোগাযোগ করে থাকে।

*(**Source:** Upazila Statistics Department, Kalapara.)*

- **বন ও বনায়ন:** বন বিভাগের আওতায় সরকারী সংরক্ষিত বনভূমি ১৬১৩. হেক্টর যাহা বর্তমানে জাতীয় উদ্যান হিসাবে ঘোষিত। বনবিবাগের আওতায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেড়ী বাধের ধারে ১৬০.০ কি:মি: বনায়ন, সড়ক ও জন রাস্তার ধারে ১২.০ কি:মি:। সংযোগ সড়ক (LGED) সংলগ্ন বাগান ২০.০ কি:মি:। স্থানীয় সরকার কর্তৃক বা এনজিও কর্তৃক বাগানের তথ্য নাই। উক্ত বাগান সমুহে কেওড়া, ছৈলা, গোলপাতা, আকাশমনি, শিশু, চাম্বল, খৈয়া, বাবলা, মেহগনি, ঝাও, তেতুল, জাম, কৃষ্ণচূঁড়া, তুমা ইত্যাদি গাছ আছে।

(**Source:** Upazila Forest Department, Kalapara.)

## ১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু

কলাপাড়া উপজেলার আবহাওয়া ও জলবায়ুর অবস্থা নিম্নে দেওয়া হল:-

| মাস | গড় বৃষ্টিপাত | | | সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা | | | সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ২০১৩ | ২০১২ | ২০১১ | ২০১৩ | ২০১৩ | ২০১৩ | ২০১৩ | ২০১২ | ২০১১ |
| ডিসেম্বর | শুন্য মি.মি | শুন্য মি.মি | শুন্য মি.মি | ১৫.২° প | ১৫.২° প | ১৫.২° প | ১৫.২° প | ১৩.৬°প | ১৪.৯° প |
| জানুয়ারী | শুন্য মি.মি | শুন্য মি.মি | শুন্য মি.মি | ১২.০° প | ১২.০° প | ১২.০° প | ১২.০° প | ১৪.০° প | ১২.০°প |
| ফেব্রুয়ারী | শুন্য মি.মি | শুন্য মি.মি | শুন্য মি.মি | ১৫.৫° প | ১৫.৫° প | ১৫.৫° প | ১৫.৫° প | ১৮.২°প | ১২.৮° প |
| | | | | | | | | | |
| **মার্চ** | শুন্য মি.মি | ০২ মি.মি | ০১ মি.মি | ৩৩.৬° প | ৩৩.১° প | ৩২.৩° প | ২১.৪° প | ২২.৪°প | ২০.৭° প |
| **এপ্রিল** | ০২মি.মি | ০২ মি.মি | ০৩ মি.মি | ৩৪.৪° প | ৩৪.০° প | ৩৩.১° প | ২৪.৫°প | ২৪.৭°প | ২৩.৯° প |
| **মে** | ২৩মি.মি | ০৩ ম.মি | ০৮ মি.মি | ৩২.১° প | ৩৫.০° প | ৩৩.০° প | ২৫.১° প | ২৬.৬°প | ২৫.১° প |
| | | | | | | | | | |
| **জুন** | ১৪মি.মি | ১৪ | ১৮মি.মি | ৩২.৫° | ৩৩.৩° | ৩১.৯° | ২৬.৫° | ২০.৮°প | ২৬.৩° |
| **জুলাই** | ২২মি.মি | ২১ | ২৬ | ৩১.৬° | ৩১.৬° | ৩১.৭° | ২৬.২° | ২৬.১° প | ২৬.০° |
| **আগষ্ট** | ১৩মি.মি | ১৩ মি.মি | ৩০মি.মি | ৩১.৭° প | ৩২.২° প | ৩০.৯° প | ২৬.০ প | ২৬.৩ প | ২৬.০ প |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **সেপ্টেম্বর** | ১৮মি.মি | ১৮ মি.মি | ১৮মি.মি | | ৩২.১° প | ৩২.২° প | ৩১.৫° প | | ২৫.৮°প | ২৬.২°প | ২৬.১° প |
| **অক্টোবর** | ১৩মি.মি | ০৮ | ০২মি.মি | | ৩১.১° | ৩২.০° | ৩৩.১° | | ২৪.৩°প | ২৩.৭°প | ২৪.৯° |
| **নভেম্বর** | শুন্যমি.মি | ০২ মি.মি | শুন্য মি.মি | | ৩০.০° প | ২৯.৮° প | ৩০.৬° প | | ১৮.৬°প | ১৯.৬°প | ১৯.৩°প |

(**Source:**BMD, Kalapara).

- **বৃষ্টিপাতের ধারা:** গত ০৩ বছরের গড় বৃষ্টিপাত দেখানো হয়েছে। গত ১০ বছরের বৃষ্টিপাতের ডাটা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, বৃষ্টিপাতের স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটছে। বজ্রপাতের পরিমান ও তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(**Source:**BMD, Kalapara, Patuakhali).

- **তাপমাত্রা:**

গত তিন বছরের প্রতি মৌসুমের গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দেখানো হয়েছে। গত ১০ বছরের ডাটা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রতি বছর গড় তাপমাত্র্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ-অঞ্চল সুন্দরবনের পাশাপাশি হওয়ায় স্থানীয় ভাবে গাছপালার পরিমাণ কম হওয়া সত্ত্বে ও তাপদাহের পরিমাণ বেশি হয় না। এ অঞ্চলের সবেবাচ ও সব নিম্ন গড় তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩৩.৫° সে: ও ১২.৫° সে: । বষাকালে এ অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা থাকে ২৮.৩° সে: অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকে। বষাকালে এ অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা ২৮.৩° সে: থাকে। এলাকাবাসীর অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে ৭-৮ বছর তাপমাত্রা এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে যে মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। তাপমাত্রা অধিকতর অনুভুত হওয়ার অন্যতম বড় কারণ বাতা সে আর্দ্রতার পরিমাণ বেড়ে যাওয়া ও পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া। কারণ আর্দ্রতা ও লবণাক্ত পরিবেশ সহনশীলতার মাত্রা কমিয়ে দেয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে কৃষি চাষ পদ্ধতি হুমকির মুখে। বিশেষ করে চিংড়ি চাষের জমিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বেড়ে মাটির লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় জীব বৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়েছে। এরকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে ভবিষ্যৎ ঝুঁকি আরো বাড়বে। এছাড়া তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে যে সমস্ত লোক বিকল্প পেশা হিসেবে পোল্ট্রিফার্ম ব্যবসা, গবাদি পশুপালন চালু করেছিল তাদের এই ব্যবসা ও ঝুঁকির মুখে পড়েছে।

(**Source:**BMD, Kalapara).

- **ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর:**

পানির স্থিতি লেভেল- ৩ মিটার থেকে ৬ মিটারের মধ্যে এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর-৮০০ ফুট থেকে ১২০০ ফুটের মধ্যে, কিন্তু শীত কালে পানির স্তর স্বাভাবিক স্তর এর চেয়ে নিচে নেমে যায়।জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলের তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর দুইবার পানির স্তর পরিমাপ করার জন্য জরিপ চালানো হয়। এ-অঞ্চলে দেখা গেছে এপ্রিল মাসে এই স্তর ১৪ থেকে ১৬ ফুটের মধ্যে থাকে এবং মে মাসে এই পানির স্তর আর ও নিচে নেমে যায়। মে মাসে এই স্তর থাকে ১৫ থেকে ১৭ ফুটের মধ্যে। এলাকাবাসীর মতে পানির এই স্তরনা-কমলে ও দিন দিন সুপেয় পানির প্রাপ্যতা কমে যাচ্ছে, কারণ লবণাক্ত পানি অগভীর স্তরের ভারসাম্য

রক্ষা করছে। এলাকাবাসী মনে করছে সুপেয় পানির স্তর অনেক নিচে নেমে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়নের জন্য এটি হুমকি স্বরূপ। **(Source:** DPHE Office, Kalapara**)**

### ১.৪.৪ অন্যান্য

- **ভূমি ও ভূমির ব্যবহার :**

(উপজেলার মোট জমির পরিমান, আবাদী, অনাবাদী, একফসলী, দু-ফসলী, তিন ফসলী জমির পরিমান, বসতি এলাকার কত ইত্যাদি)

মোট জমির পরিমান: ৪৯২১০ হেক্টর

মোট আবাদী জমির পরিমান: ৪০৯৪০ হেক্টর

এক ফসলী জমি: ২৯%=১১৭৯৮ হেক্টর

দুই ফসলী জমি: ৪৩%=১৭১৮৭ হেক্টর

তিন ফসলী জমি: ২৮%=১১৯৫৫ হেক্টর

অনাবাদী জমির পরিমাণ: (বসতি এলাকা ) = ৮২৭০ হেক্টর

- মহিপুর ইউনিয়নটিতে মোট জমির পরিমাণ ৪৫২০ হেক্টর, আবাদী জমি পরিমাণ ৩৭৫৫ হেক্টর, এক ফসলী জমির পরিমাণ ১১০৩ হেক্টর, দুই ফসলী জমির পরিমাণ ১৬২০ হেক্টর, তিন ফসলী জমির পরিমাণ ১০৩২ হেক্টর।
- চাকামাইয়া উনিয়নটিতে মোট জমির পরিমার ৪৮৬০হেক্টর, আবাদী জমির পরিমার ৩৩৪৪ হেক্টর, এক ফসলী জমির পরিমার ১০৫৫ হেক্টর, দুই ফসলী জমির পরিমার ১১৮৬ হেক্টর, তিন ফসলী জমির পরিমার ১১০৩ হেক্টর।
- টিয়াখালী ইউনিয়নটিতে মোট জমির পরিমাণ ৩১৩১ হেক্টর, আবাদী জমি পরিমাণ ২৮২৪ হেক্টর, এক ফসলী জমির পরিমাণ ১১৫২ হেক্টর, দুই ফসলী জমির পরিমাণ ১০৭২ হেক্টর, তিন ফসলী জমির পরিমাণ ৬০০ হেক্টর।
- ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নটিতে মোট জমির পরিমাণ ৪০১৬ হেক্টর, আবাদী জমি পরিমাণ ৩৬৮৬ হেক্টর , এক ফসলী জমির পরিমাণ ৭৩৮ হেক্টর, দুই ফসলী জমির পরিমাণ ১৩৭৬ হেক্টর, তিন ফসলী জমির পরিমাণ ১৫৭২ হেক্টর।
- লতাচাপলি ইউনিয়নটিতে মোট জমির পরিমাণ ৩৫৫০ হেক্টর, আবাদী জমি পরিমাণ ৩১৯৯ হেক্টর, এক ফসলী জমির পরিমাণ ৮৫০ হেক্টর, দুই ফসলী জমির পরিমাণ ১৪৭৭ হেক্টর, তিন ফসলী জমির পরিমাণ ৮৭২ হেক্টর।
- নীলগঞ্জ ইউনিয়নটিতে মোট জমির পরিমাণ ৫০৬৫ হেক্টর, আবাদী জমি পরিমাণ ৩৪০৫ হেক্টর, এক ফসলী জমির পরিমাণ ১১৪৪ হেক্টর, দুই ফসলী জমির পরিমাণ ১৮৪৬ হেক্টর, তিন ফসলী জমির পরিমাণ ৪১৫ হেক্টর।

- কলাপাড়া পৌরসভা ইউনিয়নটিতে মোট জমির পরিমাণ ২৩৪০ হেক্টর, আবাদী জমি পরিমাণ ২০৫৩ হেক্টর, এক ফসলী জমির পরিমাণ ৬৩০ হেক্টর, দুই ফসলী জমির পরিমাণ ৯৮৮ হেক্টর, তিন ফসলী জমির পরিমাণ ৪৩৫ হেক্টর।
- ধুলারসার ইউনিয়নটিতে মোট জমির পরিমাণ ৩৬৫৫ হেক্টর, আবাদী জমি পরিমাণ ৩২৫৭ হেক্টর, এক ফসলী জমির পরিমাণ ৮৪০ হেক্টর, দুই ফসলী জমির পরিমাণ ১১৬৬ হেক্টর, তিন ফসলী জমির পরিমাণ ১২৫১ হেক্টর৷
- মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নটিতে মোট জমির পরিমাণ ৩৭৯০ হেক্টর, আবাদী জমি পরিমাণ ৩৩৫৫ হেক্টর, এক ফসলী জমির পরিমাণ ৯২২ হেক্টর, দুই ফসলী জমির পরিমাণ ১১৮৮ হেক্টর, তিন ফসলী জমির পরিমাণ ১২৪৫ হেক্টর।
- বালিয়াতলী ইউনিয়নটিতে মোট জমির পরিমাণ ৩৯৮৭ হেক্টর, আবাদী জমি পরিমাণ ৩৫৭৬ হেক্টর, এক ফসলী জমির পরিমাণ ৫৮৮ হেক্টর, দুই ফসলী জমির পরিমাণ ১০৭৪ হেক্টর, তিন ফসলী জমির পরিমাণ ১৯১৪ হেক্টর।
- লালুয়া ইউনিয়নটিতে মোট জমির পরিমাণ ২৭৩২হেক্টর, আবাদী জমি পরিমাণ ২৪৩২ হেক্টর, এক ফসলী জমির পরিমাণ ৭৭৯ হেক্টর, দুই ফসলী জমির পরিমাণ ১৩৮১ হেক্টর, তিন ফসলী জমির পরিমাণ ২৭২ হেক্টর।
- চম্পাপুর ইউনিয়নটিতে মোট জমির পরিমাণ ৩২৪৩ হেক্টর, আবাদী জমি পরিমাণ ২৯৪৩ হেক্টর, এক ফসলী জমির পরিমাণ ১০৫৫ হেক্টর, দুই ফসলী জমির পরিমাণ ১১৮৬ হেক্টর, তিন ফসলী জমির পরিমাণ ৭০২ হেক্টর৷
- ধানখালী ইউনিয়নটিতে মোট জমির পরিমাণ ৪৩২১ হেক্টর, আবাদী জমি পরিমাণ ৩১১১হেক্টর, এক ফসলী জমির পরিমাণ ৯৪২ হেক্টর, দুই ফসলী জমির পরিমাণ ১৬২৭ হেক্টর, তিন ফসলী জমির পরিমাণ ৫৪২ হেক্টর।

(**Source:** Agriculture Demartment and Land Office, Kalapara)

- **<u>কৃষি ও খাদ্য:</u>**

রোপা আমন, আউশ, বোরো। খেসারী, কেলন, শাক সবজী-(শীত,গ্রীষ্ম),তরমুজ, মিষ্টি আলু, ভুট্রা, গম, মুগ,সূর্যমুখী। প্রধান খাদ্য-ভাত, ডাল, মাছ, শাকসবজী ।**মৌসুমি ভিত্তিক জমি ব্যবহারের শতকরা হার -** রবি- ৫২%, খরিপ-১-১৮%, খরিপ-২-৯৯%

**জমির ধরণ:** উচু জমি-১%, মাঝারি জমি-৭৩%, মাঝারী নীচু-২০%, নীচু জমি-০৬% ।

**মাটির ধরণ:** সেন্ডি-৫%, সেন্ডিলুম-৫%, লুম-৩৫%,ক্লেলুম-২৫%,ক্লে-৩%

- ধানখালী ইউনিয়নটিতে উৎপাদনের পরিসংখ্যান ২৪২৭ মেট্রিক টন ধান এবং ৯৬০ মেঃটন মাছ উৎপাদিত হয়।
- চম্পাপুর ইউনিয়নটিতে উৎপাদনের পরিসংখ্যান ২৮৮৭ মেঃ টন ধান এবং ১৮৫২ মেঃটন সাদা মাছ উৎপাদিত হয়।
- লালুয়া ইউনিয়নটিতে উৎপাদনের পরিসংখ্যান ১৭৫৩ মেঃ টঃ ধান, এবং ১৩০০ মেঃট সাদা মাছ উৎপাদিত হয়।
- বালিয়াতলী ইউনিয়নটিতে উৎপাদনের পরিসংখ্যান ২৫২৮ মেট্রিক টন ধান এবং ১৫০৫ মেঃটন সাদা মাছ উৎপাদিত হয়।
- মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নটিতে উৎপাদনের পরিসংখ্যান ২৯৮৩ মেট্রিক টন ধান এবং সাদা মাছ ১৪৫০ মেঃটন উৎপাদিত হয়।
- ধুলারসার ইউনিয়নটিতে উৎপাদনের পরিসংখ্যান ২৪২৩ মেট্রিক টন ধান এবং সাদা মাছ ১৪১৯ মেঃটন উৎপাদিত হয়।
- কলাপাড়া পৌরসভা ইউনিয়নটিতে উৎপাদনের পরিসংখ্যান ১১৩ মেট্রিক টন ধান এবং সাদা মাছ ১৫০ মেঃটন উৎপাদিত হয়।
- নীলগঞ্জ ইউনিয়নটিতে উৎপাদনের পরিসংখ্যান ৩৫২৭ মেট্রিক টন ধান এবং ১৬৭০ মেঃটন সাদা মাছ উৎপাদিত হয়।
- লতাচাপলি ইউনিয়নটিতে উৎপাদনের পরিসংখ্যান ২২৮০ মেট্রিক টন ধান এবং ১১১০ মেঃটন সাদা মাছ উৎপাদিত হয়।
- মহিপুর ইউনিয়নটিতে উৎপাদনের পরিসংখ্যান ২৩৪৩ মেট্রিক টন ধান এবং ৯৮০ মেঃটন সাদা মাছ উৎপাদিত হয়।
- টিয়াখালী ইউনিয়নটিতে উৎপাদনের পরিসংখ্যান ২২৩৪ মেট্রিক টন ধান এবং ৭৬০ মেঃটন সাদা মাছ উৎপাদিত হয়।
- চাকামাইয়া ইউনিয়নটিতে উৎপাদনের পরিসংখ্যান ২৪৫৫ মেট্রিক টন ধান এবং ১২২৩ মেঃটন সাদা মাছ উৎপাদিত হয়।
- ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নটিতে উৎপাদনের পরিসংখ্যান ২৫২৮ মেট্রিক টন ধান এবং ১৪৩৫ মেঃটন সাদা মাছ উৎপাদিত হয়।

**প্রধান প্রধান শস্য বিন্যাস ঃ**

| ক্রঃ নং | রবি (অক্টোবর- | খরিপ-১ (মার্চ-জুন) | খরিপ-২ (জুলাই-সেপ্টেম্বর) | জমির পরিমান (হেক্টর) |
|---|---|---|---|---|
| ১ | পতিত | পতিত | রোপাআমন | ১১৩৭৪ |
| ২ | পতিত | আউশ | রোপাআমন | ৫৩৪৫ |
| ৩ | খেসারী | পতিত | রোপাআমন | ২৪৪০ |
| ৪ | খেসারী | আউশ | রোপাআমন | ৩২৬০ |
| ৫ | ফেলন | আউশ | রোপাআমন | ৫২০৫ |
| ৬ | ফেলন | পতিত | রোপাআমন | ৪৪৯৫ |
| ৭ | মুগ | আউশ | রোপাআমন | ১৪৭০ |
| ৮ | মুগ | পতিত | রোপাআমন | ১৩৩০ |
| ৯ | তরমুজ | আউশ | রোপাআমন | ৯৫০ |
| ১০ | তরমুজ | পতিত | রোপাআমন | ৮৫০ |
| ১১ | চিনাবাদাম | পতিত | রোপাআমন | ৩৭০ |
| ১২ | চিনাবাদাম | আউশ | রোপাআমন | ৩৭০ |

**নদী :**

**কলাপাড়া উপজেলায় নদী ৩** টি। আন্ধারমানিক, পূর্বসোনাতলা, টিয়াখালি এই তিনটি নদী কলাপাড়া উপজেলার মধ্যে অবস্থিত। এই তিনটি নদী থেকে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে অধিকাংশ জেলে পরিবার উপকৃত হয় ।কিন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপকৃত হলেও অপকার হয় যেমন আষাঢ় শ্রাবন্ও ভাদ্র মাসে যখন জোয়ারের পানি বেশি হয় তখন বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়।

(**Source:** Water Development Board, Kalapara.)

- **পুকুর :** পুকুর আছে ১৭,১৩৪ টি। সবগুলো পুকুরে মাছ চাষ হচ্ছে। তবে চাষিদের আর ও প্রশিক্ষনের প্রয়োজন।
- বালিয়াতলী ইউনিয়নে ১৩৮৯টি।
- লালুয়া ইউনিয়নে ১০৯৬ টি।
- মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নে ১৩০৭ টি।
- ধানখালী ইউনিয়নে ১২৭৬ টি।
- চম্পাপুর ইউনিয়নে ১১২৪টি।
- ধুলারসার ইউনিয়নে ১৪২৭টি।
- ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নে ১৮১২ টি।
- মহিপুর ইউনিয়নে ১৩৪৭ টি।
- লতাচাপলি ইউনিয়নে ১৫৯৮ টি।
- নীলগঞ্জ ইউনিয়নে ১৮৫০ টি।
- টিয়াখালী ইউনিয়নে ১০২০ টি।

- চাকামাইয়া ইউনিয়নে ১১২৩ টি।
- কলাপাড়া পৌরসভা ইউনিয়নে ৭৬৫ টি।

(**Source:** Fisheries Department, Kalapara.)

- **খাল :** খাল আছে ৩৯টি। ২০টি খালে সমাজ ভিত্তিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ হচ্ছে। যাহা FCDI প্রকল্পের মাধ্যমে খননকৃত।

- লবণাক্ততা :

  লবনাক্ততা আছে। রবি মৌসুমে উপজেলার প্রায় সকল জমিতে বা খোলা খাল, নদীর পানি লবনাক্ত থাকে। রবি ফসলে লবনাক্ততার প্রভাবে উৎপাদন মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়। লবনাক্ততার জন্য মিঠা পানির অভাবে বোরো ফসল কম হয় বা হয় না বললেই চলে।

  ২৫-৩০ বছর পূর্বে এই এলাকায় নিচু জমিতে নভেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে লোনা পানি উঠত। তখন নিয়মিত জোয়ার ভাটা ছিল এবং ভূমি গঠনের জন্য এ-প্রক্রিয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। সে পরিবেশে লবণাক্ততা তেমন কোনো সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয় নি। তখন মানুষের জীবন-জীবিকার উপর এটি কোনো প্রভাব ফেলেনি। অধিক ফসল ফলানোর মানসে উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের কারণে যখন দুই বা তিন ফসলের প্রচলন শুরু হলো, তখন থেকে লবণাক্ততা একটি সমস্যা হিসেবে দেখা দিলো। জলবায়ু পরিবর্তন কারণে জমিতে লবণাক্ততা আর ও স্থায়ী রূপ নিলো। আশংকা করা হচ্ছে সমুদ্রের নিকটবর্তীতা, চিংড়ি চাষের ব্যাপক প্রচলন ও জীবিকার ধরনের পরিবর্তনের কারণে লবণাক্ততা একটি বড় আপদ হিসেবে চিহ্নিত না-হলে ও সুপেয় পানি, জীব বৈচিত্র্য, ও পরিবেশ ভারসাম্যতার প্রেক্ষাপটে এটি একটি বড় আপদ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। এ-এলাকার ৩০ ভাগ অঞ্চল দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাত্রার লবণাক্ততা আক্রান্ত। নদী ভরাট এবং জলাবদ্ধতার কারণে নিচু জমিতে লবণ পানির পরিমাণ বর্তমানে কম হলে ও সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা বৃদ্ধিতে এ-এলাকা নোনা জলে বিলীন হবার আশংকা থেকেই যাচ্ছে।

(**Source:**Upazila Agriculture Department, Kalapara)

- আর্সেনিক দুষণ:

  কলাপাড়া উপজেলায় কোন নলকুপে আর্সেনিকের উপস্থিতি পাওয়া যায় নি।

(**Source:** DPHE Office, Kalapara)

Map: Kalapara Upazilla Map

# দ্বিতীয় অধ্যায়:
# দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা

## ২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস

পটুয়াখালী জেলার দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পন্ন উপজেলার মধ্যে কলাপাড়া উপজেলা অন্যতম। প্রায় প্রতি বছর কোন না কোন দুর্যোগের সম্মুখীন হয় এ উপজেলা। ঘুর্ণীঝড়, নদীভরাট, লবনাক্ততা, উপকুলীয় বন্যা, কালবৈশাখী সহ বিভিন্ন আপদে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপন্ন এবং সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয় বর্ষা মৌসুমে নদীর দুকুল ভাসিয়ে শহরসহ উপজেলার ব্যাপক এলাকা প্লাবিত হয়। তাছাড়া ড্রেনে ব্যবস্থা ভালোনা থাকায় বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টির ফলে উপজেলার নিম্ন এলাকার বসত বাড়ীতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে। যা প্রায় ১মাস স্থায়ী থাকে। নদী ভরাট দিনদিন প্রকোপ হওয়ায় এ এলাকায় বন্যা ও জলাবদ্ধতার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পশ্চিম দিকের পশুর নদী মূলত উপজেলায় বন্যার সৃষ্টি করে।

উপকুলের নিকটবর্তী হওয়ায় প্রায় প্রতি বছর কলাপাড়া উপজেলায় ঘূর্ণীঝড় পরিলক্ষীত হয়। দক্ষীণ পশ্চিম দিক দিয়ে ঘূর্ণীঝড় ও জলোচ্ছাস উপজেলায় জীবন ও জীবিকার উপর আঘাত করে। তাছাড়া এলাকায় লবনাক্ততার অনুপ্রবেশ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে যা ফসলের ও গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। এ সমস্ত আপদের ফলে কৃষি, পশুসম্পদ, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো, গাছপালা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। খাদ্যাভাব দেখা দেয়, কর্মসংস্থানের সংকট সহ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। কলাপাড়া উপজেলায় সার্বিক ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, প্রায় প্রতি বছর ছোট বড় ঘুর্ণীঝড় হয়ে থাকে। ২০০৭, ২০০৯ ও ২০১৩ সালের ঘূর্ণীঝড় ভয়াবহ রুপ ধারণ করেছিল। এই ঘূর্ণীঝড় লালুয়া, ধুলারসার, লতাচাপলি, ডালবুগঞ্জ, মহিপুর, নীলগঞ্জ, টিয়াখালী ধানখালী, চম্পাপুর, চাকামাইয়া, বালিয়াতলী, মিঠাগঞ্জ ও কলাপাড়া পৌরসভা ইউনিয়নের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছিল। লবনাক্ততা সকল ইউনিয়নে বিদ্যমান। যার ফলে উপরোল্লেখিত দুর্যোগগুলো জীবন ও জীবিকায় একটি বিরুপ প্রভাব ফেলেছে। উল্লেখ্য যে, ২০০৭ সালের সিডর এর সময় ২০-২৫ ফুট এবং ২২০ - ২৪০ কিলোমিটার/ঘন্টা বেগে প্রবাহ মান জলোচ্ছাস উপকুলীয় এই উপজেলাতে ও আঘাত হানে।

**উপজেলার প্রধান আপদ সমুহঃ** উপজেলার প্রধান আপদ সমূহ হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, লবনাক্ততা, জলাবদ্ধতা, অতিবুষ্টি, খরা এবং নদীভাঙ্গন।

দুর্যোগের ক্ষতির পরিমান, ঘটার সময় এবং ক্ষয়ক্ষতি এবং খান সমূহ নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেওয়া হল :

| ক্রমিক নং | দুর্যোগের নাম | বছর | ক্ষতির পরিমান | কোন কোন খাত/উপাদান |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ঘূর্ণীঝড় | ১৯৮৮, ২০০৭, ২০০৯ | বেশী | ফসল, মানবসম্পদ, পশুসম্পদ, অবকাঠামো |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২ | লবনাক্ততা | প্রতিবছর | বেশী | ফসল, গাছপালা, গবাদিপশু |
| ৩ | উপকুলীয় বন্যা | ২০০০, ২০১৩ | বেশী | ফসল, মৎস্য, গবাদিপশু, অবকাঠামো |
| ৪ | জলাবদ্ধতা | প্রতিবছর | বেশী | জীবিকা |
| ৫ | নদীভাঙ্গন | প্রতিবছর | বেশী | ফসল ও বসতি জমি, ঘর-বাড়ী, রাস্তা-ঘাট, অবকাঠামো |
| ৬ | অতিবৃষ্টি | প্রতিবছর | বেশী | ফসল |
| ৭ | জলোচ্ছাস | ২০০৯ | বেশী | ফসল ও বসতি জমি, ঘর-বাড়ী, রাস্তা-ঘাট, অবকাঠামো, ফসল, মৎস্য, গবাদিপশু |

- কিভাবে ও কোন মৌসুমে ঘটেঃ সাগর নিকটবর্তী, নদী-খাল এবং এলাকার জমি নিচু হওয়ায় উল্লিখিত আপদ সমূহ দ্বারা এই উপজেলা অক্রন্ত হয়। বছরের মার্চ থেকে মে মাস এব্ং সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাসে অধিকাংশ আপদ সমূহ দ্বারা এই উপজেলা অক্রন্ত হয়।
- অতীতে বন্যার পানির সর্বোচ্চ উচ্চতা কত ছিলঃ অতীতে এই এলাকায় ঘূর্ণিঝড় সিডরের সময়ে বন্যার পানির উচ্চতা সর্বোচ্চ ছিল। সিডরের সময়ে বন্যা পানির উচ্চতা হয়েছিল ১৫-১৮ফুট পর্যন্ত।
- অতীতে পানি কত দ্রুত বেড়েছিলঃ ২০০৭ সালের ১৫ ই নভেম্বর ঘূর্ণিঝড় সিডরের সময় খুব দ্রুত পানির উচ্চতা বেড়েছিল।
- বন্যা বা জলোচ্ছাসের পানি কত দিন বা কতক্ষন স্থায়ী ছিলঃ জলোচ্ছাসের পানি ২-৩ ঘন্টা স্থায়ী ছিল।
- ক্ষয় ক্ষতির পরিমানঃ নিম্নে ছকে দেখানো হল
- মানুষ কি কি দুর্ভোগ/ অসুবিধার সম্মুখীন হয়ঃ জীবন ও জীবিকা, চলাচল, রোগব্যাধি ইত্যাদির অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

***সাম্প্রতিক কয়েকটি দুর্যোগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে ছকে দেওয়া হলঃ***

| দুর্যোগের নাম | বছর | ক্ষতির পরিমান | কোন কোন খাত/উপাদান ক্ষতিগ্রস্থ হয় |
|---|---|---|---|
| ঘূর্ণিঝড় মহাসেন **(সমগ্র কলাপাড়া উপজেলা)** | ১৬ মে, ২০১৩ সাল | • ক্ষতিগ্রস্ত লোকের সংখ্যা- ১৭৪৩০২ জন<br>• ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা- ৩৩৫.৮৬ বর্গকিলোমিটার<br>• মৃত লোকের সংখ্যা- ২ জন<br>• আহত লোকের সংখ্যা- ৫৬৫ জন<br>• ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা- ৪৪৫৯০ জন<br>• ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির সংখ্যা- ২৫০৩৮ টি<br>• গবাদী পশুর ক্ষতি ৪৫৫ টি (২৭৮৫০০০/=) | মানুষের জীবন, গবাদী পশু, হাঁসমুরগী, ফসল, গাছপালা, মৎস্য সম্পদ, অবকাঠামো, সরক ইত্যাদি |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | • হাঁসমুরগীর ক্ষতি- ২১২২৭ টি (২৭৭২২০০/=)<br>• ফসলাদী বিনষ্ট- ১০৯৫ একর- (১০৯৫০০০০/=)<br>• চিংড়ির ক্ষতি-৪৪৪.৬৬ একর (৪১৮০০০০০<br>• ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- ২৬০ টি<br>• ক্ষতিগ্রস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান- ৩৩৬ টি<br>• ক্ষতিগ্রস্ত সরকসমূহ- ১৪৩৬ কিঃমিঃ<br>• ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধসমূহ- ৩৪ কিঃমিঃ (১০০০০০০০/=)<br>• ক্ষতিগ্রস্ত বনায়ন -৭৫৭৩৮০০০০/=<br>• ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যুৎ- ১২৫৭৫০০০/=<br>• ক্ষতিগ্রস্ত টেলিফোন তার যোগাযোগ- ২০২০০০০/=<br>• ক্ষগ্রস্ত শিল্প কারখানাসমূহ-৩ টি (২৫০০০০/=)<br>• মৎস্য খামারসমূহ- ৩০২ টি (৩৫৩৫০০০০/=)<br>• ক্ষতিগ্রস্ত নলকুপসমূহ- ৪০ টি<br>• ক্ষতিগ্রস্ত পুকুর/জলাশয়- ১০৭০১ টি<br>• ক্ষতিগ্রস্ত ট্রলার/ নৌকা- ১৯৭ টি (১০৭৭৫০০০/=)<br>• ক্ষতিগ্রস্ত মাছ ধরার জাল ২৯৮ টি (৪৪০০০০০/=)<br>• অন্যান্য ১২০৫০ যেমন, লেট্রিন- ৫০০ টি) | |
| ঘূর্ণিঝড় আইলা (লালুয়া ইউনিয়ন, কলাপাড়া) | ২৫ মে, ২০০৯ সাল | • ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা- ৪৫ বর্গঃকিঃমিঃ<br>• ক্ষতিগ্রস্ত লোকের সংখ্যা-২০০০০ জন<br>• আহত লোকের সংখ্যা-১৩ জন<br>• ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা-৩৬৯০ টি<br>• ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির সংখ্যা- ২৮৫০ টি<br>• ক্ষতিগ্রস্ত গবাদীপশু- ১৫০০০ টি<br>• হাঁসমুরগীর ক্ষতি-৩৫০০০ টি (৩৫০০০০০/= গবাদীপশুসহ)<br>• ফসলাদী বিনষ্ট- ৪২০ একর (৪৭৫০০০/-)<br>• চিংড়ির ক্ষতি- ২৫ একর ( ৩২০০০০/=) | গবাদী পশু, হাঁসমুরগী, ফসল, গাছপালা, মৎস্য সম্পদ, অবকাঠামো, সরক ইত্যাদি |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | • ধ্বংশ প্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান- ৭ টি<br>• ক্ষতিগ্রস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান- ১৯ টি<br>• ক্ষতিগ্রস্ত সরকসমূহ- ৪৯ কিঃমিঃ<br>• ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধসমূহ-১৩.৫০ কিঃমিঃ<br>• ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য খামারসমূহ- ৩৫ টি (৪২০০০০/=)<br>• ক্ষতিগ্রস্ত নলকুপসমূহ- ২৫ টি<br>• ক্ষতিগ্রস্ত পুকুর/জলাশয়- ২৫০০ টি<br>• ক্ষতিগ্রস্ত নৌকা/ ট্রলার- ৭২ টি (১৫০০০০০/=)<br>• ক্ষতিগ্রস্ত মাছ ধরার জাল- ৪০ টি (৪৮০০০০০/=) | |
| ঘূর্ণিঝড় সিডর (লালুয়া ইউনিয়ন, কলাপাড়া | ১৫ নভেম্বর, ২০০৭ সাল | • ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা- ১৩.৪০ বর্গঃকিঃমিঃ<br>• ক্ষতিগ্রস্ত লোকের সংখ্যা-২১০০০ জন<br>• মৃত লোকের সংখ্যা- ৪ জন<br>• আহত লোকের সংখ্যা-২৫০ জন<br>• ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা-৪২০০ টি<br>• ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির সংখ্যা- ২৪০০ টি<br>• ক্ষতিগ্রস্ত গবাদীপশু- ৩১৪ টি (১৫০০০০০/=)<br>• হাঁসমুরগীর ক্ষতি-১৯০০০ টি (২০০০০০/= গবাদীপশুসহ)<br>• ফসলাদী বিনষ্ট- ১৩০০ একর<br>• চিংড়ির ক্ষতি- ৬০ একর<br>• ক্ষতিগ্রস্ত  শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান- ১২ টি<br>• ক্ষতিগ্রস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান- ৫২ টি<br>• ক্ষতিগ্রস্ত সরকসমূহ-৪২ কিঃমিঃ<br>• ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধসমূহ-২৩ কিঃমিঃ<br>• ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য খামারসমূহ- ১৮ টি (৬০০০০০/=)<br>• ক্ষতিগ্রস্ত নলকুপসমূহ- ২৮ টি<br>• ক্ষতিগ্রস্ত পুকুর/জলাশয়- ২৫৫ টি<br>• ক্ষতিগ্রস্ত নৌকা/ ট্রলার- ৭০০ টি<br>• ক্ষতিগ্রস্ত মাছ ধরার জাল- ১৭৫০ টি | মানুষের জীবন, গবাদী পশু, হাঁসমুরগী, ফসল, গাছপালা, মৎস্য সম্পদ, অবকাঠামো, সরক ইত্যাদি |

| | | | |
|---|---|---|---|

**(Source: UP, Upazila PIO, UNO & CPP Office, Kalapara)**

## ২.২ উপজেলার আপদ সমুহ

***উপজেলার আপদ সমুহ চিহ্নিত করণ ও অগ্রধিকার করণ নিম্নরূপঃ***

| ক্রমিক নং | আপদ | ক্রমিক নং | অগ্রধিকার |
|---|---|---|---|
| ০১ | নদীভাঙ্গন | ০১ | ঘূর্নিঝড় |
| ০২ | জলোচ্ছ্বাস | ০২ | জলোচ্ছ্বাস |
| ০৩ | ঘূর্নিঝড় | ০৩ | লবণাক্ততা |
| ০৪ | উপকুলীয় বন্যা | ০৪ | নদীভাঙ্গন |
| ০৫ | অতি বৃষ্টি | ০৫ | উপকুলীয় বন্যা |
| ০৬ | লবণাক্ততা | ০৬ | জলাবদ্ধতা |
| ০৭ | জলাবদ্ধতা | ০৭ | অতি বৃষ্টি |

(Source: CPP Office, Kalapara)

## ২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্র বিস্তারিত বর্ননা

কলাপাড়া উপজেলার বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্র বিস্তারিত বর্ননা নিম্নে দেওয়া হল-

**ঘূর্ণিঝড়ঃ**

কলাপাড়া উপজেলা প্রধান আপদ একটি ঘূর্ণীঝড় কবলিত এলাকা। প্রতি বছর ভাদ্র মাস হতে অগ্রহায়ন মাসের মধ্যে ঘূর্ণীঝড় এই এলাকায় আঘাত হানে। যার ফলে এলাকায় কৃষি, মৎস্য, অবকাঠামো ও যোগাযোগ প্রভৃতি খাতের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। গাছপালা নিধন ও সুন্দরবন ধ্বংস করা ঘূর্ণীঝড় এলাকার বিভিন্ন খাতের ক্ষতি কে আরো তরান্বিত করছে। ধারনা করা হয় যে, বৈষ্ণিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ঘূর্ণীঝড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে। এলাকায় প্রতি বছর ঘূর্ণীঝড় হলে ও ২০০৭, ২০০৯ ও ২০১৩ সালের ঘূর্ণীঝড় ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। ২০০৯ সালের ঘূর্ণীঝড়ে এলাকার প্রায় ৩৫-৬০ ভাগ আমন ধান, ২০ ভাগ ফলে বাগান ও ৯০ ভাগ শাক-শবজি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। ২০০৭, ২০০৯ ও ২০১৩ সালের ঘূর্ণীঝড়ে এলাকার প্রায় ৪০-৫০ ভাগ আমন ধান, ২০ ভাগ ফলের বাগান ও ৯০ ভাগ শাক-শবজি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।

**জলোচ্ছাসঃ**

কলাপাড়া উপজেলার প্রধান আপদ হল জলোচ্ছাস। প্রতি বছরই এই উপজেলা কমবেশি জলোচ্ছাসে আক্রান্ত হয়। এলাকার জমি নিচুও সাগর খুবই সন্নিকটে হওয়ায় এই উপজেলা জলোচ্ছাসে আক্রান্ত হয়। এই উপজেলার অধিকাংশ মানুষ মৎস্যজীবি হওয়ায় জলোচ্ছাসে এই এলাকার মানুষের জীবনও জীবিকার উপর বেশি নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। জলোচ্ছাসে মানুষের প্রাণহানিসহ ফসল, মৎস্যসম্পদ, বনায়ন গবাদীপশু, হাঁসমুরগী, ঘরবাড়ি, শিল্প প্রতিষ্টান ও অন্যান্য অবকাঠামোগত সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। উদাহরণস্বরূপ- ঘূর্ণিঝড় সিডর,আইলা ও মহাসেনের সময়ে সংঘটিত জলোচ্ছাসের ক্ষয়ক্ষতির চিত্র যা উপরে ছক আকারে দেওয়া আছে। এই এলাকার বাঁধ, রাঁস্তাঘাট, কালভার্ট, স্লুইসগেট প্রভুতির অবস্থা খুবই নাজুক হওয়ায় মানুষের ক্ষয়ক্ষতি এবং ভোগান্তী আরোও বেড়ে যায়। জনসংখ্যার তুলনায় এই এলাকাতে আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা ও ব্যবস্থাপনা অনেক কম। উপরিল্লিখিত অবস্থার উন্নতি না ঘটলে ভবিষ্যতে আরোও বড় কোন আপদের ফলে এই এলাকাতে মানুষের প্রাণহানীসহ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হতে পারে, যা ভয়াবহ দুর্যোগ পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। ২০০৯ সালের জলোচ্ছাস/বন্যা ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। তাছাড়া নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারনেও এলাকায় জলোচ্ছাস/বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পাছে।

**লবণাক্ততাঃ**

কলাপাড়া উপজেলার লবনাক্ততা একটি মারাত্মক আপদ। লবনাক্ততার মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৌষ মাস থেকে জৈষ্ঠ্য মাস পর্যন্ত লবনাক্ততার মাত্রা ব্যাপক থাকে। প্রায় প্রতিটি ইউনিয়নেই কম বেশি লবনাক্ততার কবলে পড়েছে। বর্ষার সাথে সাথে লবনাক্ততার মাত্রা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। শুষ্ক মৌসুমে লবনাক্ততা কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে থাকে। লবনাক্ততা বৃদ্ধির ফলে এলাকায় খাবার পানির সংকট দেখা দেয়। সমূদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে নদীর পানির লবনাক্ততা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কলাপাড়া উপজেলার ১২ টি ইউনিয়নের ভেতর ৮ টি ইউনিয়নেই লবনাক্ততার প্রকোপ খুব বেশি দেখা যায়। লবনাক্ততার কবলে পতিত ইউনিয়নগুলোর নাম ছকে বিস্তারিত ভাবে দেওয়া আছে। লবনাক্ততার কারণে এলাকার ফসল, বনায়ন, অবকাঠামো, মৎস্যসম্পদ প্রভৃতি অর্থাৎ সর্বোপরি জীবিকার উপর চরম নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এলাকার বাঁধ, রাঁস্তা ও স্লুইসগেটগুলোর অবস্থা খারাপ হওয়ার কারণে খুব দ্রুতই সাগরের লোনা পানি জমিতে প্রবেশ করে এবং জমি নিচু হওয়ার কারণে লোনা পানি সহজে জমি থেকে বের হতে পারে না। এভাবেই দিনের পর দিন লবনাক্ততার কবলে পড়ছে কলাপাড়া উপজেলার চাষ যোগ্য জমি। খুব দ্রুত এই সমস্যার সমাধানের উদ্যেগ গ্রহন করা না হলে ভবিষ্যতে লবনাক্ততার সমস্যা আরোও প্রকোট আকার ধারণ করবে এবং এমন একটা সময় আসতে পারে যখন আর এই উপজেলাতে কোন চাষযোগ্য জমি থাকবে না। এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে শুষ্ক মৌসুমে কৃষি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হবে। প্রতি বছর লবনাক্তোতা থাকলে ও ২০০৬ সালে তীব্র লবন অনুভুত হয়।

**নদীভাঙ্গন :**

**কলাপাড়া** উপজেলায় নদী ভাঙ্গন পরিলক্ষীত হয়। লালুয়া ইউনিয়নে নদী ভাঙন বেশী। প্রতি বছর এই ইউনিয়নে নদী ভাঙ্গন অব্যহত থাকে। নদী ভাঙ্গন আষাঢ় মাস হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত হয়। যার ফলে এলাকার কৃষি ফসল,

ঘর-বাড়ী, রাস্তাঘাট, গাছপালা ব্যাপক হারে নদীগর্ভে বিলিন হয়ে গেছে। ফলে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হয়। মানুষ আশ্রয়হীণ হয় এবং পরিবেশের ক্ষতি হয়। সরকারী ভাবে নদীতে ব্লক দ্বারা বাঁধ দেয়া ও নদীর পাড়ে শিকড় বহুল গাছ লাগানো না হলে ভবিষ্যতে আরো বেশী করে নদী ভাঙ্গন হতে পারে।

**বন্যা (আকাশ)/উপকুলীয় বন্যা:**

উপজেলার দক্ষিন পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া আন্ধারমানিক আর পূর্ব দক্ষিন পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া রামনাবাদ চ্যানেল এদের জোয়ারের পানি এলাকাতে বন্যা ঘটায় ।এ ছাড়া অতি বৃষ্টির ফলেও বন্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা না-থাকায় বন্যা এখানার জীবন-জীবিকার মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। সঠিকভাবে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ও নদীগুলোর বেড়িবাঁধ উঁচু ও মজবুত করা না-হলে ভবিষ্যতে বন্যা বৃদ্ধি পেতে পারে ।প্রতি বছর বন্যা হলেও ২০১৩ সালের অতি বৃষ্টির ফলে সৃষ্ট বন্যা ছিলো লক্ষনীয়।

**জলাবদ্ধতা:**

অপরিকল্পিতভাবে বেড়িবাঁধ দেয়া ও প্রয়োজন মতো স্লুইসগেট স্থাপন না-করার কারণে ভবিষ্যতে জলাবদ্ধতা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও পর্যাপ্ত ড্রেনেজ ব্যাবস্থা না থাকায় জলাবদ্ধ ক্রমন্নয়ে বৃদ্ধী পাচ্ছে।

## ২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা

বিপদাপন্নতা বলতে বোঝায় বস্তুগত ,আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত বিদ্যমান অবস্থা ,যা দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির আশংকার ইঙ্গিত দেয় এবং যা মোকাবিলা করায় জনগোষ্ঠী অসমর্থ হয়ে থাকে। সক্ষমতা হলো প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ ইত্যাদির সমন্বয়ে সৃষ্ট সামগ্রিক অবস্থাবা প্রক্রিয়া, যা মানুষ বা কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান তার বিদ্যমান সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগের প্রতিকুল অবস্থার সর্বোচ্চ মোকাবিলা করে এবং দুর্যোগের ফলাফলের ভয়াবহ তাকে হ্রাস করে।

| আপদ | বিপদাপন্নতা | সক্ষমতা |
|---|---|---|
| ১. ঘূর্নিঝড় | • দুর্বল অবকাঠামো ও অপরিকল্পিত বসতভিটা হওয়ায় ঘূর্ণীঝড়ে ক্ষতি হয়।<br>• বসত বাড়ীর চারপাশে ঝোপঝাড় জাতীয় গাছপালা না থাকা এবং বড় বৃক্ষ থাকায় ঘূর্ণীঝড়ে গাছ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে বসত-বাড়ী নষ্ট করে দেয়।<br>• উপকুলের কাছে উপজেলার অবস্থান থাকায় ঘূর্ণীঝড়ে বসত-বাড়ী, কৃষি, মৎস্য, খাবারপানি, গাছপালা, অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হয়।<br>• দুর্বল স্যানিটেশন (কাঁচা) থাকার ফলে ঘূর্ণীঝড়ে তা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। | • ঘর-বাড়ী গুলো ঘূর্ণীঝড় সহনশীল হওয়ার সুযোগ আছে।<br>• বসত-বাড়ীর চারপাশে ঘূর্ণীঝড়ের প্রবল বাতাস প্রতিরোধ করার জন্য ঝোপ-ঝাড় বিশিষ্ট বনজ/ফলদ গাছ লাগানোর সুযোগ আছে।<br>• নদী বেষ্টিত বাঁধ গুলো ব্লক ফেলে মজবুত করার সুযোগ আছে এবং বাধের ও রাস্তার দু-পাশে গাছলাগানোর সুযোগ আছে। |

| | | |
|---|---|---|
| | • পশু-পাখির ঘূর্ণীঝড় সহনশীল আবাসস্থল না থাকায় ঘূর্ণীঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।<br>• পর্যাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র না থাকায় ঘূর্ণীঝড়ে জীবন নাশ হয়।<br>• ঘূর্ণীঝড়ের সময় পশু পাখি ক্ষতিগ্রস্থ হয় ।ঘূর্ণীঝড়ে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীরা বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। | • স্যানিটেশন মজবুত করার সুযোগ আছে ।<br>• আশ্রয় কেন্দ্র ও টিল্লা নির্মানের জন্য খাস জমি আছে।<br>• পশুদের (গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া) জন্য মজবুত আবাসস্থল নির্মান করার সুযোগ আছে।<br>• কলাপাড়া উপজেলার ইউনিয়ন ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক দল আছে। |
| ২. জলোচ্ছ্বাস | • সমুদ্র উপকুলবর্তী এলাকা হওয়ায় সহজে জোয়ারের পানি প্রবেশ করে ফসলসহ নানা বিধ ক্ষতি হয়।<br>• চাহিদার তুলনায় কম ও দূর্বল বেড়ী বাঁধ। | • ফসলী জমি বাড়ি ঘরের আশে পাশে, রাস্তা ও খাল সমূহের দুই পাশে গাছ লাগানো বা বনায়ন করার সুযোগ আছে।<br>• অমাবশ্যা, পূর্ণিমার সময় স্বাভাবিক জোয়ারে পানি উঠার আগে স্থানীয় জনগণ পার্শবতী গ্রামে চলে যায় ও উচু জায়গায় আশ্রয় নেয়া। |
| ৩.লবণাক্ততা | • লবন পানি অনুপ্রবেশের ফলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। কারণ স্থানীয় ফসলের জাত লবন সহ্য করতে পারে না।<br>• শুষ্ক মৌসুমে লবনাক্ততার ফলে খাবার পানির অভাব দেখা দেয়৷<br>• অপরিকল্পিত ভাবে মাছের চাষ করায় এলাকার সার্বিক কৃষি উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে।<br>• হঠাৎ লবনাক্ততা বৃদ্ধির ফলে প্রাকৃতিক মাছ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।<br>• পশু-পাখির খাবারের সংকট সৃষ্টি হচ্ছে।<br>• লবনাক্ততার ফলে স্বাস্থ্যের ও ত্বকের ক্ষতি হয় ও নানা বিধরোগব্যধী সৃষ্টি হয়। | • লবন সহনশীল ফসলের চাল করার সুযোগ আছে।<br>• লবনাক্ততা ও পতিত জমিতে গবাদি পশুর জন্য ঘাষ উৎপাদনের সুযোগ আছে।<br>• খাবার পানির জন্য পুকুর পূণ:খনন করার সুযোগ আছে। কমিউনিটি ভিত্তিক খাবার পানির উৎসের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে।<br>• চিংড়ি চাষীদের একত্রী করণ করার সুযোগ আছে। সাথে সাথে পরিকল্পিত চিংড়ি চাষে উদ্বুদ্ধ করার সুযোগ আছে।<br>• ইউনিয়ন ভিত্তিক কমিউনিটি ক্লিনিক ও উপজেলা ভিত্তিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে।<br>• ভেড়ী-বাঁধ নির্মান ও মজবুত করার সুযোগ আছে। |

| | | |
|---|---|---|
| | | • চর ও বসত-বাড়ীর কর্দমাক্ত এলাকায় ফলদ ও বনজ বৃক্ষরোপন করার সুযোগ আছে।<br>• পশু সম্পদ সাব সেন্টার ও তহবিল আছে। |
| ৪. নদীভাঙ্গন | • নদী ভাঙ্গনের ফলে জনগন সর্বশান্ত হয়।<br>• লালুয়া ইউনিয়নের কৃষি, ঘর-বাড়ী, রাস্তা-ঘাট, গাছপালা অনেকাংশে নদী গর্ভে বিলিন হয়ে গেছে।<br>• দুর্বলভেড়ী-বাঁধ<br>• নদীর ধারে ব্যাপক বনায়ন না থাকা<br>• যে টুকু ভেড়ী-বাঁধ আছে তা প্রায় বিভিন্ন অংশে বড় বড় ভাঙ্গা। | তেমন কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নাই।<br>• নদীর তীরে ব্যাপক ভাবে বাঁশ (শীকড় বিস্ত্রীত) জাতীয় গাছ লাগানোর সুযোগ আছে। যা আকড়ে ধরতে সাহায্য করবে।<br>• বাঁধ/রাস্তার দু-ধারে বৃক্ষরোপন করার সুযোগ আছে।<br>• নদী ভাঙ্গন রোধে নদীর ধারে বাঁধের সাথে ব্লক তৈরী করার সুযোগ আছে।<br>দুস্থ মানুষদের নদীর ধারে খাস জমিতে স্থানান্তর করার সুযোগ আছে। |
| ৫. বন্যা | • নদী ও খালের নাব্যতা না থাকা<br>• চাহিদার তুলনায় কম ও দূর্বল বেড়ী বাঁধ<br>• বাধের দু ধারে গাছ লাগানো না থাকায় | • নদী ও খালের নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ড্রেজিং মেশিন আছে<br>• বাধের দু ধারে গাছ লাগানো ও মেরামত করে বেড়ী বাঁধ মজবুত করা যায়<br>• নতুন বেড়ী বাঁধ তৈরি করার জন্য জায়গা আছে। |
| ৬. জলাবদ্ধতা | • অপরিকল্পিত মাছের ঘের<br>• এলাকা নিচু থাকা<br>• ভেড়ী বাধে স্লুইজ গেট না থাকা<br>• পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা না থাকা<br>• জলাবদ্ধতায় খাপ খাওয়ানো ফসল না থাকায় | • ড্রেজিং এর মাধ্যমে এলাকা উচু করার সুযোগ আছে |

**(Source:** CPP Office, Kalapara)

## ২.৫সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা

কলাপাড়া উপজেলার সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকার বিস্তারিত বর্ননা নিম্নে দেওয়া হল-

| আপদ | সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা | বিপদাপন্নের কারণ | বিপদাপন্ন জনসংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ঘূর্নিঝড় | কুয়াকাটা পৌরসভা ইউনিয়নঃ লতাচাপলী, মহিপুর, নীলগঞ্জ, লালুয়া, ধুলাসার মিঠাগঞ্জ, চম্পাপুর এবং বালিয়াতলী | • সমুদ্রের নিকটবর্তী এবং নদী দ্বারা বেষ্টিত<br>• ইউনিয়নের বাঁধ গুলো নিচুও ঝুঁকিপূর্ণ<br>• কালভার্ট এবং স্লুইসগেট গুলো ব্যবহারের প্রয় অনুপযোগী ও ঝুঁকিপূর্ণ<br>• এলাকার জমি খুবই নিচু<br>• বাঁধ রাস্তার পাশে মানুষের বসবাস এবং ঘর বাড়ির অবকাঠামোগত দর্বলতা<br>• মানুষের অসচেতনতা<br>• দূর্বল অবকাঠামো ও অপরিকল্পিত বসত ভিটা।<br>• টর্নেডো/ ঘূর্ণিঝড় সহনীয় স্থাপনা নির্মাণ না করা।<br>• অবৈধ ভাবে অবাধে গাছ কাটা। | ১,৬৩,০৬৭ জন (জন সংখ্যার ভিত্তিতে) |
| জলোচ্ছ্বাস | কুয়াকাটা পৌরসভা ইউনিয়নঃ লতাচাপলী, মহিপুর, নীলগঞ্জ, লালুয়া, ধুলাসার মিঠাগঞ্জ, বালিয়াতলী এবং চম্পাপুর | • সমুদ্রের নিকটবর্তী এবং নদী দ্বারা বেষ্টিত<br>• ইউনিয়নের বাঁধ গুলো নিচুও ঝুঁকিপূর্ণ<br>• কালভার্ট এবং স্লুইসগেট গুলো ব্যবহারের প্রায় অনুপযোগী ও ঝুঁকিপূর্ণ<br>• এলাকার জমি খুবই নিচু<br>• বাঁধ ও রাস্তার পাশে মানুষের বসবাস এবং ঘর বাড়ির অবকাঠামোগত দর্বলতা<br>• মানুষের অসচেতনতা<br>• উপকুলীয় উপজেলা<br>• বাড়িঘর ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো দুর্বল ও অপরিকল্পিত।<br>• তুলনামূলক নীচু এলাকায় বাড়িঘর ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ। | ১,৬৩,০৬৭ জন (জন সংখ্যার ভিত্তিতে) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | • উপকূলীয় উপজেলা<br>• বাড়িঘর ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো দুর্বল ও অপরিকল্পিত।<br>• তুলনামূলক নীচু এলাকায় বাড়িঘর ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ। | |
| লবণাক্ততা | ইউনিয়নঃ লতাচাপলী, মহিপুর, নীলগঞ্জ, ধুলাসার, লালুয়া, চম্পাপুর, বালিয়াতলী এবং মিঠাগঞ্জ | • সমুদ্রের নিকটবর্তী এবং নদী দ্বারা বেষ্টিত<br>• ইউনিয়নের বাঁধ ও রাস্তা গুলো নিচু ও ঝুঁকিপূর্ণ<br>• স্লুইসগেট গুলো ব্যবহারের প্রায় অনুপযোগী ও ঝুঁকিপূর্ণ<br>• মানুষের অসচেতনতা<br>• সমুদ্র উপকুলবর্তী এলাকা।<br>• খাস জমি অবৈধ দখল নিয়ে মাছের ঘেড় তৈরী করা।<br>• চিংড়ী চাষের জন্য লবণ পানি জমিয়ে রাখা। | ১,৫৩,৮৯০ জন (জনসংখ্যার ভিত্তিতে) |
| নদীভাঙ্গন | ইউনিয়নঃ লতাচাপলী, মহিপুর, নীলগঞ্জ, ধুলাসার, লালুয়া, চম্পাপুর, এবং মিঠাগঞ্জ | • নদীর কাছাকাছি ও নীচু এলাকায় বাড়ি ঘরসহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ।<br>• বাড়িঘরসহ বিভিন্ন স্থাপনার কাঠামো দুর্বল।<br>• বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়া।<br>• খাল ভরাট হয়ে যাওয়া।<br>• *স্লুইজ গেট না থাকা* । | ১,৩৭,৫৯৮ জন (জনসংখ্যার ভিত্তিতে) |
| বন্যা | ইউনিয়নঃ লতাচাপলী, মহিপুর, নীলগঞ্জ, ধুলাসার, লালুয়া, চম্পাপুর, বালিয়াতলী , মিঠাগঞ্জ, ধানখালী, ডালবুগঞ্জ, চাকামাইয়া ও কলাপাড়া পৌরসভা | • নীচু এলাকায় বাড়িঘরসহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ ও টিউবওয়েল বসানো।<br>• অবৈধ ভাবে অবাধে চিংড়ী চাষ করা।<br>• স্লুইচ গেট না থাকা। | ২,১৪,৩১২ জন (জনসংখ্যার ভিত্তিতে) |

**(Source:** CPP & Agriculture Office, Kalapara**)**

## ২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমুহ

উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাতসমুহ নিম্নরুপঃ

| প্রধান খাত সমুহ | বিস্তারিত বর্ননা | দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয় |
|---|---|---|
| কৃষি | ▪ কলাপাড়া উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে ৪০৯৪০ হেক্টর একর জমির মধ্যে ২৫৩০০ হেক্টর জমির (আমনধান, রবিশস্য, কুল, পেয়ারা, শাক-সবজী) ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।<br>▪ কলাপাড়া উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে ৪০৯৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ২২৫৬৮ হেক্টর জমির (আমনধান, রবিশস্য, কুল, পেয়ারা, শাক-সবজী ) ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।<br>▪ কলাপাড়া উপজেলাতে জলোচ্ছ্বাসের কারণে ৪০৯৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ৩০৫৪০ হেক্টর জমির (আমনধান, রবিশস্য, কুল, পেয়ারা, শাক-সবজী) ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।<br>▪ কলাপাড়া উপজেলাতে জলাবদ্ধতার কারণে ৩৪৫৩৮ হেক্টর ফসলি জমির মধ্যে ১১৯১৫ হেক্টর জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। | ▪ কৃষি পুনবার্সন, সম্পুরক সেচ, পাকা ড্রেনেজ ব্যবস্থা, লবনাক্ততা সহনশীল জাতের আবাদ শুকনা বীজ তলা তৈরী ও বিভিন্ন প্রযুক্তি হস্তান্তর।<br>▪ লবন সহিষ্ণু ধানের জাত সম্প্রসারন (বোরো, আমন, আউস)<br>▪ গম, পাটের লবন সহনশীল জাত সরবরাহ<br>▪ আমন ধানের চারা উৎপাদনে বৃষ্টির পানি ব্যবহার করা<br>▪ কলমের ফল গাছ (রুটকাটিং/খাসিকরণ) সরবরাহ<br>▪ জমিতে জৈব সার ব্যবহার করা<br>▪ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পূর্বে খাড়া ধানগাছ (পাকা) মাটির সাথে চাপা দেওয়া<br>▪ ভেড়ী-বাঁধশক্ত ও মজবুত করা ও পানিনিষ্কাশন ব্যবস্থা (ড্রেন) উন্নয়ন করা<br>▪ খাল খনন ও সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা |
| মৎস্য সম্পদ | ▪ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ, বদ্ধ জলাশয়ে উৎপাদিত মৎস্য সম্পদ। | ▪ বদ্ধ জলাশয়ে মাছ চাষ হচ্ছে। তেলাপিয়া ও পাংগাস মাছ চাষিদের ংধভবঃ বয়ঁরঢ়সবহঃ দেয়া হবে। |

| | | |
|---|---|---|
| | ▪ কলাপাড়া উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে মোট ৪০৯৪০ হেক্টর জমির মধ্যে ছোট-বড় ৮৫৪০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১২৭৪০ হেক্টর জমির সাদা মাছ চাষ ব্যহত হতে পারে। এছাড়া ও এলাকার স্থানীয় প্রাকৃতিক মাছের বিলুপ্তি ঘটতে পারে।<br>▪ কলাপাড়া উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড়ের কারনে মোট ৫০৯৮ একর জমির সাদামাছ চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।<br>▪ কলাপাড়া উপজেলাতে জলোচ্ছ্বাসের কারনে মোট ছোট-বড় ৭৭৮৪টি মৎস্য সাদামাছ চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। | ▪ ঘেরের পাড় মজবুত করা-<br>▪ বাঁধ মেরামত ও তৈরী করা<br>▪ টেকশই ঘের প্রস্তুত করার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা<br>▪ মৎস্য চাষীদের জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা<br>▪ টেকশই ঘের প্রস্তুত করা<br>▪ প্রতি বছর ঘের সেচ দিয়ে কাঁদা কালো হলে ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ, ঘেরের বাঁধ উচু করা<br>▪ ৩ স্তর বিশিষ্ট মৎস্য চাষ করা<br>▪ বন্যা/জলোচ্ছাসের সময় ঘের জাল বেষ্টিত রাখা<br>▪ ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র মৎস্য চাষীদের জন্য সহায়তা প্রদান করা<br>▪ মাছের বাজার উন্নত করন |
| পশু সম্পদ | পশু পালন, মাংস ও দুগ্ধ বাজার<br>▪ কলাপাড়া উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে মোট ১৬০০ গরু, ২০০০ ছাগল, ১৩০০ ভেড়া, ৪৫০ মহিষ ও ৩৫০ টি শুকরের খাদ্যা ভাব দেখা দিতে পারে। ফলে গো-খাদ্য সঙ্কটের কারণে এলাকার পশু পালন ব্যাহত হতে পারে। ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়ে প্রতিটি পরিবার পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ কলাপাড়া উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে উপজেলায় মোট ১৫০০ গরু, ১০০০ ছাগল, ১২০০ ভেড়া, ২০০ মহিষ, ৪৫০০ হাঁস, ৫০০০মু রগি, ৫০০ বন্য পশুপাখি, ১০০০ | ▪ জাতকরণ সময় উপডোগী ভ্যাক্সিন প্রদান করা হয়।<br>▪ মাটির কিল্লা নির্মান করা<br>▪ সরকারী পতিত জমিতে গবাদি পশুর চরন ভুমি তৈরি করা<br>▪ পশুর খাদ্য তৈরি করার জন্য মিল তৈরি করার জন্য উদ্ভুত করা<br>▪ পশাপশি জমিতে একত্রে পাতিহাঁস, মৎস্য, সবজি চাষ করা<br>▪ আপদ সহনশীল সংকর জাতীয় পশু পাখি চাষে উদ্ভুত করা<br>▪ পশুরটির সরবারহ নিশ্চিত করা |

| | | |
|---|---|---|
| | শুকর ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে অথবা ভেসে গিয়ে বিলীন হওয়াসহ মারা যেতে পারে। যাতে করে এলাকার প্রতিটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।<br>▪ কলাপাড়া উপজেলাতে জলোচ্ছাস হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত পানির চাপ বাড়লে উপজেলায় মোট ২০০০ গরু, ২৩০০ ছাগল, ১০০০ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ৩৪০০ হাঁস, ৪০০০ মুরগি, ৫০০ বন্য পশুপাখি, ৮০০ শুকর পানির স্রোতে ভেসে গিয়ে বিলীন হওয়াসহ মারা যেতে পারে। যাতে করে এলাকার প্রতিটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।<br>▪ কলাপাড়া উপজেলাতে বন্যা হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত পানির চাপ বাড়লে উপজেলায় মোট ২১০০ গরু, ২২০০ ছাগল, ১১০০ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ৩৫০০ হাঁস, ৪০০০ মুরগি, ৫০০ বন্য পশুপাখি, ২০০ শুকর পানির স্রোতে ভেসে গিয়ে বিলীন হওয়াসহ মারা যেতে পারে। যাতে করে এলাকার প্রতিটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। | |
| স্বাস্থ্য | ▪ কলাপাড়া উপজেলাতে লবণাক্ততা কারণে মোট ২,০২,০৭৮ জন সংখ্যার মধ্যে ৫% লোক ডায়রিয়া, ৩% লোক আমাশয়, ২% লোক টাইফয়েড, ৪% লোক জন্ডিস, ৬% লোক ভাইরাস জনিত এবং ৬% চর্মরোগে, আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হওয়াসহ অকালে মারা যেতে পারে। যার ফলে উপজেলার প্রতিটি | ▪ হেপাটাইটিস বি সহ অন্যান্য দুরারোগ্য রোগের ভ্যাক্সিন দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।<br>▪ স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। |

| | | |
|---|---|---|
| | পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্ন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ কলাপাড়া উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে মোট ২,০২,০৭৮জন জনসংখ্যার মধ্যে ২০% লোক ডায়রিয়া, ৮% লোক আমাশয় রোগে, ৬% লোক জণ্ডিস, ৫% লোক ভাইরাস জনিত এবং ১% চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হওয়াসহ অকালে মারা যেতে পারে।<br>▪ কলাপাড়া উপজেলাতে জলোচ্ছ্বাসের কারণে মোট ২,০২,০৭৮জন জনসংখ্যার মধ্যে ৩% ডায়রিয়া, ২% আমাশয়, ২% চর্মরোগ, ২% লোক জন্ডিস ৮% লোক ভাইরাস জনিত এবং ১% চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হওয়াসহ অকালে মারা যেতে পারে।<br>▪ কলাপাড়া উপজেলাতে জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে উপজেলার মোট ২,০২,০৭৮জন জনসংখ্যার মধ্যে ৩% লোক ডায়রিয়া, ১% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ২% লোক জন্ডিস, ১% লোক ভাইরাস জনিত এবং ৫% চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হওয়াসহ অকালে মারা যেতে পারে। | ▪ দুর্যোগে স্বস্থ্যের ঝুকি বিষয়ে ডাক্তারদের জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।<br>▪ ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বস্থ্যকেন্দ্র ও কমোনিটি ক্লিনিকের সেবার মান বৃদ্ধি করা।<br>▪ প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনিয় ঔষুধ সরবারহ নিশ্চিত করা।<br>▪ বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করা।<br>▪ দুর্যোগের কারনে পঙ্গু ব্যক্তিদের পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা।<br>▪ পর্যাপ্ত টিকা ও প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা। |
| জীবিকা | কলাপাড়া উপজেলায় মোটামুটি ৪ ধরনের জিবিকার লোক আছে। যার মধ্যে মৎস্যজিবি ১২৬৪৫ জন। কৃষিজীবি ১০০০৮ জন। ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যাবসায়ী ৯৩৪৪ জন এবং কৃষি শ্রমিক ৯৮১৪ জন।<br>▪ <u>ঘুর্নিঝড়:</u> | জেলেদের (ঝধভবঃ উয়ঁরঢ়সবহঃং) দেয়া হবে, সচেনাতামূলক সভা। |

| | | |
|---|---|---|
| | ঘূর্নিঝড়ের কারনে কলাপাড়া উপজেলার ১২৬৪৫ জন মৎস্য জীবির মধ্যে ৪৫২৯ জন মৎস্যজীবি, ১০০০৮ জন কৃষিজীবির মধ্যে ৬৯৩৩ জন কৃষিজীবি, ৯১৪৪ জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর মধ্যে ১৩৭১ জন ব্যবসায়ী ও ৯১১৪ জন কৃষি শ্রমিকের মধ্যে ২২৭৮ জন কৃষি শ্রমিকের প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।<br>▪ লবনাক্তোতা:<br>লবনাক্তোতা কারনে ১২৬৪৫ জন কৃষিজীবির মধ্যে ১০৩৯৮ জন কৃষিজীবি তিব্র ক্ষতির সম্মুখিন হয়। এছাড়া চৈত্র-বৈশাখ মাসে তিব্র লবনের কারনে ১০০০৮ জন মৎস্য জীবির মধ্যে প্রায় ৩৩৯৬ জন মৎস্যজীবি প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।<br>▪ জলোচ্ছাস:<br>জলোচ্ছাসের কারনে ১০০০৮ জন মৎস্য জীবির মধ্যে ৬৩২২ জন মৎস্যজীবি পেশার মানুষ ও ৪৫০ জন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যাবসায়ী ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে।<br>▪ জলাবদ্ধতা:<br>৫২৬৪ জন মস্যজীবি, ১২৬৪৫ জন কৃষিজীবির মধ্যে ৪৬২১ জন কৃষিজীবি পেশার মানুষ প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।<br>▪ নদীভাঙন:<br>নদীভাঙনের কারনে কলাপাড়া উপজেলার ৭% কৃষি জমি নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যায় । যার ফলে ২৫% | |

| | | |
|---|---|---|
| | কৃষিজীবি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।<br>■ বন্যা:<br>বন্যার কারনে কলাপাড়া উপজেলার ১০০০৮ জন মৎস্য জীবির মধ্যে ৬০৫৮ জন মৎস্যজীবি, ১২৬৪৫ জন কৃষিজীবির মধ্যে ৬৯৩৩ জন কৃষিজীবি, ৪৫৭ জন ব্যবসায়ী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। | |
| গাছপালা | ■ কলাপাড়া উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে উপজেলার মোট ৬০০০ ফলজ গাছ ৫০০০ বনজ গাছ এবং ১১০০০ ঔষধি গাছসহ ৫০০০টি নার্সারির চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে।<br>■ কলাপাড়া উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে উপজেলার মোট ১০০০০ ফলজগাছ ১২০০০ বনজ গাছ এবং ১২০০০ ঔষধি গাছসহ ৬০০০টি নার্সারির চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে।<br>■ কলাপাড়া উপজেলাতে জলোচ্ছ্বাসের কারনে উপজেলার মোট ৪৫০০ ফলজ গাছ ৫৮০০ বনজ গাছ এবং ১০০০ ঔষধি গাছসহ ১০০০টি নার্সারির চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে।<br>■ কলাপাড়া উপজেলাতে জলাবদ্ধতার কারণে মংলা উপজেলার মোট ৩৬০০ ফলজ গাছ ২০০০ বনজ গাছ এবং ৮০০ | ■ রাস্তা ও বেড়ী বাঁধের দুই পাশে বৃক্ষরোপণ করা।<br>■ বাড়ির আশেপাশে বৃক্ষরোপণ করার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করন।<br>■ প্যারাবন সৃষ্টি করা।<br>■ পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।<br>■ অবৈধ ভাবে গাছ কাটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ করা।<br>■ বসতবাড়ীর ভিটা উচু করতে হবে। সাথে সাথে চারা রোপন করার জন্য মাটির মাদা তৈরী (১.৫-২ ফুটব্যাসের) ও উচু করতে হবে। |

| | | |
|---|---|---|
| | ঔষধি গাছসহ ৮০০টি নার্সারির চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে।<br>▪ কলাপাড়া উপজেলাতে বন্যার কারণে উপজেলার মোট ৭০০০ ফলজ গাছ ৪০০০ বনজ গাছ এবং ৯০০ ঔষধি গাছসহ ১০০০টি নার্সারির চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে। | ▪ নিচু জমিতে বড় গাছ যেমন- ছইলা, কাকড়া ও কেওড়া গাছ লাগাতে হবে।<br>▪ লবনাক্ততার ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য বড় ফলদ গাছ খাসি করণ (প্রধানশিকড়কর্তন) করা, যাতে মূল শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করতে না পারে।<br>▪ মাটির আদ্রতা রক্ষার জন্য গাছের গোড়ায় মাদা তৈরী করতে হবে। যাখরার সময় বাষ্পি ভবন রোধ করবে।<br>▪ ঘূর্ণীঝড়ের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য বসতবড়ীর চারপাশে গুল্ম জাতিয় গাছ বেশী করে লাগাতে হবে। সাথে সাথে ফলদ গাছের চারা শক্ত খুটি দিয়ে বাঁধতে হবে। |
| অবকাঠামো | ▪ কলাপাড়া উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে মোট ৩৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৪ টি মাদ্রাসা, ১৯টি মসজিদ, ১৮টি মন্দির, ২টি গির্জা, ৫ টি সরকারি ও বেসরকারি অফিস ১টি হাসপাতাল, ৮টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ২টি ক্লিনিক, ২০টি আশ্রয়কেন্দ্র, ১৫টি কালভার্ট, ২০টি ব্রিজ, ২০কি.মি. পাকারাস্তা, ৭৫কি.মি. কাঁচারাস্তা, | ▪ রাস্তা উচু ও পাকা করা<br>▪ বেড়ি বাধ নির্মাণ ও সংস্কার করা;<br>▪ প্রয়োজনীয় কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণ করা<br>▪ স্লুইজ গেট নির্মান করা<br>▪ পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা<br>▪ অবকাঠামো স্থাপনার চারিদিকে, রাস্তা ও খাল |

| | | |
|---|---|---|
| | ১৫কি.মি. আধাপাকা রাস্তা ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।<br>▪ কলাপাড়া উপজেলাতে নদীভাঙ্গনের কারণে মোট ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩টি মাদ্রাসা, ৮টি মসজিদ, ৫টি মন্দির, ১টি গির্জা, ১টি সরকারি ও বেসরকারি অফিস, ১টি ক্লিনিক, ২টি আশ্রায়কেন্দ্র, ২টি কালভার্ট, ২টি পুল, ২৫কি.মি. কাঁচারাস্তা, ৫কি.মি. আধাপাকা রাস্তা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। | সমূহের দুই ধারে বৃক্ষরোপণ করা; |
| স্যানিটেশন | ▪ কলাপাড়া উপজেলাতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেতে থাকলে মোট ১১টি সংরক্ষিত পুকুর, ১০০টি পাকা পায়খানা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক বিনষ্ট হতে পারে।<br>▪ কলাপাড়া উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে মোট ৭০০টি কাঁচা, ১৭০ আধাপাকা পায়খানা ১৭টি সংরক্ষিত পুকুরের পানি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে<br>▪ কলাপাড়া উপজেলাতে জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পেতে থাকলে মোট ১৬টি সংরক্ষিত পুকুর, ১২০০টি কাঁচা পায়খানা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক ভাবে বিনষ্ট হতে পারে।<br>▪ কলাপাড়া উপজেলাতে জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে মোট ১০টি সংরক্ষিত পুকুর, ২০০টি কাঁচা পায়খানা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক ভাবে বিনষ্ট হতে পারে। | ▪ স্যানিটেশন বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো<br>▪ পকুর খনন ও সংরক্ষিত পুকুর পুন:খনন<br>▪ পর্যাপ্ত পন্ডস্যান্ড ফিল্টার ও রেইন ওয়াটার হার ভেস্টার স্থাপন করা ,<br>▪ দুর্যোগ সহনশীল ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মান করা<br>▪ পানি ও পয়:নিষ্কাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা |

| | | |
|---|---|---|
| | ▪ কলাপাড়া উপজেলাতে বন্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে মোট ১৮টি সংরক্ষিত পুকুর, ৩০০০টি কাঁচা পায়খানা, ২০টি রেইন ওয়াটার প্লান্ট ও ২০টি পিএসএফ সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক ভাবে বিনষ্ট হতে পারে। | |
| ঘরবাড়ী | কলাপাড়া উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে মোট ১৮০০টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ৩০টি পাকা ঘরবাড়ি, ৭০টি আধা পাকাঘর বাড়ি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। | বসত বাড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনা উপকুল হতে দুরে ও উঁচু স্থানে মজবুত ভাবে নির্মাণ করা; |

(**Source:**Upazila Agriculture and Forest Department, Kalapara)

## ২.৭ সামাজিক মানচিত্র

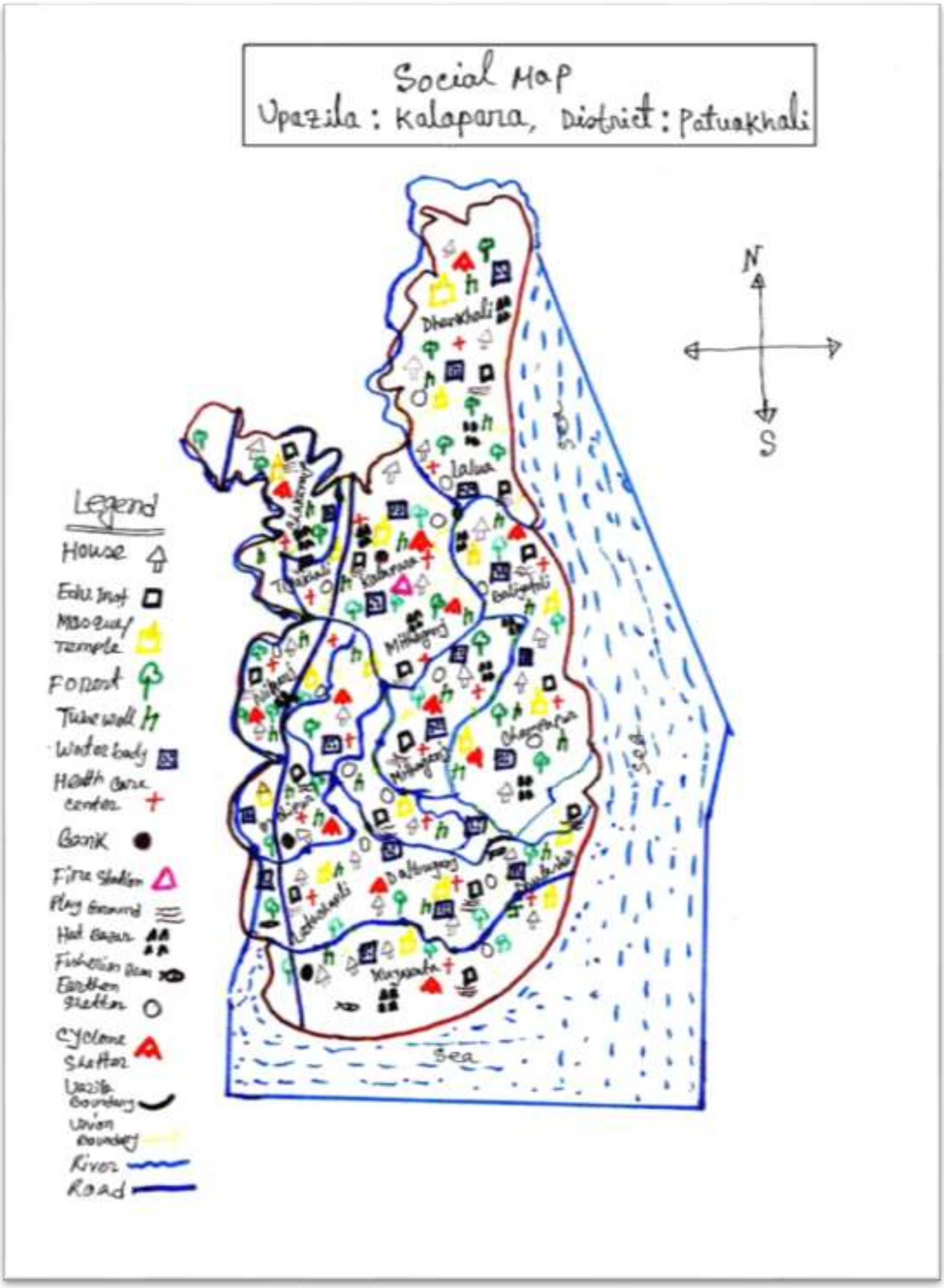

## ২.৮ আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র

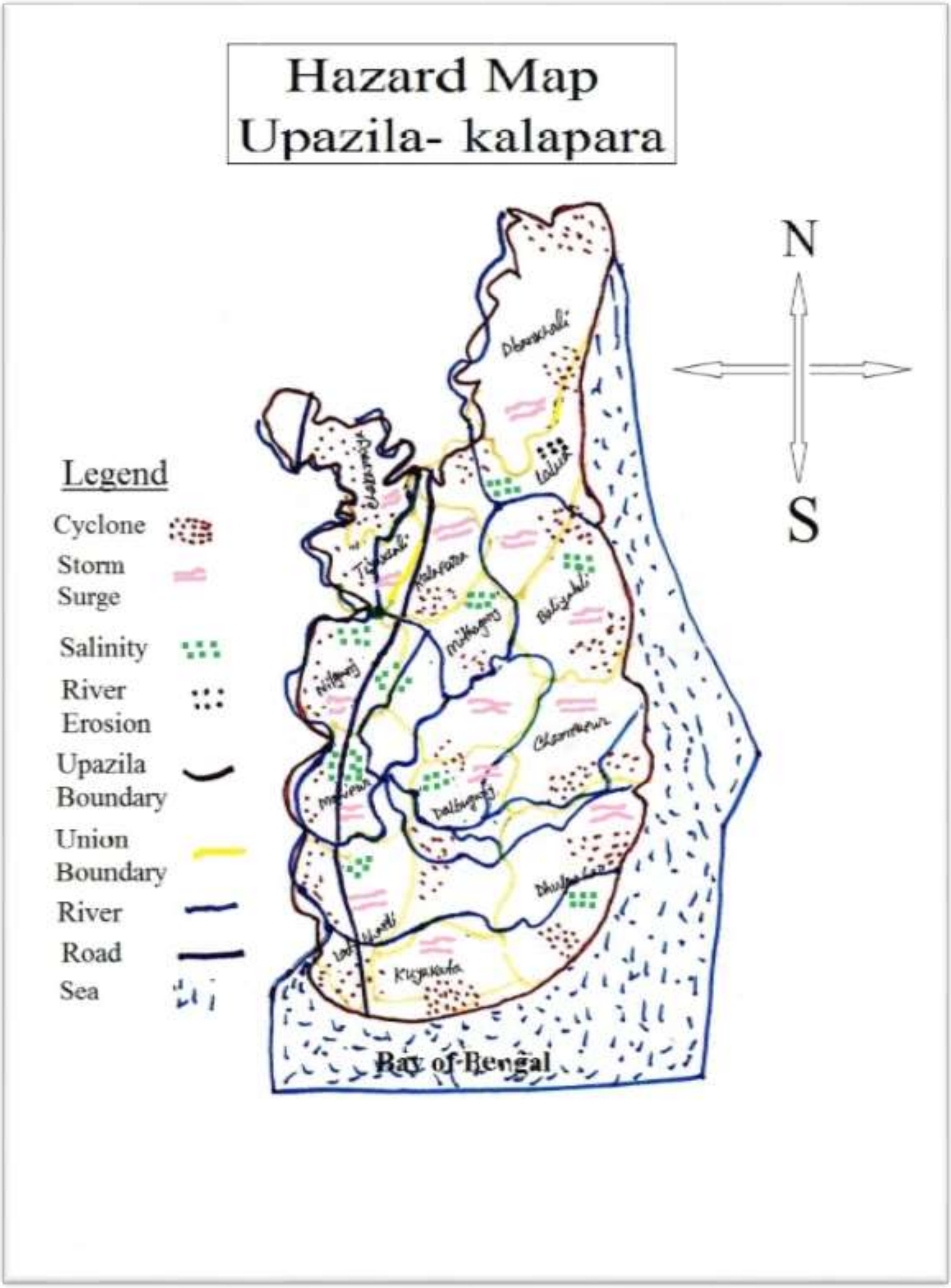

### ২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি উপজেলার আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি নিম্নে দেওয়া হল

আপদ গুলো এই এলাকাতে বছরের বারো মাসের মধ্যে কোনো মাসে সংগঠিত হয় এবং কোনো মাসে এর প্রভাব বেশি থাকে তা রেখা চিত্রের মাধ্যমে মৌসুমী দিনপঞ্জিতে দেখানো হয়েছে। প্রি-সিআর একাজের অংশ হিসেবে অংশ গ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায়:

| ক্রমিক | আপদসমূহ | বৈশাখ | জ্যৈষ্ঠ | আষাঢ় | শ্রাবন | ভাদ্র | আশ্বিন | কার্তিক | অগ্রহায়ণ | পৌষ | মাঘ | ফাল্গুন | চৈত্র |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ঘূর্ণিঝড় | | | | | | | | | | | | |
| ২ | জলোচ্ছাস | | | | | | | | | | | | |
| ৩ | লবনাক্ততা | | | | | | | | | | | | |
| ৪ | অতি বৃষ্টি | | | | | | | | | | | | |
| ৫ | নদীভাঙ্গন | | | | | | | | | | | | |

**(Source:** CPP Office, Agriculture and Fisheries Department Kalapara**)**

**দিনপঞ্জি বিশ্লেষণ**

- এই এলাকার প্রধান আপদ ঘূর্ণিঝড়। **চৈত্র** , বৈশাখ মাসের সময় থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের পর্যন্ত দেখা যায়। ঘূর্ণিঝড় এই এলাকার ঘরবাড়ি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি করে।
- এই এলাকার লবণাক্ততা **ফাল্গুন-চৈত্র-বৈশাখ** – মাস পর্যন্ত দেখা যায়। মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততা এখানকার কৃষির ব্যাপক ক্ষতি করে। বাকি সময় লবণাক্ততার মাত্রা কিছুটা কম থাকে।
- জলোচ্ছাস এই এলাকার আর একটি আপদ বলে এখানকার মানুষ মনে করে। এটি **চৈত্র** - বৈশাখ -বৈশাখ মাসে বেশী ঘটে থাকে । এছাড়া **শ্রাবন - ভাদ** মাস এ জলোচ্ছাস ঘটে থাকে।
- কলাপাড়া উপজেলার ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ ফসল ও গবাদি পশু নদী ভাঙ্গনে প্রতি বছর বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এখানে নদী ভাঙ্গন ঘটে **আষাঢ় - শ্রাবন** মাসে।

### ২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

উপজেলার জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি নিম্নে দেওয়া হল-

| ক্রমিক | জীবিকার উৎস | বৈশাখ | জ্যৈষ্ঠ | আষাঢ় | শ্রাবন | ভাদ্র | আশ্বিন | কার্তিক | অগ্রহায়ণ | পৌষ | মাঘ | ফাল্গুন | চৈত্র |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | **কৃষক** | গ্রীষ্ম কালীন শাকসবজী | | আউশ | আমন | | | | | | রবি ফসল/ শীতকালীন শাকসবজী | | |

| ক্রমিক | জীবিকার উৎস | বৈশাখ | জ্যৈষ্ঠ | আষাঢ় | শ্রাবন | ভাদ্র | আশ্বিন | কার্তিক | অগ্রহায়ণ | পৌষ | মাঘ | ফাল্গুন | চৈত্র |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২ | মৎস্যজীবী | ২০% | ২০% | ১০০% | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৬০% | ৩০% | ৩০% | ৩০% | ৩০% | ২০% |
| ৩ | দিনমুজুর | ৯০% | ৯০% | ২০% | ২০% | ২০% | ৫০% | ৫০% | ১০০% | ১০০% | ৭০% | ৭০% | ৫০% |
| ৪ | ব্যবসায়ী | ৯০% | ৮০% | ২০% | ৩০% | ৫০% | ৫০% | ৫০% | ৫০% | ৬০% | ৬০% | ৬০% | ৬০% |

(Source:UpazilaAgriculture and Fisheries Department, Kalapara**)**

## ২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদান্নতা

(**Source:** Upazila Agriculture and Fisheries Department, Kalapara and FGD**)**

## ২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্নণা

উপজেলার বিপদাপন্ন খাতসমুহ চিহ্নিত করণ নিম্নরুপ-

| আপদসমুহ | বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদান সমুহ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ফসল | গাছপালা | পশুসম্পদ | মৎস্য সম্পদ | ঘরবাড়ি | রাস্তাঘাট | ব্রীজ কালভার্ট | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | স্বাস্থ্য | আশ্রয়কেন্দ্র |
| ঘূর্ণিঝড় | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| লবনাক্ততা | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | |
| খরা | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | |
| নদীভাঙ্গন | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| জলোচ্ছাস | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| ক্রঃনং | জীবিকা সমুহ | আপদ / দুর্যোগ সমুহ | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ঘূর্ণিঝড় | জলোচ্ছ্বাস | লবনাক্ততা |
| ০১ | কৃষি | জমির ফসল নষ্ট হয় । ফলে কৃষকের জীবিকার উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে | ফসল নষ্ট হয় এবং আবাদি জমি জলাবদ্ধ হয়ে পরে। যার ফলে কৃষকের দুর্ভোগ বেড়ে যায়। | লবনাক্ততায় আবাদি জমি কৃষি চাষের অযোগ্য হয়ে পরে। যার ফলে কৃষকের দুর্ভোগ বেড়ে যায়। |
| ০২ | মৎস্য | ঘূর্ণিঝড় হওয়ার ফলে মৎস্য চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়। ঘেরের পার ভেঙ্গে মাছ ভেসে যায়। ফলে মৎস্যরা বড় ধরণের ক্ষতির সম্মুখীন হয়। | জলোচ্ছ্বাসের ফলে মাছ ভেসে যায়। মাছের ঘেরে লবন পানি প্রবেশ করাতে মাছ মারা যায়। যার ফলে ঘের মালিকদের বড় ধরণের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। | মাছের ঘেরে লবন পানি প্রবেশ করাতে মাছ মারা যায় এবং মাছ চাষের অযোগ্য হয়ে পড়ে। |
| ০৩ | দিনমুজুর | ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ফলে জমির ফসল ও মাছ ভেসে যায় এবং মাঠ ঘাট জলাবদ্ধ হয়ে পরাতে দিনমুজুর মানুষের কাজ থাকে না। যার ফলে দুর্ভোগ বেড়ে যায়। | জলোচ্ছ্বাসের ফলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হওয়ায় দিনমুজুর মানুষের জীবিকার উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। | লবনাক্ততায় আবাদি কৃষি জমি চাষের অযোগ্য হয়ে পরে। এতে করে দিনমুজুর মানুষের কাজ থাকে না |
| ০৪ | ব্যবসায়ী | ঘূর্ণিঝড়ের ফলে ফসলের ক্ষতি হওয়াতে ব্যবসায়ীদের বিপাকে পরতে হয়। ব্যবসায়ীরা পর্যাপ্ত মালামাল বেচাকেনা করতে পারে না। যার ফলে ব্যবসায়ীদের উপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। | জলোচ্ছ্বাসের ফলে কৃষক ও মৎস্য জীবিদের ক্ষতি হওয়াতে ব্যবসায়ীদের উপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। | লবনাক্ততায় আবাদি জমি কৃষি চাষে অযোগ্য হওয়াতে এবং ফসল উৎপাদন কম হওয়াতে ব্যবসায়ীরা চরম ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। |

## কলাপাড়া উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে

- লালুয়া ইউনিয়নের মোট ২৭৩২ হেক্টর জমির মধ্যে ১৫০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।
- মহিপুর ইউনিয়নের মোট ৪৫২০ হেক্টর জমির মধ্যে ৩২০০ হেক্টর কৃষি জমি চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।
- লতাচাপলি ইউনিয়নের মোট ৩৫৫০ হেক্টর জমির মধ্যে ২২৫৫ হেক্টর জমির কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- ধানখালী ইউনিয়নের মোট ৩১১১ হেক্টর জমির মধ্যে ২০০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১১৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ৩৩৫৫ হেক্টর জমির মধ্যে ২৬৫০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১২৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- **চম্পাপুর** ইউনিয়নের মোট ২৯৪৩ হেক্টর জমির মধ্যে ২১৯০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৩০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- **ধুলারসার** ইউনিয়নের মোট ৩২৫৭ হেক্টর জমির মধ্যে ১৭০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৯০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- **ডালবুগঞ্জ** ইউনিয়নের মোট ৩৬৮৬ হেক্টর জমির মধ্যে ২৫০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৫০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- **বালিয়াতলী** ইউনিয়নের মোট ৩৫৮৬ হেক্টর জমির মধ্যে ২৮০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১২৩০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

## কলাপাড়া উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে

- বালিয়াতলী ইউনিয়নের ছোট-বড় ৯০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৬০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮৬০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- নীলগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ১২০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৭০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৫০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- চম্পাপুর ইউনিয়নের ছোট-বড় ১৩০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৬০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৩০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ১০৫০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৭০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৬০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- ধানখালী মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ১৫০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৮০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- লালুয়া ধানখালী মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ১০০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৮০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৯০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- টিয়াখালী লালুয়া ধানখালী মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ৭০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৩০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ২০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- চাকামাইয়া টিয়াখালী লালুয়া ধানখালী মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ৮৫০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৪৫০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৪৯০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

**<u>গাছপালাতে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব:</u>**

কলাপাড়া উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে। **ধানখালী** ইউনিয়নের মোট ১৩৪৫০ ফলজ গাছ **১**৯৩৫০ বনজ গাছ এবং ৬৩৮৭ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। **লালুয়া** ইউনিয়নের মোট ৪৬৩৩ ফলজ গাছ ৬০০০ বনজ গাছ এবং৩৭৫০ ঔষধি গাছের, **টিয়াখালী** ইউনিয়নের মোট ১৫৬৭৮ ফলজ গাছ ২৮৬৭০ বনজ গাছ এবং ৬০৮৭ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। **চম্পাপুর** ইউনিয়নের মোট **১**২২৫০ ফলজ গাছ **২**৩৩৫০ বনজ গাছ এবং **৫**৬৮৭ ঔষধি গাছের, ক্ষতি হতে পারে। **চাকামাইয়া** ইউনিয়নের মোট ১২৪৫০ ফলজ গাছ ১৫৮৭৫ বনজ গাছ এবং ২০৭৫ ঔষধি গাছের, **বালিয়াতলী** ইউনিয়নের মোট **২**১২৭০ ফলজ গাছ **২**৪৮৫০ বনজ গাছ এবং ৬০৮০ ঔষধি গাছের, **নীলগঞ্জ** ইউনিয়নের মোট **৩**৪৮০০ ফলজ গাছ **৪**২৪০০ বনজ গাছ এবং **৪**৫০০ ঔষধি গাছের, **ডালবুগঞ্জ** ইউনিয়নের মোট ৩৮৯৫০ ফলজ গাছ ৩৯৩৫০ বনজ গাছ এবং ৭০৮৭ ঔষধি গাছের, **মিঠাগঞ্জ** ইউনিয়নের মোট ১৬২৫০ ফলজ গাছ ১৩৯৫০ বনজ গাছ এবং ৩৫৮৭ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। এতে করে ইউনিয়ন গুলোর প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে৷

<u>**কলাপাড়া** উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে</u>

কলাপাড়া উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে

- ধানখালী ইউনিয়নের মোট ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি মাদ্রাসা, ৫টি মসজিদ, ১টি মন্দির, ১টি বেসরকারি অফিস,
- **চম্পাপুর** ইউনিয়নের মোট ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি মাদ্রাসা, ৫টি মসজিদ,
- লালুয়া ইউনিয়নের মোট ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি মাদ্রাসা, ৫টি মসজিদ,

- বালিয়াতলী ইউনিয়নের মোট ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২টি মাদ্রাসা, ১১টি মসজিদ, ১টি মন্দির, ৩টি বৌদ্ধ মন্দির, ১টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৩টি আশ্রয় কেন্দ্র, ৩টি কালভার্ট, ২টি ব্রিজ, ৩টি পুল, ১টি বেসরকারি অফিস,
- মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি মাদ্রাসা, ৫টি মসজিদ, ০২টি মন্দির,
- ধুলারসার ইউনিয়নের মোট ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি মাদ্রাসা, ৫টি মসজিদ, ১টি মন্দির, ২টি বৌদ্ধ মন্দির, ২টি বেসরকারি অফিস,
- ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২টি মাদ্রাসা, ৯টি মসজিদ, ২টি মন্দির, ২টি বৌদ্ধ মন্দির, ১টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ১টি ক্লিনিক, ৪টি পুল, ১৩ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, ৫ কি.মি. আধা পাকা রাস্তার,
- মহিপুর ইউনিয়নের মোট ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি মাদ্রাসা, ৫টি মসজিদ, ১টি মন্দির, ২টি বৌদ্ধ মন্দির, ৩টি বেসরকারি অফিস,
- লতাচাপলি ইউনিয়নের মোট ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি মাদ্রাসা, ৫টি মসজিদ, ১টি মন্দির, ২টি বৌদ্ধ মন্দির,
- টিয়াখালী ইউনিয়নের মোট ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৫টি মাদ্রাসা, ৭টি মসজিদ, ২টি মন্দির, ২টি আশ্রয় কেন্দ্র, ৮টি পুল,
- চাকামাইয়া ইউনিয়নের মোট ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি মাদ্রাসা, ৫টি মসজিদ, ২টি মন্দির,
- নীলগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি মাদ্রাসা, ১৪টি মসজিদ, ৩টি মন্দির, ৩টি বেসরকারি অফিস, ১টি স্বাস্থ কেন্দ্র, ৪টি আশ্রয় কেন্দ্র, ২ কি.মি. পাকা রাস্তা, ১৪ কি.মি. কাঁচা রাস্তার, ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

<u>কলাপাড়া উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে</u>

- ধানখালী ইউনিয়নের মোট ১২০০ গরু, ১৩০০ ছাগল, ১৩০ ভেড়া, ৫০ মহিষ, ২০০০ হাঁস, ১৪০০ মুরগি, ৫০০ বন্য পশুপাখি, চম্পাপুর ইউনিয়নের মোট ৭০০ গরু, ৯০০ ছাগল, ৪০ ভেড়া, ৪৮ মহিষ, ২০০ শুকর, ১৭০০ হাঁস, ৪০০ মুরগি, ২০০ বন্য পশুপাখি, লালুয়া ইউনিয়নের মোট ১২০০ গরু, ১৩০০ ছাগল, ১২৫ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ১৬৩৩ হাঁস, ১২৮৩ মুরগি, ২১০ বন্য পশুপাখি, বালিয়াতলী ইউনিয়নের মোট ৩৬৪ গরু, ২৬৩ ছাগল, ১৫ ভেড়া, ৫৫ মহিষ, ৬৭৬ হাঁস, ২৩১ মুরগি, ১০০ বন্য পশুপাখি, মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ১২০০ গরু, ১৩০০ ছাগল, ১০৫ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ১৫৩৩ হাঁস, ১২৮৩ মুরগি, ২০৮ বন্য পশুপাখি, ধুলারসার ইউনিয়নের মোট ৩৯১ গরু, ৯১১ ছাগল, ১০৪ ভেড়া, ১৯৬ মহিষ, ২৭৫ শুকর,

১৬৩০ হাঁস, ২৭১২ মুরগি ও ৬০০ বন্য পশুপাখি, ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ১১৪০ গরু, ১১১০ ছাগল, ১০৫ ভেড়া, ৪৬ মহিষ, ১৪১৩ হাঁস, ১২৪৩ মুরগি, ১১১ বন্য পশুপাখি, মহিপুর ইউনিয়নের মোট ৬৮০ গরু, ১৪২৫ ছাগল, ৩৯০ ভেড়া, ১৬৭ মহিষ, ১৮৩ শুকর, ৪৫১২ হাঁস, ১৪২০০ মুরগি, ৫৫০ ও বন্য পশুপাখি, লতাচাপলি ইউনিয়নের মোট ১০৪০ গরু, ১৫৬০ ছাগল, ১২৫ ভেড়া, ৫০ মহিষ, ১৪৪৩ হাঁস, ১৪৮৩ মুরগি, ৫৩০ বন্য পশুপাখি, নীলগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ১২২৫ গরু, ২৩৭৫ ছাগল, ২১৬ ভেড়া, ৩৫৮ মহিষ, ৪০০ শুকর, ১৬৫৫ হাঁস, ২২৫০ মুরগি, ৪৮০ বন্য পশুপাখি, টিয়াখালী ইউনিয়নের মোট ১২৪০ গরু, ১২১০ ছাগল, ১১৫ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ১১৪৩ হাঁস, ১৪৫৩ মুরগি, ২৪০ বন্য পশুপাখি, চাকামাইয়া ইউনিয়নের মোট ১২৪০ গরু, ১৩০০ ছাগল, ১৩৫ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ১৭৩৩ হাঁস, ১৩৮৩ মুরগি, ৩০০ বন্য পশুপাখি মারা যেতে পারে।

**কলাপাড়া উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে**

- **লালুয়া** ইউনিয়নের মোট ২৭৩২ হেক্টর জমির মধ্যে ৯০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।
- **মহিপুর** ইউনিয়নের মোট ৪৫২০ হেক্টর জমির মধ্যে ২২০০ হেক্টর কৃষি জমি চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।
- **লতাচাপলি** ইউনিয়নের মোট ৩৫৫০ হেক্টর জমির মধ্যে ১৮০০ হেক্টর জমির কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১১০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- **ধানখালী** ইউনিয়নের মোট ৩১১১ হেক্টর জমির মধ্যে ২৩০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৩৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- **মিঠাগঞ্জ** ইউনিয়নের মোট ৩৩৫৫ হেক্টর জমির মধ্যে ১৯৫০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১০৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- **চম্পাপুর** ইউনিয়নের মোট ২৯৪৩ হেক্টর জমির মধ্যে ২০০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- **ধুলারসার** ইউনিয়নের মোট ৩২৫৭ হেক্টর জমির মধ্যে ১৭০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- **ডালবুগঞ্জ** ইউনিয়নের মোট ৩৬৮৬ হেক্টর জমির মধ্যে ২২০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- **বালিয়াতলী** ইউনিয়নের মোট ৩৫৮৬ হেক্টর জমির মধ্যে ২৬৫০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১২০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

কলাপাড়া উপজেলাতে জলাবদ্ধতার কারণে

- লালুয়া ইউনিয়নের মোট ২৭৩২ হেক্টর জমির মধ্যে ৫০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।
- মহিপুর ইউনিয়নের মোট ৪৫২০ হেক্টর জমির মধ্যে ১৫০০ হেক্টর কৃষি জমি চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।
- লতাচাপলি ইউনিয়নের মোট ৩৫৫০ হেক্টর জমির মধ্যে ১১০০ হেক্টর জমির কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৫০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- ধানখালী ইউনিয়নের মোট ৩১১১ হেক্টর জমির মধ্যে ১৩০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৭৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ৩৩৫৫ হেক্টর জমির মধ্যে ১১৩০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- চম্পাপুর ইউনিয়নের মোট ২৯৪৩ হেক্টর জমির মধ্যে ১০০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৬০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- ধুলারসার ইউনিয়নের মোট ৩২৫৭ হেক্টর জমির মধ্যে ১২০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ৩৬৮৬ হেক্টর জমির মধ্যে ১২০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- বালিয়াতলী ইউনিয়নের মোট ৩৫৮৬ হেক্টর জমির মধ্যে ১১৫০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৯৬০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

কলাপাড়া উপজেলাতে জলোচ্ছ্বাসর কারণে

- লালুয়া ইউনিয়নের মোট ২৭৩২ হেক্টর জমির মধ্যে ৯০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।
- মহিপুর ইউনিয়নের মোট ৪৫২০ হেক্টর জমির মধ্যে ১৭০০ হেক্টর কৃষি জমি চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।
- লতাচাপলি ইউনিয়নের মোট ৩৫৫০ হেক্টর জমির মধ্যে ২৫০০ হেক্টর জমির কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৫০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- ধানখালী ইউনিয়নের মোট ৩১১১ হেক্টর জমির মধ্যে ২২০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৭৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ৩৩৫৫ হেক্টর জমির মধ্যে ২০৩০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১২৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- চম্পাপুর ইউনিয়নের মোট ২৯৪৩ হেক্টর জমির মধ্যে ১৬০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- ধুলারসার ইউনিয়নের মোট ৩২৫৭ হেক্টর জমির মধ্যে ২৪০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৯০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ৩৬৮৬ হেক্টর জমির মধ্যে ১৫০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১০৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- বালিয়াতলী ইউনিয়নের মোট ৩৫৮৬ হেক্টর জমির মধ্যে ১৮০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮৬০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

(**Source:** UpazilaForest, Livestock, Fisheries, LGED, Education, Health & Agriculture Department, Kalapara.)

কলাপাড়া উপজেলাতে জলোচ্ছ্বাসর কারণে

- বালিয়াতলী ইউনিয়নের ছোট-বড় ৯০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৮০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৯০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- নীলগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ১২০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৯০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- চম্পাপুর ইউনিয়নের ছোট-বড় ১৩০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৭০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৪০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ১০৫০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৮০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৬০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- ধানখালী মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ১৩০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ১২০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ।
- লালুয়া ধানখালী মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ১০০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৯৫০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৭০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- টিয়াখালী ইউনিয়নের ছোট-বড় ৭০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৩০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ২০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- চাকামাইয়া টিয়াখালী লালুয়া ধানখালী মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ৮৫০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৪৫০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৪৯০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

**কলাপাড়া উপজেলাতে জলোচ্ছ্বাসর কারণে**

ধানখালী ইউনিয়নের মোট ১৩০০ গরু, ১৪০০ ছাগল, ১৫০ ভেড়া, ৭০ মহিষ, ২২০০ হাঁস, ১৫০০ মুরগি, ৬০০ বন্য পশুপাখি, চম্পাপুর ইউনিয়নের মোট ৮০০ গরু, ১০০০ ছাগল, ১০০ ভেড়া, ৭৮ মহিষ, ২০০ শুকর, ১৭০০ হাঁস, ৪০০ মুরগি, ৩০০ বন্য পশুপাখি, লালুয়া ইউনিয়নের মোট ১১০০ গরু, ১২০০ ছাগল, ১২০ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ১৪৩৩ হাঁস, ১২৮৩ মুরগি, ২০০ বন্য পশুপাখি, বালিয়াতলী ইউনিয়নের মোট ৩৬৪ গরু, ২৬৩ ছাগল, ১৫ ভেড়া, ৫৫ মহিষ, ৬৭৬ হাঁস, ২৩১ মুরগি, ১০০ বন্য পশুপাখি, মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ১২০০ গরু, ১৩০০ ছাগল, ১০৫ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ১৪৩৩ হাঁস, ১২৮৩ মুরগি, ২০৮ বন্য পশুপাখি, ধুলারসার ইউনিয়নের মোট ৩৯১ গরু, ৯১১ ছাগল, ১০৪ ভেড়া, ১৯৬ মহিষ, ২৭৫ শুকর, ১৫৩০ হাঁস, ২০১২ মুরগি ও ৫০০ বন্য পশুপাখি, ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ১০৪০ গরু, ১০০০ ছাগল, ১০৫ ভেড়া, ৪৬ মহিষ, ১২১৩ হাঁস, ১২৪৩ মুরগি, ১১১ বন্য পশুপাখি, মহিপুর ইউনিয়নের মোট ৬৮০ গরু, ১৪২৫ ছাগল, ৩৯০ ভেড়া, ১৬৭ মহিষ, ১৮৩ শুকর, ৪৫১২ হাঁস, ১৪২০০ মুরগি, ৫৫০ ও বন্য পশুপাখি, লতাচাপলি ইউনিয়নের মোট ১০৪০ গরু, ১৪৬০ ছাগল, ১২৫ ভেড়া, ৫০ মহিষ, ১৫৪৩ হাঁস, ১৩৮৩ মুরগি, ৫৩০ বন্য পশুপাখি, নীলগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ১২৩৫ গরু, ২৩৭৫ ছাগল, ২১৬ ভেড়া, ৩৫৮ মহিষ, ৪০০ শুকর, ১৬৫৫ হাঁস, ২২৫০ মুরগি, ৪৮০ বন্য পশুপাখি, টিয়াখালী ইউনিয়নের মোট ১২৪০ গরু, ১২১০ ছাগল, ১১৫ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ১২৪৩ হাঁস, ১৪৫৩ মুরগি, ২৪০ বন্য পশুপাখি, চাকামাইয়া ইউনিয়নের মোট ১২৪০ গরু, ১৩০০ ছাগল, ১৩৫ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ১৬৩৩ হাঁস, ১৩৮৩ মুরগি, ৪০০ বন্য পশুপাখি মারা যেতে পারে।

## ২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে কোন কোন খাত সমূহ কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা নিচে ছক আকারে দেওয়া হল-

| খাত সমুহ | আপদ | বর্ননা |
|---|---|---|
| কৃষি | ঘূর্ণিঝড় | কৃষিতে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবঃ<br>▪ লালুয়া ইউনিয়নের মোট ২৭৩২ হেক্টর জমির মধ্যে ১৫০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।<br>▪ মহিপুর ইউনিয়নের মোট ৪৫২০ হেক্টর জমির মধ্যে ৩২০০ হেক্টর কৃষি জমি চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।<br>▪ লতাচাপলি ইউনিয়নের মোট ৩৫৫০ হেক্টর জমির মধ্যে ২২৫৫ হেক্টর জমির কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ ধানখালী ইউনিয়নের মোট ৩১১১ হেক্টর জমির মধ্যে ২০০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১১৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ৩৩৫৫ হেক্টর জমির মধ্যে ২৬৫০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১২৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ **চম্পাপুর** ইউনিয়নের মোট ২৯৪৩ হেক্টর জমির মধ্যে ২১৯০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৩০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ **ধুলারসার** ইউনিয়নের মোট ৩২৫৭ হেক্টর জমির মধ্যে ১৭০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৯০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ **ডালবুগঞ্জ** ইউনিয়নের মোট ৩৬৮৬ হেক্টর জমির মধ্যে ২৫০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৫০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। |

| | | |
|---|---|---|
| | | ▪ **বালিয়াতলী** ইউনিয়নের মোট ৩৫৮৬ হেক্টর জমির মধ্যে ২৮০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১২৩০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। |
| | **লবণাক্ততা** | **<u>কৃষিতে লবণাক্ততার প্রভাব:</u>**<br>**কলাপাড়া উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে**<br>▪ লালুয়া ইউনিয়নের মোট ২৭৩২ হেক্টর জমির মধ্যে ৯০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।<br>▪ মহিপুর ইউনিয়নের মোট ৪৫২০ হেক্টর জমির মধ্যে ২২০০ হেক্টর কৃষি জমি চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।<br>▪ লতাচাপলি ইউনিয়নের মোট ৩৫৫০ হেক্টর জমির মধ্যে ১৮০০ হেক্টর জমির কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১১০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ ধানখালী ইউনিয়নের মোট ৩১১১ হেক্টর জমির মধ্যে ২৩০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৩৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ৩৩৫৫ হেক্টর জমির মধ্যে ১৯৫০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১০৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ **চম্পাপুর** ইউনিয়নের মোট ২৯৪৩ হেক্টর জমির মধ্যে ২০০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ **ধুলারসার** ইউনিয়নের মোট ৩২৫৭ হেক্টর জমির মধ্যে ১৭০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। |

| | | |
|---|---|---|
| | | ▪ **ডালবুগঞ্জ** ইউনিয়নের মোট ৩৬৮৬ হেক্টর জমির মধ্যে ২২০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ **বালিয়াতলী** ইউনিয়নের মোট ৩৫৮৬ হেক্টর জমির মধ্যে ২৬৫০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১২০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। |
| | **জলোচ্ছ্বাস** | **কৃষিতে জলোচ্ছ্বাসের প্রভাব:**<br>▪ লালুয়া ইউনিয়নের মোট ২৭৩২ হেক্টর জমির মধ্যে ৯০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।<br>▪ মহিপুর ইউনিয়নের মোট ৪৫২০ হেক্টর জমির মধ্যে ১৭০০ হেক্টর কৃষি জমি চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।<br>▪ লতাচাপলি ইউনিয়নের মোট ৩৫৫০ হেক্টর জমির মধ্যে ২৫০০ হেক্টর জমির কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৫০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ ধানখালী ইউনিয়নের মোট ৩১১১ হেক্টর জমির মধ্যে ২২০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৭৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ৩৩৫৫ হেক্টর জমির মধ্যে ২০৩০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১২৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ **চম্পাপুর** ইউনিয়নের মোট ২৯৪৩ হেক্টর জমির মধ্যে ১৬০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। |

| | | |
|---|---|---|
| | | ▪ **ধুলারসার** ইউনিয়নের মোট ৩২৫৭ হেক্টর জমির মধ্যে ২৪০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৯০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ **ডালবুগঞ্জ** ইউনিয়নের মোট ৩৬৮৬ হেক্টর জমির মধ্যে ১৫০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১০৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ **বালিয়াতলী** ইউনিয়নের মোট ৩৫৮৬ হেক্টর জমির মধ্যে ১৮০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮৬০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br><br>**<u>কলাপাড়া উপজেলাতে জলোচ্ছ্বাসর কারণে</u>**<br><br>▪ বালিয়াতলী ইউনিয়নের ছোট-বড় ৯০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৮০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৯০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ নীলগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ১২০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৯০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ চম্পাপুর ইউনিয়নের ছোট-বড় ১৩০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৭০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৪০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ১০৫০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৮০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৬০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ ধানখালী মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ১৩০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ১২০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ লালুয়া ধানখালী মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ১০০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৯৫০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে |

| | | |
|---|---|---|
| | | । যার ফলে ৭০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ।<br>▪ টিয়াখালী ইউনিয়নের ছোট-বড় ৭০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৩০০ টি মৎস্য ঘেরের  ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ২০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ চাকামাইয়া টিয়াখালী লালুয়া ধানখালী মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ৮৫০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৪৫০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৪৯০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br><br>**কলাপাড়া উপজেলাতে জলোচ্ছ্বাসর কারণে**<br><br>ধানখালী ইউনিয়নের মোট ১৩০০ গরু, ১৪০০ ছাগল, ১৫০ ভেড়া, ৭০ মহিষ, ২২০০ হাঁস, ১৫০০ মুরগি, ৬০০ বন্য পশুপাখি,  চম্পাপুর ইউনিয়নের মোট ৮০০ গরু, ১০০০ ছাগল, ১০০ ভেড়া, ৭৮ মহিষ, ২০০ শুকর, ১৭০০ হাঁস, ৪০০ মুরগি, ৩০০ বন্য পশুপাখি, লালুয়া ইউনিয়নের মোট ১১০০ গরু, ১২০০ ছাগল, ১২০ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ১৪৩৩ হাঁস, ১২৮৩ মুরগি, ২০০ বন্য পশুপাখি, বালিয়াতলী ইউনিয়নের মোট ৩৬৪ গরু, ২৬৩ ছাগল, ১৫ ভেড়া, ৫৫ মহিষ, ৬৭৬ হাঁস, ২৩১ মুরগি, ১০০ বন্য পশুপাখি, মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ১২০০ গরু, ১৩০০ ছাগল, ১০৫ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ১৪৩৩ হাঁস, ১২৮৩ মুরগি, ২০৮ বন্য পশুপাখি, ধুলারসার ইউনিয়নের মোট ৩৯১ গরু, ৯১১ ছাগল, ১০৪ ভেড়া, ১৯৬ মহিষ, ২৭৫ শুকর, ১৫৩০ হাঁস, ২০১২ মুরগি ও ৫০০ বন্য পশুপাখি, ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ১০৪০ গরু, ১০০০ ছাগল, ১০৫ ভেড়া, ৪৬ মহিষ, ১২১৩ হাঁস, ১২৪৩ মুরগি, ১১১ বন্য পশুপাখি, মহিপুর ইউনিয়নের মোট ৬৮০ গরু, ১৪২৫ ছাগল, ৩৯০ ভেড়া, ১৬৭ মহিষ, ১৮৩ শুকর, ৪৫১২ হাঁস, ১৪২০০ মুরগি, ৫৫০ ও বন্য পশুপাখি, লতাচাপলি ইউনিয়নের মোট ১০৪০ গরু, ১৪৬০ ছাগল, ১২৫ ভেড়া, ৫০ মহিষ, ১৫৪৩ হাঁস, ১৩৮৩ মুরগি, ৫৩০ বন্য পশুপাখি,  নীলগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ১২৩৫ গরু, ২৩৭৫ ছাগল, ২১৬ ভেড়া, ৩৫৮ মহিষ, ৪০০ শুকর, ১৬৫৫ হাঁস, ২২৫০ মুরগি, ৪৮০ বন্য পশুপাখি, টিয়াখালী ইউনিয়নের মোট ১২৪০ গরু, ১২১০ ছাগল, ১১৫ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ১২৪৩ হাঁস, ১৪৫৩ মুরগি, ২৪০ বন্য পশুপাখি, চাকামাইয়া ইউনিয়নের মোট ১২৪০ গরু, ১৩০০ ছাগল, |

| | | |
|---|---|---|
| | | ১৩৫ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ১৬৩৩ হাঁস, ১৩৮৩ মুরগি, ৪০০ বন্য পশুপাখি মারা যেতে পারে। |
| | **জলাবদ্ধতা** | **কলাপাড়া উপজেলাতে জলাবদ্ধতার কারণে**<br>▪ লালুয়া ইউনিয়নের মোট ২৭৩২ হেক্টর জমির মধ্যে ৫০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।<br>▪ **মহিপুর** ইউনিয়নের মোট ৪৫২০ হেক্টর জমির মধ্যে ১৫০০ হেক্টর কৃষি জমি চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।<br>▪ **লতাচাপলি** ইউনিয়নের মোট ৩৫৫০ হেক্টর জমির মধ্যে ১১০০ হেক্টর জমির কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৫০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ **ধানখালী** ইউনিয়নের মোট ৩১১১ হেক্টর জমির মধ্যে ১৩০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৭৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ **মিঠাগঞ্জ** ইউনিয়নের মোট ৩৩৫৫ হেক্টর জমির মধ্যে ১১৩০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ **চম্পাপুর** ইউনিয়নের মোট ২৯৪৩ হেক্টর জমির মধ্যে ১০০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৬০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ **ধুলারসার** ইউনিয়নের মোট ৩২৫৭ হেক্টর জমির মধ্যে ১২০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ **ডালবুগঞ্জ** ইউনিয়নের মোট ৩৬৮৬ হেক্টর জমির মধ্যে ১২০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। |

| | | |
|---|---|---|
| | | ▪ **বালিয়াতলী** ইউনিয়নের মোট ৩৫৮৬ হেক্টর জমির মধ্যে ১১৫০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৯৬০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। |
| **মৎস্য** | **ঘূর্ণিঝড়** | মৎস্য সম্পদে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব:<br>▪ বালিয়াতলী ইউনিয়নের ছোট-বড় ৯০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৬০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮৬০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ নীলগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ১২০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৭০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৫০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ চম্পাপুর ইউনিয়নের ছোট-বড় ১৩০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৬০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৩০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ১০৫০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৭০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৬০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ ধানখালী মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ১৫০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৮০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ লালুয়া ধানখালী মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ১০০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৮০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৯০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ টিয়াখালী লালুয়া ধানখালী মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ৭০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৩০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ২০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ চাকামাইয়া টিয়াখালী লালুয়া ধানখালী মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ৮৫০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৪৫০ টি মৎস্য ঘেরের |

| | | |
|---|---|---|
| | | ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৪৯০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। |
| **গাছপালা** | **ঘূর্ণিঝড়** | গাছপালাতে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব:<br><br>কলাপাড়া উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে। ধানখালী ইউনিয়নের মোট ১৩৪৫০ ফলজ গাছ ১৯৩৫০ বনজ গাছ এবং ৬৩৮৭ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। লালুয়া ইউনিয়নের মোট ৪৬৩৩ ফলজ গাছ ৬০০০ বনজ গাছ এবং৩৭৫০ ঔষধি গাছের, টিয়াখালী ইউনিয়নের মোট ১৫৬৭৮ ফলজ গাছ ২৮৬৭০ বনজ গাছ এবং ৬০৮৭ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। চম্পাপুর ইউনিয়নের মোট ১২২৫০ ফলজ গাছ ২৩৩৫০ বনজ গাছ এবং ৫৬৮৭ ঔষধি গাছের, ক্ষতি হতে পারে। চাকামাইয়া ইউনিয়নের মোট ১২৪৫০ ফলজ গাছ ১৫৮৭৫ বনজ গাছ এবং ২০৭৫ ঔষধি গাছের, বালিয়াতলী ইউনিয়নের মোট ২১২৭০ ফলজ গাছ ২৪৮৫০ বনজ গাছ এবং ৬০৮০ ঔষধি গাছের, নীলগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ৩৪৮০০ ফলজ গাছ ৪২৪০০ বনজ গাছ এবং ৪৫০০ ঔষধি গাছের, ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ৩৮৯৫০ ফলজ গাছ ৩৯৩৫০ বনজ গাছ এবং ৭০৮৭ ঔষধি গাছের, মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ১৬২৫০ ফলজ গাছ ১৩৯৫০ বনজ গাছ এবং ৩৫৮৭ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। এতে করে ইউনিয়ন গুলোর প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। |
| | **লবণাক্ততা** | পানি ও পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থার উপর লবণাক্ততার প্রভাব:<br><br>কলাপাড়া উপজেলাতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেতে থাকলে চম্পাপুর ইউনিয়নের মোট ২টি সংরক্ষিত পুকুর, ১৫টি পাকা পায়খানা, ধানখালী ইউনিয়নের মোট ৬টি শ্যালো টিউবওয়েল, ৮টি সংরক্ষিত পুকুর, ১২২৫টি কাঁচা, ১৫ আধাপাকা, ৪২ পাকা পায়খানা, বালিয়াতলী ইউনিয়নের মোট ১১টি শ্যালো টিউবওয়েল, ৮টি সংরক্ষিত পুকুর, ১৫২৫টি কাঁচা, ১৫ আধাপাকা, ৫২ পাকা পায়খানা, লালুয়া ইউনিয়নের মোট ১৩টি শ্যালো টিউবওয়েল, ৮টি সংরক্ষিত পুকুর, ১১২৫টি কাঁচা, ১৫ আধাপাকা, ৩২ পাকা পায়খানা, মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ১৫টি শ্যালো টিউবওয়েল, ১৮টি সংরক্ষিত পুকুর, ১৩২৫টি কাঁচা, ১৫ আধাপাকা, ৪২ পাকা পায়খানা, ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ৫টি সংরক্ষিত পুকুর, ৩৬৭টি কাঁচা, ৩ |

| | | |
|---|---|---|
| | | আধাপাকা, ১ পাকা পায়খানা, ধুলারসার ইউনিয়নের মোট ১৯টি শ্যালো টিউবওয়েল, ৯টি সংরক্ষিত পুকুর, ১৩২৫টি কাঁচা, ১৫ আধাপাকা, ৫২ পাকা পায়খানা, নীলগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ৮টি সংরক্ষিত পুকুর, ৯৬৬টি কাঁচা, ৩৭ পাকা পায়খানা, মহিপুর ইউনিয়নের মোট ১৬টি শ্যালো টিউবওয়েল, ১৬টি সংরক্ষিত পুকুর, ১৩২৫টি কাঁচা, ১৯ আধাপাকা, ৫২ পাকা পায়খানা, লতাচাপলি ইউনিয়নের মোট ১৪টি শ্যালো টিউবওয়েল, ৮টি সংরক্ষিত পুকুর, ১১১৫টি কাঁচা, ৩৪ আধাপাকা, ৩২ পাকা পায়খানা, টিয়াখালী ইউনিয়নের মোট ১০টি শ্যালো টিউবওয়েল, ৮টি সংরক্ষিত পুকুর, ১৪২৫টি কাঁচা, ২৫ আধাপাকা, ৪৬ পাকা পায়খানা,<br><br>চাকামাইয়া ইউনিয়নের মোট ৮টি শ্যালো টিউবওয়েল, ৮টি সংরক্ষিত পুকুর, ১২৩৫টি কাঁচা, ১৫ আধাপাকা, ৩২ পাকা পায়খানা, কলাপাড়া পৌরসভার মোট ৫০০০টি কাঁচা, ১৫০০ আধাপাকা, ১০০০ পাঁকা পায়খানা, ৩৮টি শ্যালো টিউবওয়েল, সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক বিনষ্ট হতে পারে। ফলে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবারের লোকই পানি বাহিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। |

(**Source:** Upazila Agriculture, Fisheries, Health, LGED and Forest Department, Kalapara**)**

# তৃতীয়অধ্যায়: দুর্যোগ ও ঝুঁকিহ্রাস

## ৩.১ ঝুঁকির কারণসমুহ চিহ্নিত করণ

কলাপাড়া উপজেলার ঝুঁকির কারণসমূহ নিম্নে দেওয়া হল:

| ঝুঁকির বর্ননা | কারণ | | |
|---|---|---|---|
| | তাৎক্ষণিক | মাধ্যমিক | চুড়ান্ত |
| **ঘূর্ণিঝড়**<br>▪ লালুয়া ইউনিয়নের মোট ২৭৩২ হেক্টর জমির মধ্যে ১৫০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে ।<br>▪ মহিপুর ইউনিয়নের মোট ৪৫২০ হেক্টর জমির মধ্যে ৩২০০ হেক্টর কৃষি জমি চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।<br>▪ লতাচাপলি ইউনিয়নের মোট ৩৫৫০ হেক্টর জমির মধ্যে ২২৫৫ হেক্টর জমির কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে । যার ফলে ১০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ ধানখালী ইউনিয়নের মোট ৩১১১ হেক্টর জমির মধ্যে | ▪ দুর্যোগের পূর্বে সর্তক করার মত বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই<br>▪ দুর্যোগ সম্পর্কে প্রায় ৪০% লোক অজ্ঞ<br>▪ ঘর বাড়ী এবং অবকাঠামো দুর্বল<br>▪ সচেতনতা বৃদ্ধি করা<br>▪ পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণে।<br>▪ বায়ু দুষনের কারণে।<br>▪ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে।<br>▪ গ্রিন হাউজ গ্যাসের ইফেক্টের কারণে।<br>▪ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ।<br>▪ এলাকার ফসলী জমি নীচু হওয়ার কারণে।<br>▪ ভরাট হওয়ার নদী থেকে ফসলী জমি নীচু হওয়ায়। | ▪ এলাকার বাঁধ এবং রাঁস্তা দর্বল প্রকৃতির<br>▪ দুর্যোগে আশ্রয় নেওয়ার জায়গা খুব কম<br>▪ এলাকার মানুষের প্রধান জীবিকা মৎস্য আহরণ হওয়ায়<br>▪ এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমানে গাছপালা না থাকার কারণে।<br>▪ সামাজিক বনায়ন সম্পর্কে জনগন সচেতননয়।<br>▪ অবাধে বৃক্ষ নিধন করার কারণে।<br>▪ ব্যক্তি উদ্যোগে বৃক্ষ রোপন না করার কারণে। | ▪ সাগর নিকটবর্তী হওয়ায়<br>▪ নিম্ন ভুমি দ্রুত তাপ মাত্রা হ্রাস-বৃদ্ধি<br>▪ বন বিভাগের সুদৃষ্টির প্রয়োজন।<br>▪ সরকারি ভাবে সামাটিক বনায়ন তৈরীরত কোন পদক্ষেপ না থাকায়<br>▪ এলাকায় বড় বড় গাছ না থাকায়।<br>▪ নদী ভরাট হওয়ার কারণে।<br>▪ সরকারি ভাবে ফারাক্কা বাঁধ অপসারণের জন্য তেমন কোন উদ্যোগ না থাকার কারণে। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২০০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১১৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ৩৩৫৫ হেক্টর জমির মধ্যে ২৬৫০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১২৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ **চম্পাপুর** ইউনিয়নের মোট ২৯৪৩ হেক্টর জমির মধ্যে ২১৯০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৩০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ **ধুলারসার** ইউনিয়নের মোট ৩২৫৭ হেক্টর জমির মধ্যে ১৭০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৯০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ **ডালবুগঞ্জ** ইউনিয়নের মোট ৩৬৮৬ হেক্টর জমির মধ্যে ২৫০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার | ▪ প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণে।<br>▪ সমুদ্র উপকুলে কৃষি জমি হওয়ার কারণে।<br>▪ নদীর পাশে বেড়ি বাঁধ না থাকার কারণে।<br>▪ পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকার কারণে।<br>▪ অপরিকল্পিত ভাবে মৎস্য চাষ করার কারণে।<br>▪ নদীর লবণ পানি এলাকার খালগুলো দিয়ে সরাসরি জমিতে প্রবেশ করার কারণে।<br>▪ অপরিকল্পিত ভবে লবণ পানির ঘের করার কারণে।<br>▪ নদীর পাশে বেড়ি বাঁধ না থাকার কারেণ।<br>▪ পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকার কারণে।<br>▪ নদী ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে। | ▪ ঘূর্ণিঝড় সহনশীল গাছপালা না থাকার কারণে।<br>▪ কল-কারখানা ও পরিবহনের কালো ধোয়ার কারণে।<br>▪ ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস না পাওয়ার কারণে।<br>▪ বেড়ি বাঁধ না থাকার কারণে।<br>▪ পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকার কারণে।<br>▪ স্লুইস গেট অকার্যকর হওয়ায়।<br>▪ জলোচ্ছ্বাসের কারণে লবণ পানি এলাকায় প্রবেশ করে।<br>▪ নদীতে জোয়ারের পানি বেশি হওয়ার কারণে।<br>▪ স্লুইস গেট ও মেইন গেট না থাকার কারণে।<br>▪ লবণ পানি নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা না থাকার কারণে।<br>▪ লবণ পানি ইচ্ছাকৃত ভাবে ধরে রাখার কারণে। | ▪ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঠিক পদক্ষেপ না থাকার কারণে।<br>▪ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা চিংড়ি চাষ বন্ধনা করা।<br>▪ দাতা গোষ্টির সহযোগীতা না থাকায়।<br>▪ এলাকার জনগন সচেতন নয়।<br>▪ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঠিক পদক্ষেপ না থাকার কারণে।<br>▪ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা চিংড়ি চাষ বন্ধের কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায়।<br>▪ দাতা গোষ্টির সহযোগীতা না থাকায়। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ফলে ১৫০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ **বালিয়াতলী** ইউনিয়নের মোট ৩৫৮৬ হেক্টর জমির মধ্যে ২৮০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১২৩০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br><br>**<u>কলাপাড়া উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে</u>**<br>▪ বালিয়াতলী ইউনিয়নের ছোট-বড় ৯০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৬০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮৬০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ নীলগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ১২০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৭০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৫০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ চম্পাপুর ইউনিয়নের ছোট-বড় ১৩০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে | | ▪ নদী ও খালের সংযোগ স্থলে স্লুইস গেট না থাকার কারণে।<br>▪ এলাকায় বেড়ি বাঁধ না থাকার কারণে।<br>▪ জলোচ্ছ্বাসের লবণ পানি এলাকায় প্রবেশ করে বদ্ধ হয়ে থাকার কারণে।<br>> স্লুইস গেট ও মেইন গেট না থাকার কারণে।<br>> নদীর নাব্যতা হ্রাস পাওয়ার কারণে। | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| আনুমানিক মোট ৬০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৩০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ১০৫০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৭০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৬০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ ধানখালী মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ১৫০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৮০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ লালুয়া ধানখালী মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ১০০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৮০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৯০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ টিয়াখালী লালুয়া ধানখালী মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ৭০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| আনুমানিক মোট ৩০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে । যার ফলে ২০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ চাকামাইয়া টিয়াখালী লালুয়া ধানখালী মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ৮৫০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৪৫০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে । যার ফলে ৪৯০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>**গাছপালাতে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব:**<br>কলাপাড়া উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে । ধানখালী ইউনিয়নের মোট ১৩৪৫০ ফলজ গাছ ১৯৩৫০ বনজ গাছ এবং ৬৩৮৭ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। লালুয়া ইউনিয়নের মোট ৪৬৩৩ ফলজ গাছ ৬০০০ বনজ গাছ এবং৩৭৫০ ঔষধি গাছের, টিয়াখালী ইউনিয়নের মোট ১৫৬৭৮ ফলজ গাছ ২৮৬৭০ বনজ গাছ এবং ৬০৮৭ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। চম্পাপুর ইউনিয়নের মোট ১২২৫০ ফলজ গাছ ২৩৩৫০ বনজ গাছ এবং ৫৬৮৭ ঔষধি গাছের, ক্ষতি হতে পারে । চাকামাইয়া ইউনিয়নের মোট ১২৪৫০ ফলজ গাছ ১৫৮৭৫ বনজ গাছ এবং ২০৭৫ ঔষধি গাছের, বালিয়াতলী | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ইউনিয়নের মোট ২১২৭০ ফলজ গাছ ২৪৮৫০ বনজ গাছ এবং ৬০৮০ ঔষধি গাছের, নীলগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ৩৪৮০০ ফলজ গাছ ৪২৪০০ বনজ গাছ এবং ৪৫০০ ঔষধি গাছের, ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ৩৮৯৫০ ফলজ গাছ ৩৯৩৫০ বনজ গাছ এবং ৭০৮৭ ঔষধি গাছের, মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ১৬২৫০ ফলজ গাছ ১৩৯৫০ বনজ গাছ এবং ৩৫৮৭ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে । এতে করে ইউনিয়ন গুলোর প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br><br><u>কলাপাড়া উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে</u><br><br>▪ ধানখালী ইউনিয়নের মোট ১২০০ গরু, ১৩০০ ছাগল, ১৩০ ভেড়া, ৫০ মহিষ, ২০০০ হাঁস, ১৪০০ মুরগি, ৫০০ বন্য পশুপাখি, চম্পাপুর ইউনিয়নের মোট ৭০০ গরু, ৯০০ ছাগল, ৪০ ভেড়া, ৪৮ মহিষ, ২০০ শুকর, ১৭০০ হাঁস, ৪০০ মুরগি, ২০০ বন্য পশুপাখি, লালুয়া ইউনিয়নের মোট ১২০০ গরু, ১৩০০ ছাগল, ১২৫ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ১৬৩৩ হাঁস, ১২৮৩ মুরগি, ২১০ বন্য পশুপাখি, বালিয়াতলী | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ইউনিয়নের মোট ৩৬৪ গরু, ২৬৩ ছাগল, ১৫ ভেড়া, ৫৫ মহিষ, ৬৭৬ হাঁস, ২৩১ মুরগি, ১০০ বন্য পশুপাখি, মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ১২০০ গরু, ১৩০০ ছাগল, ১০৫ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ১৫৩৩ হাঁস, ১২৮৩ মুরগি, ২০৮ বন্য পশুপাখি, ধুলারসার ইউনিয়নের মোট ৩৯১ গরু, ৯১১ ছাগল, ১০৪ ভেড়া, ১৯৬ মহিষ, ২৭৫ শুকর, ১৬৩০ হাঁস, ২৭১২ মুরগি ও ৬০০ বন্য পশুপাখি, ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ১১৪০ গরু, ১১১০ ছাগল, ১০৫ ভেড়া, ৪৬ মহিষ, ১৪১৩ হাঁস, ১২৪৩ মুরগি, ১১১ বন্য পশুপাখি, মহিপুর ইউনিয়নের মোট ৬৮০ গরু, ১৪২৫ ছাগল, ৩৯০ ভেড়া, ১৬৭ মহিষ, ১৮৩ শুকর, ৪৫১২ হাঁস, ১৪২০০ মুরগি, ৫৫০ ও বন্য পশুপাখি, লতাচাপলি ইউনিয়নের মোট ১০৪০ গরু, ১৫৬০ ছাগল, ১২৫ ভেড়া, ৫০ মহিষ, ১৪৪৩ হাঁস, ১৪৮৩ মুরগি, ৫৩০ বন্য পশুপাখি, নীলগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ১২২৫ গরু, ২৩৭৫ ছাগল, ২১৬ ভেড়া, ৩৫৮ মহিষ, ৪০০ শুকর, ১৬৫৫ হাঁস, ২২৫০ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| মুরগি, ৪৮০ বন্য পশুপাখি, টিয়াখালী ইউনিয়নের মোট ১২৪০ গরু, ১২১০ ছাগল, ১১৫ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ১১৪৩ হাঁস, ১৪৫৩ মুরগি, ২৪০ বন্য পশুপাখি, চাকামাইয়া ইউনিয়নের মোট ১২৪০ গরু, ১৩০০ ছাগল, ১৩৫ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ১৭৩৩ হাঁস, ১৩৮৩ মুরগি, ৩০০ বন্য পশুপাখি মারা যেতে পারে। | | | |
| **জলোচ্ছ্বাস**<br>কৃষিতে জলোচ্ছ্বাসের প্রভাব:<br>লালুয়া ইউনিয়নের মোট ২৭৩২ হেক্টর জমির মধ্যে ৯০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।<br>মহিপুর ইউনিয়নের মোট ৪৫২০ হেক্টর জমির মধ্যে ১৭০০ হেক্টর কৃষি জমি চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।<br>লতাচাপলি ইউনিয়নের মোট ৩৫৫০ হেক্টর জমির মধ্যে ২৫০০ হেক্টর জমির কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৫০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>ধানখালী ইউনিয়নের মোট ৩১১১ হেক্টর জমির মধ্যে ২২০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার | • জলোচ্ছাস সম্পর্কে সম্মুখ ধারণা না থাকায়<br>• ঘর বাড়ী এবং অবকাঠামো দুর্বল হওয়ায়<br>• দুর্যোগে আশ্রয় নেওয়ার জাযগা খুব কম | • জলাধারের সংখ্যা বেশি এবং সচেতনতার অভাব থাকায়<br>• বেড়ী বাধের কাঠামো দুর্বল ও কম উচ্চতাসম্পন্ন | • সাগর নিকট বর্তি হওয়ায়<br>• নিম্ন ভূমি<br>• দরিদ্র লোকের বসবাস হওয়ায়<br>• |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ফলে ১৭৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ৩৩৫৫ হেক্টর জমির মধ্যে ২০৩০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১২৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। চম্পাপুর ইউনিয়নের মোট ২৯৪৩ হেক্টর জমির মধ্যে ১৬০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ধুলারসার ইউনিয়নের মোট ৩২৫৭ হেক্টর জমির মধ্যে ২৪০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৯০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ৩৬৮৬ হেক্টর জমির মধ্যে ১৫০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১০৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বালিয়াতলী ইউনিয়নের মোট ৩৫৮৬ হেক্টর জমির মধ্যে ১৮০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮৬০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **কলাপাড়া উপজেলাতে জলোচ্ছ্বাসর কারণে**<br>▪ বালিয়াতলী ইউনিয়নের ছোট-বড় ৯০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৮০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে । যার ফলে ৯০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ নীলগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ১২০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৯০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে । যার ফলে ১০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ চম্পাপুর ইউনিয়নের ছোট-বড় ১৩০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৭০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে । যার ফলে ৪০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ১০৫০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৮০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে । যার ফলে ৬০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ▪ ধানখালী মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ১৩০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ১২০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ লালুয়া ধানখালী মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ১০০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৯৫০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৭০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ টিয়াখালী ইউনিয়নের ছোট-বড় ৭০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৩০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ২০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ চাকামাইয়া টিয়াখালী লালুয়া ধানখালী মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ৮৫০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৪৫০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৪৯০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **কলাপাড়া উপজেলাতে জলোচ্ছ্বাসর কারণে**<br>ধানখালী ইউনিয়নের মোট ১৩০০ গরু, ১৪০০ ছাগল, ১৫০ ভেড়া, ৭০ মহিষ, ২২০০ হাঁস, ১৫০০ মুরগি, ৬০০ বন্য পশুপাখি, চম্পাপুর ইউনিয়নের মোট ৮০০ গরু, ১০০০ ছাগল, ১০০ ভেড়া, ৭৮ মহিষ, ২০০ শুকর, ১৭০০ হাঁস, ৪০০ মুরগি, ৩০০ বন্য পশুপাখি, লালুয়া ইউনিয়নের মোট ১১০০ গরু, ১২০০ ছাগল, ১২০ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ১৪৩৩ হাঁস, ১২৮৩ মুরগি, ২০০ বন্য পশুপাখি, বালিয়াতলী ইউনিয়নের মোট ৩৬৪ গরু, ২৬৩ ছাগল, ১৫ ভেড়া, ৫৫ মহিষ, ৬৭৬ হাঁস, ২৩১ মুরগি, ১০০ বন্য পশুপাখি, মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ১২০০ গরু, ১৩০০ ছাগল, ১০৫ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ১৪৩৩ হাঁস, ১২৮৩ মুরগি, ২০৮ বন্য পশুপাখি, ধুলারসার ইউনিয়নের মোট ৩৯১ গরু, ৯১১ ছাগল, ১০৪ ভেড়া, ১৯৬ মহিষ, ২৭৫ শুকর, ১৫৩০ হাঁস, ২০১২ মুরগি ও ৫০০ বন্য পশুপাখি, ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ১০৪০ গরু, ১০০০ ছাগল, ১০৫ ভেড়া, ৪৬ মহিষ, ১২১৩ হাঁস, ১২৪৩ মুরগি, ১১১ বন্য পশুপাখি, মহিপুর ইউনিয়নের মোট ৬৮০ গরু, ১৪২৫ ছাগল, ৩৯০ ভেড়া, ১৬৭ মহিষ, ১৮৩ শুকর, ৪৫১২ হাঁস, ১৪২০০ মুরগি, ৫৫০ ও বন্য পশুপাখি, লতাচাপলি ইউনিয়নের মোট ১০৪০ গরু, ১৪৬০ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ছাগল, ১২৫ ভেড়া, ৫০ মহিষ, ১৫৪৩ হাঁস, ১৩৮৩ মুরগি, ৫৩০ বন্য পশুপাখি, নীলগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ১২৩৫ গরু, ২৩৭৫ ছাগল, ২১৬ ভেড়া, ৩৫৮ মহিষ, ৪০০ শুকর, ১৬৫৫ হাঁস, ২২৫০ মুরগি, ৪৮০ বন্য পশুপাখি, টিয়াখালী ইউনিয়নের মোট ১২৪০ গরু, ১২১০ ছাগল, ১১৫ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ১২৪৩ হাঁস, ১৪৫৩ মুরগি, ২৪০ বন্য পশুপাখি, চাকামাইয়া ইউনিয়নের মোট ১২৪০ গরু, ১৩০০ ছাগল, ১৩৫ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ১৬৩৩ হাঁস, ১৩৮৩ মুরগি, ৪০০ বন্য পশুপাখি মারা যেতে পারে। | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **<u>কলাপাড়া উপজেলাতে জলাবদ্ধতার কারণে</u>**<br>▪ লালুয়া ইউনিয়নের মোট ২৭৩২ হেক্টর জমির মধ্যে ৫০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।<br>▪ মহিপুর ইউনিয়নের মোট ৪৫২০ হেক্টর জমির মধ্যে ১৫০০ হেক্টর কৃষি জমি চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।<br>▪ লতাচাপলি ইউনিয়নের মোট ৩৫৫০ হেক্টর জমির মধ্যে ১১০০ হেক্টর জমির কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৫০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ ধানখালী ইউনিয়নের মোট ৩১১১ হেক্টর জমির মধ্যে ১৩০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৭৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ৩৩৫৫ হেক্টর জমির মধ্যে ১১৩০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ চম্পাপুর ইউনিয়নের মোট ২৯৪৩ হেক্টর জমির মধ্যে ১০০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৬০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। | ▪ অতি বৃষ্টির কারণে।<br>▪ পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা না থাকার কারণে।<br>▪ অপরিকল্পিত ভাবে ঘের করার কারণে।<br>▪ নদী ও খালগুলো ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে। | ▪ স্লুইচ গেট না থাকার কারণে।<br>▪ পানি সরবরাহ করার জন্য কালভার্ট না থাকার কারণে।<br>▪ অধিকাংশ ফসলী জমি নীচু হওয়ার কারণে।<br>▪ স্লুইচ গেটের মুখে পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে। | ▪ কৃষি অধিদপ্তরের সু দৃষ্টি না থাকা।<br>▪ কৃষি গবেষনা কেন্দ্র না থাকা।<br>▪ স্লুইস গেট স্থাপনের জন্য এলজিইডির কোন পদক্ষেপ না থাকা।<br>▪ স্থানীয় জনগোষ্টির সচেতনতার অভাবে। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ▪ ধুলারসার ইউনিয়নের মোট ৩২৫৭ হেক্টর জমির মধ্যে ১২০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ৩৬৮৬ হেক্টর জমির মধ্যে ১২০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>▪ বালিয়াতলী ইউনিয়নের মোট ৩৫৮৬ হেক্টর জমির মধ্যে ১১৫০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৯৬০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। | | | |

(**Source:** FGD with Community, 2014)

## ৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিত করণ

ঝুঁকি নিরসনের উপায়সমূহ নিম্নে দেওয়া হল:

| ঝুঁকির বর্ননা | ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায় | | |
|---|---|---|---|
| | স্বল্পমেয়াদী (১-২) | মধ্যমেয়াদী (৩-৫) | দীর্ঘমেয়াদী (৫+) |
| ঘূর্ণিঝড়<br>লালুয়া ইউনিয়নের মোট ২৭৩২ হেক্টর জমির মধ্যে ১৫০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। | পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য অধিক হারে বৃক্ষরোপন করতে হবে।<br>গ্রীণ হাইজ প্রতিরোধ করতে হবে। | এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমানে গাছ লাগাতে হবে।<br>সামাজিক বনায়ন সম্পর্কে জনগনকে সচেতন করতে হবে৷ | বন বিভাগের সু-দৃষ্টির প্রয়োজন।<br>সরকারি ভাবে সামাজিক বনায়ন বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ নিতে হবে। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| মহিপুর ইউনিয়নের মোট ৪৫২০ হেক্টর জমির মধ্যে ৩২০০ হেক্টর কৃষি জমি চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।<br><br>লতাচাপলি ইউনিয়নের মোট ৩৫৫০ হেক্টর জমির মধ্যে ২২৫৫ হেক্টর জমির কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br><br>ধানখালী ইউনিয়নের মোট ৩১১১ হেক্টর জমির মধ্যে ২০০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১১৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br><br>মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ৩৩৫৫ হেক্টর জমির মধ্যে ২৬৫০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১২৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br><br>চম্পাপুর ইউনিয়নের মোট ২৯৪৩ হেক্টর জমির মধ্যে ২১৯০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৩০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br><br>ধুলারসার ইউনিয়নের মোট ৩২৫৭ হেক্টর জমির মধ্যে ১৭০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৯০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br><br>ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ৩৬৮৬ হেক্টর জমির মধ্যে ২৫০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৫০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। | এলাকায় ছোট-বড় সব ধরনের বৃক্ষ কর্তন রোধ করতে হবে।<br><br>প্রাকৃতিক ভারসাম্য অনুকুলে আনার জন্য সরকারি, বেসরকারি ও নিজ উদ্যোগে এলাকায় বৃক্ষরোপন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।<br><br>আবহাওয়ার সঠিক পূর্বাভাস নিশ্চিত করতে হবে৷<br><br>আবহাওয়া অধিদপ্তরের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে৷<br><br>এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমানে গাছপালা লাগাতে হবে।<br><br>অধিকাংশ ঘরবাড়ি পাকা এবং মজবুত করতে হবে৷<br><br>কর্মসংস্থানের সুব্যবস্থা করতে হবে৷<br><br>ঘরবাড়িগুলো পরিকল্পিত ভাবে তৈরি করতে হবে।<br><br>রাস্তাঘাট মজবুত ও উচু স্থানের তৈরি করতে হবে।<br><br>পরিকল্পনা মাফিক শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে হবে।<br><br>সমুদ্র উপকুলে নিম্ন চাপের কারণে।<br><br>বায়ুমন্ডলে তাপ মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে। | বৃক্ষ কর্তন রোধ করতে হবে।<br><br>ব্যক্তি উদ্যোগে অধিক হারে বৃক্ষরোপন করতে হবে।<br><br>সরকারি ভাবে এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমানে গাছপালা লাগাতে হবে৷<br><br>সরকারি ভাবে সামাজিক বনায়নের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।<br><br>কল-কারখানা ও পরিবহনের কালো ধোয়া রোধ করতে হবে।<br><br>উপকুলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস পৌঁছানোর জন্য মাইকিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।<br><br>পরিবেশ দুষণ রোধ করতে হবে।<br><br>অতিরিক্ত খরা রোধ করার ব্যবস্থা করতে হবে।<br><br>ঘরের খুটিগুলো মজবুত করতে হবে৷ | সরকারি সহযোগীতা প্রয়োজন।<br><br>সরকারি ভাবে কৃষি অধিদপ্তরের সু-দৃষ্টি থাকতে হবে।<br><br>দাতা গোস্টির সহযোগীতায় এলাকায় কৃষি গবেষনা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।<br><br>সরকারি ভাবে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের সচেতন করতে হবে।<br><br>সরকারি ভাবে আপদ ও ঝুঁকি ভিত্তিক নীতি মালা বাস্তবায়ন করতে হবে।<br><br>উপকুলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস পৌঁছানোর জন্য মাইকিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| বালিয়াতলী ইউনিয়নের মোট ৩৫৮৬ হেক্টর জমির মধ্যে ২৮০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে । যার ফলে ১২৩০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br><br>কলাপাড়া উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে<br><br>বালিয়াতলী ইউনিয়নের ছোট-বড় ৯০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৬০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮৬০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br><br>নীলগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ১২০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৭০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৫০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br><br>চম্পাপুর ইউনিয়নের ছোট-বড় ১৩০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৬০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৩০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br><br>মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ১০৫০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৭০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৬০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। | গ্রীন হাইজ ইফেক্টের কারণে।<br><br>বায়ু দুষণের কারণে।<br><br>প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণে।<br><br>জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম প্রচলন করতে হবে।<br><br>প্রতিষ্ঠান ও রাস্তা ঘাটগুলো পাকা ও উচু স্থানে মজবুত ভাবে তৈরি করতে হবে।<br><br>এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমানে গাছপালা না থাকার কারণে।<br><br>সামাজিক বনায়নের পরিল্পনা না থাকার কারণে।<br><br>ঘূর্ণিঝড় সহনশীল গাছপালা না থাকার কারণে।<br><br>কল-কারখানা ও পরিবহনের কালো ধোয়ার কারণে।<br><br>ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস না পাওয়ার কারণে। | পরিবেশ দুষণ রোধ করতে হবে।<br><br>অতিরিক্ত খরা রোধ করার ব্যবস্থা করতে হবে।<br><br>ঘরের খুটিগুলো মজবুত করতে হবে।<br><br>দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম প্রচলন করতে হবে।<br><br>সরকারি ভাবে আপদ ও ঝুকি ভিত্তিক অবকাঠামো তৈরির বিধীমালা প্রণয়ণ করতে হবে।<br><br>ঘরের উপকরণগুলো ঘূর্ণিঝড় সহনশীল হতে হবে।<br><br>কৃষি অধিদপ্তরের সু-দৃষ্টি না থাকার কারণে।<br><br>কৃষি গবেষনা কেন্দ্র না থাকার কারণে। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ধানখালী মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ১৫০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৮০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br><br>লালুয়া ধানখালী মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ১০০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৮০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৯০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br><br>টিয়াখালী লালুয়া ধানখালী মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ৭০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৩০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ২০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br><br>চাকামাইয়া টিয়াখালী লালুয়া ধানখালী মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ৮৫০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৪৫০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৪৯০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br><br><u>গাছপালাতে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব:</u><br><br>কলাপাড়া উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে। ধানখালী ইউনিয়নের মোট ১৩৪৫০ ফলজ গাছ ১৯৩৫০ বনজ গাছ এবং ৬৩৮৭ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। লালুয়া ইউনিয়নের মোট ৪৬৩৩ ফলজ গাছ ৬০০০ বনজ গাছ এবং৩৭৫০ ঔষধি গাছের, টিয়াখালী ইউনিয়নের মোট | | | ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অবহেলার কারণে।<br><br>কৃষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব।<br><br>সরকারি ভাবে আপদ ও ঝুঁকি ভিত্তিক নীতিমালার অভাব। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৫৬৭৮ ফলজ গাছ ২৮৬৭০ বনজ গাছ এবং ৬০৮৭ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে । চম্পাপুর ইউনিয়নের মোট ১২২৫০ ফলজ গাছ ২৩৩৫০ বনজ গাছ এবং ৫৬৮৭ ঔষধি গাছের, ক্ষতি হতে পারে। চাকামাইয়া ইউনিয়নের মোট ১২৪৫০ ফলজ গাছ ১৫৮৭৫ বনজ গাছ এবং ২০৭৫ ঔষধি গাছের, বালিয়াতলী ইউনিয়নের মোট ২১২৭০ ফলজ গাছ ২৪৮৫০ বনজ গাছ এবং ৬০৮০ ঔষধি গাছের, নীলগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ৩৪৮০০ ফলজ গাছ ৪২৪০০ বনজ গাছ এবং ৪৫০০ ঔষধি গাছের, ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ৩৮৯৫০ ফলজ গাছ ৩৯৩৫০ বনজ গাছ এবং ৭০৮৭ ঔষধি গাছের, মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ১৬২৫০ ফলজ গাছ ১৩৯৫০ বনজ গাছ এবং ৩৫৮৭ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে । এতে করে ইউনিয়ন গুলোর প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br><br><u>কলাপাড়া উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে</u><br><br>ধানখালী ইউনিয়নের মোট ১২০০ গরু, ১৩০০ ছাগল, ১৩০ ভেড়া, ৫০ মহিষ, ২০০০ হাঁস, ১৪০০ মুরগি, ৫০০ বন্য পশুপাখি, চম্পাপুর ইউনিয়নের মোট ৭০০ গরু, ৯০০ ছাগল, ৪০ ভেড়া, ৪৮ মহিষ, ২০০ শুকর, ১৭০০ হাঁস, ৪০০ মুরগি, ২০০ বন্য পশুপাখি, লালুয়া ইউনিয়নের মোট ১২০০ গরু, ১৩০০ ছাগল, ১২৫ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ১৬৩৩ হাঁস, ১২৮৩ মুরগি, ২১০ বন্য পশুপাখি, বালিয়াতলী ইউনিয়নের মোট ৩৬৪ গরু, ২৬৩ ছাগল, ১৫ ভেড়া, ৫৫ মহিষ, ৬৭৬ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| হাঁস, ২৩১ মুরগি, ১০০ বন্য পশুপাখি, মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ১২০০ গরু, ১৩০০ ছাগল, ১০৫ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ১৫৩৩ হাঁস, ১২৮৩ মুরগি, ২০৮ বন্য পশুপাখি, ধুলারসার ইউনিয়নের মোট ৩৯১ গরু, ৯১১ ছাগল, ১০৪ ভেড়া, ১৯৬ মহিষ, ২৭৫ শুকর, ১৬৩০ হাঁস, ২৭১২ মুরগি ও ৬০০ বন্য পশুপাখি, ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ১১৪০ গরু, ১১১০ ছাগল, ১০৫ ভেড়া, ৪৬ মহিষ, ১৪১৩ হাঁস, ১২৪৩ মুরগি, ১১১ বন্য পশুপাখি, মহিপুর ইউনিয়নের মোট ৬৮০ গরু, ১৪২৫ ছাগল, ৩৯০ ভেড়া, ১৬৭ মহিষ, ১৮৩ শুকর, ৪৫১২ হাঁস, ১৪২০০ মুরগি, ৫৫০ ও বন্য পশুপাখি, লতাচাপলি ইউনিয়নের মোট ১০৪০ গরু, ১৫৬০ ছাগল, ১২৫ ভেড়া, ৫০ মহিষ, ১৪৪৩ হাঁস, ১৪৮৩ মুরগি, ৫৩০ বন্য পশুপাখি, নীলগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ১২২৫ গরু, ২৩৭৫ ছাগল, ২১৬ ভেড়া, ৩৫৮ মহিষ, ৪০০ শুকর, ১৬৫৫ হাঁস, ২২৫০ মুরগি, ৪৮০ বন্য পশুপাখি, টিয়াখালী ইউনিয়নের মোট ১২৪০ গরু, ১২১০ ছাগল, ১১৫ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ১১৪৩ হাঁস, ১৪৫৩ মুরগি, ২৪০ বন্য পশুপাখি, চাকামাইয়া ইউনিয়নের মোট ১২৪০ গরু, ১৩০০ ছাগল, ১৩৫ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ১৭৩৩ হাঁস, ১৩৮৩ মুরগি, ৩০০ বন্য পশুপাখি মারা যেতে পারে। | | | |
| জলোচ্ছ্বাস<br><u>কৃষিতে জলোচ্ছ্বাসের প্রভাব:</u> | প্রাকৃতিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে প্রচুর পরিমানে গাছ লাগাতে হবে। | সরকার ও দাতাগোষ্টির সহায়তায় মজবুত বেড়ি বাঁধ নির্মাণ করতে হবে । | সরকারি ভাবে নদী খননের ব্যবস্থা করতে হবে। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| লালুয়া ইউনিয়নের মোট ২৭৩২ হেক্টর জমির মধ্যে ৯০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।<br>মহিপুর ইউনিয়নের মোট ৪৫২০ হেক্টর জমির মধ্যে ১৭০০ হেক্টর কৃষি জমি চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।<br>লতাচাপলি ইউনিয়নের মোট ৩৫৫০ হেক্টর জমির মধ্যে ২৫০০ হেক্টর জমির কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৫০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>ধানখালী ইউনিয়নের মোট ৩১১১ হেক্টর জমির মধ্যে ২২০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৭৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ৩৩৫৫ হেক্টর জমির মধ্যে ২০৩০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১২৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>চম্পাপুর ইউনিয়নের মোট ২৯৪৩ হেক্টর জমির মধ্যে ১৬০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>ধুলারসার ইউনিয়নের মোট ৩২৫৭ হেক্টর জমির মধ্যে ২৪০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৯০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ৩৬৮৬ হেক্টর জমির মধ্যে ১৫০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের | এলাকা থেকে অপরিকল্পিত মৎস্য ঘের উচ্ছেদ করতে হবে।<br>এলাকায় বদ্ধ লবণ পানি নিরসনের ব্যাবস্থা করতে হবে।<br>সরকারি ভাবে নদীর পাশে মজবুত বেড়ি বাঁধ নির্মাণ করতে হবে।<br>লবণ পানি মুক্ত এলাকা নিশ্চিত করতে হবে।<br>লবণাক্ততা থেকে বাঁচার জন্য জনগনকে সচেতন করতে হবে।<br>সরকারি ভাবে রাস্তাগুলো উচু করে তৈরি করতে হবে।<br>সরকার ও জনসাধারনের উদ্যোগে লবণ পানি মুক্ত এলাকা নিশ্চিত করতে হবে।<br>লবণ পানির মাছ চাষ বন্ধ করতে হবে।<br>পরিকল্পিত ভাবে ঘের করতে হবে।<br>এ্যাডভোকেসি করে খাল থেকে অবৈধ পাটা উচ্ছেদ করতে হবে। | দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।<br>স্লুইস গেটগুলো কার্যকর করতে হবে।<br>লবণ পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।<br>উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সহযোগীতায় নদী ও খালের মুখে স্লুইচ গেটের ব্যবস্থা করতে হবে।<br>সরকার ও দাতাগোষ্টির সহযোগীতায় খালের নির্দিষ্ট জায়গায় বেড়ি বাঁধ নির্মাণ করতে হবে।<br>লবণ পানির ঘের করা বন্ধ করতে হবে।<br>সরকার ও দাতাগোষ্টির সহযোগীতায় লবণ পানির বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে।<br>সরকারি ভাবে নদীতে বেড়ি বাঁধ দিতে হবে।<br>নির্দিষ্ট খালগুলি পূণ: খনন করে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। | সরকার ও এল.জি.ই.ডি এর বিধি মালা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো নির্মাণ করতে হবে।<br>সরকারি সহযোগীতায় স্থানীয় জনগোষ্টিকে সচেতন করতে হবে।<br>অবকাঠামো তৈরিতে সরকারি নীতিমালা মেনে চলতে হবে।<br>সরকারি স্বাস্থ্য বিভাগের সু-দৃষ্টি রাখতে হবে।<br>সরকার ও দাতাগোষ্টির সহযোগীতায় ওয়ার্ড পর্যায়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।<br>সকল পরিকল্পনায় দুর্যোগ মোকাবিলার |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১০৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br><br>বালিয়াতলী ইউনিয়নের মোট ৩৫৮৬ হেক্টর জমির মধ্যে ১৮০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮৬০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br><br><u>কলাপাড়া উপজেলাতে জলোচ্ছ্বাসর কারণে</u><br><br>বালিয়াতলী ইউনিয়নের ছোট-বড় ৯০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৮০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৯০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br><br>নীলগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ১২০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৯০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br><br>চম্পাপুর ইউনিয়নের ছোট-বড় ১৩০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৭০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৪০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br><br>মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ১০৫০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৮০০ টি মৎস্য ঘেরের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে | দ্রুত পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।<br><br>স্লুইস গেটগুলো নির্মাণের ব্যবস্থা করতে হবে।<br><br>প্রয়োজনীয় কালভার্টের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। | নির্দিষ্ট খালে স্লুইস গেট দিতে হবে।<br><br>ইউনিয়ন পর্যায়ে পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে হবে।<br><br>বেড়ি বাঁধ না থাকার কারণে।<br><br>পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকার কারণে।<br><br>স্লুইস গেট অকার্যকর হওয়ায়।<br><br>বেড়ি বাঁধ দিয়ে গাছলাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে।<br><br>খাল খনন করতে হবে।<br><br>সরকারি ভাবে ইজারা বন্ধ করতে হবে।<br><br>স্লুইস গেট সচল রাখতে হবে। | বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।<br><br>ভূমি ব্যবহার নীতিমালা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিতে হবে।<br><br>সরকারি ভাবে চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিতে হবে।<br><br>দাতাগোষ্টির সাহায্যের প্রয়োজন। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৬০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br><br>ধানখালী মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ১৩০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ১২০০ টি মৎস্য ঘেরের  ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br><br>লালুয়া ধানখালী মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ১০০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৯৫০ টি মৎস্য ঘেরের  ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে । যার ফলে ৭০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br><br>টিয়াখালী ইউনিয়নের ছোট-বড় ৭০০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৩০০ টি মৎস্য ঘেরের  ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ২০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br><br>চাকামাইয়া টিয়াখালী লালুয়া ধানখালী মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট-বড় ৮৫০ টি মৎস্য ঘেরের মধ্যে আনুমানিক মোট ৪৫০ টি মৎস্য ঘেরের  ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৪৯০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br><br><u>কলাপাড়া উপজেলাতে জলোচ্ছ্বাসর কারণে</u><br><br>ধানখালী ইউনিয়নের মোট ১৩০০ গরু, ১৪০০ ছাগল, ১৫০ ভেড়া, ৭০ মহিষ, ২২০০ হাঁস, ১৫০০ মুরগি, ৬০০ বন্য পশুপাখি,  চম্পাপুর ইউনিয়নের মোট ৮০০ গরু, ১০০০ ছাগল, ১০০ ভেড়া, ৭৮ মহিষ, ২০০ শুকর, ১৭০০ হাঁস, ৪০০ মুরগি, ৩০০ বন্য পশুপাখি, লালুয়া ইউনিয়নের | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| মোট ১১০০ গরু, ১২০০ ছাগল, ১২০ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ১৪৩৩ হাঁস, ১২৮৩ মুরগি, ২০০ বন্য পশুপাখি, বালিয়াতলী ইউনিয়নের মোট ৩৬৪ গরু, ২৬৩ ছাগল, ১৫ ভেড়া, ৫৫ মহিষ, ৬৭৬ হাঁস, ২৩১ মুরগি, ১০০ বন্য পশুপাখি, মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ১২০০ গরু, ১৩০০ ছাগল, ১০৫ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ১৪৩৩ হাঁস, ১২৮৩ মুরগি, ২০৮ বন্য পশুপাখি, ধুলারসার ইউনিয়নের মোট ৩৯১ গরু, ৯১১ ছাগল, ১০৪ ভেড়া, ১৯৬ মহিষ, ২৭৫ শুকর, ১৫৩০ হাঁস, ২০১২ মুরগি ও ৫০০ বন্য পশুপাখি, ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ১০৪০ গরু, ১০০০ ছাগল, ১০৫ ভেড়া, ৪৬ মহিষ, ১২১৩ হাঁস, ১২৪৩ মুরগি, ১১১ বন্য পশুপাখি, মহিপুর ইউনিয়নের মোট ৬৮০ গরু, ১৪২৫ ছাগল, ৩৯০ ভেড়া, ১৬৭ মহিষ, ১৮৩ শুকর, ৪৫১২ হাঁস, ১৪২০০ মুরগি, ৫৫০ ও বন্য পশুপাখি, লতাচাপলি ইউনিয়নের মোট ১০৪০ গরু, ১৪৬০ ছাগল, ১২৫ ভেড়া, ৫০ মহিষ, ১৫৪৩ হাঁস, ১৩৮৩ মুরগি, ৫৩০ বন্য পশুপাখি, নীলগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ১২৩৫ গরু, ২৩৭৫ ছাগল, ২১৬ ভেড়া, ৩৫৮ মহিষ, ৪০০ শুকর, ১৬৫৫ হাঁস, ২২৫০ মুরগি, ৪৮০ বন্য পশুপাখি, টিয়াখালী ইউনিয়নের মোট ১২৪০ গরু, ১২১০ ছাগল, ১১৫ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ১২৪৩ হাঁস, ১৪৫৩ মুরগি, ২৪০ বন্য পশুপাখি, চাকামাইয়া ইউনিয়নের মোট ১২৪০ গরু, ১৩০০ ছাগল, ১৩৫ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ১৬৩৩ হাঁস, ১৩৮৩ মুরগি, ৪০০ বন্য পশুপাখি মারা যেতে পারে। | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| <u>কলাপাড়া উপজেলাতে জলাবদ্ধতার কারণে</u><br><br>লালুয়া ইউনিয়নের মোট ২৭৩২ হেক্টর জমির মধ্যে ৫০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।<br><br>মহিপুর ইউনিয়নের মোট ৪৫২০ হেক্টর জমির মধ্যে ১৫০০ হেক্টর কৃষি জমি চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।<br><br>লতাচাপলি ইউনিয়নের মোট ৩৫৫০ হেক্টর জমির মধ্যে ১১০০ হেক্টর জমির কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৫০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br><br>ধানখালী ইউনিয়নের মোট ৩১১১ হেক্টর জমির মধ্যে ১৩০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৭৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br><br>মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ৩৩৫৫ হেক্টর জমির মধ্যে ১১৩০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br><br>চম্পাপুর ইউনিয়নের মোট ২৯৪৩ হেক্টর জমির মধ্যে ১০০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৬০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br><br>ধুলারসার ইউনিয়নের মোট ৩২৫৭ হেক্টর জমির মধ্যে ১২০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৮০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নের মোট ৩৬৮৬ হেক্টর জমির মধ্যে ১২০০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১০০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br><br>বালিয়াতলী ইউনিয়নের মোট ৩৫৮৬ হেক্টর জমির মধ্যে ১১৫০ হেক্টর কৃষি জমির চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৯৬০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। | | | |

(**Source:** FGD with Community, 2014)

## ৩.৩ এন জি ও দের উন্নয়ন পরিল্পনা

এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনানিম্নে দেওয়া হল:

| ক্রমিক নং | এনজিও | দুর্যোগ বিষয়ে কাজ | উপকার ভোগীর সংখ্যা | পরিমান/ সংখ্যা | প্রকল্প গুলোর মেয়াদ |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | মুসলিম এইড | ✓ স্কুল ভিত্তিক এস, এম, সি মিটিং।<br>✓ বিদ্যালয়ের ছাত্র- ছাত্রীদের নিয়ে সচেতনতা সভা ও প্রশিক্ষন।<br>✓ দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষন।<br>✓ দুর্যোগ বিষয়ক সচেতনতা ও সহনশীলতা বৃদ্ধি।<br>✓ ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি।<br>✓ গড়হঃযষু টউগঈ_ টুউগঈ সভা।<br>✓ দুর্যোগ বিষয়ক মহড়া।<br>✓ দিবস উদ্যাপন।<br>✓ স্কুল ভিত্তিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা।<br>✓ উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্লনা প্রণয়ন।<br>✓ আইজিএ<br>✓ কাজ ও প্রশিক্ষনের বিনিময়ে অর্থ | ৩৩৫৭৬ | ৩ | এপ্রিল ২০১৩ থেকে জানুয়ারি ২০১৬। |
| ০২ | আভাস | ✓ দুর্যোগ সচেতনতা সভা।<br>✓ জলবায়ু পরিবর্তনে সচেতনতা বৃদ্ধি।<br>✓ মিষ্টি পানি সংরক্ষনে বাধ নির্মানে কৃষক সহায়তা। | ৪৯০ | ১ | এপ্রিল ২০১০ থেকে ডিসেম্বর ২০১৫। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ✓ দুর্যোগকালীন জরুরী সহায়তা।<br>✓ দিবস উদ্‌যাপন।<br>✓ মহাসেন ক্ষতিগ্রস্থদের জরুরী সহায়তা।<br>✓ ক্ষতিগ্রস্থ বসতবাড়ী পূন: নির্মান।<br>✓ ক্ষতিগ্রস্থ লেট্রিন পূন: নির্মান।<br>✓ ক্ষতিগ্রস্থ পুকুরে মাছের পোনা বিতরণ।<br>✓ ক্ষতিগ্রস্থদের ধান বীজ ও সবজী বীজ বিতরণ।<br>✓ ক্ষতিগ্রস্থ গভীর নলকুপ মেরামত। | | | |
| ০৩ | এফ এইচ | ✓ দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষন।<br>✓ দুর্যোগ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি।<br>✓ পূনর্বাসন । | ৩৫০ | ১ | জানুয়ারি ২০০৮ থেকে জানুয়ারি ২০২০। |
| ০৪ | ফ্রেন্ডশীপ | ✓ গ্রামদুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি।<br>✓ ঈঈচ সভা।<br>✓ টচ্ টউগঈ সভা।<br>✓ মাধ্যমিক দ্যিালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সচেতনতা সভা। | ৩৭৫০০ | ১ | জুন ২০১৩ থেকে মে ২০১৪। |
| ০৫ | ওয়েভ ফাউন্ডেশন | ✓ দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষন।<br>✓ দুর্যোগ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি।<br>✓ ক্ষতিগ্রস্থ বসতবাড়ী পূন: নির্মান। | ১৫৯৮ | ১ | জুন ২০১০ থেকে জুন ২০১৬। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ০৬ | জেজেএস | ✓ দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষন।<br>✓ দুর্যোগ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি।<br>✓ ক্ষতিগ্রস্থ বসতবাড়ী পূন: নির্মান।<br>✓ জেলেদের সহায়তা। | ৩২০০ | ১ | অক্টোবর ২০১৩ থেকে মার্চ ২০১৪। |
| ০৭ | ওয়াল্ড কনসার্ন | ✓ দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষন।<br>✓ দুর্যোগ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি।।<br>✓ ক্ষতিগ্রস্থ বসতবাড়ী পূন: নির্মান। | ১৮৭৭৭ | ২ | জুলাই ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬। |
| ০৮ | পল্লী গনউন্নয়ন কেন্দ্র<br>(পি. জে. উ.কে) | ✓ দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষন।<br>✓ দুর্যোগ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি। | ১৮৯০ | ১ | এপ্রিল ২০০৭ থেকে জানুয়ারি ২০২০। |
| ০৯ | স্পীড ট্রাষ্ট | ✓ গ্রামদুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকমিটি।<br>✓ উঠান বৈঠক।<br>✓ টচ_ উগঈ প্রশিক্ষন।<br>✓ সাইক্লোন সেন্টার মেরামত/ নির্মান।<br>✓ রাস্তা, মাটির কিল্লা মেরামত।<br>✓ দুর্যোগ বিষয়ক মহড়া।<br>✓ দিবস উদ্‌যাপন। | ৩৭৫৫৫ | ১ | মে ২০১১ থেকে মার্চ ২০১৫। |
| ১০ | কোডেক | ✓ দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষন।<br>✓ দুর্যোগ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি।<br>✓ সচেতনতা বিষয়ক নাটক।<br>✓ জেলেদের তালিকা ও পরিচয় পত্র তৈরী। | ৩২৩৫ | ১ | নভেম্বর ২০১৩ থেকে এপ্রিল ২০১৪। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১১ | কারিতাস | ✓ গ্রামদুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি।<br>✓ উঠান বৈঠক।<br>✓ টচ্‌ উগঈ প্রশিক্ষন।<br>✓ সাইক্লোন সেন্টার মেরামত/ নির্মান।<br>✓ রাস্তা, মাটির কিল্লা মেরামত।<br>✓ দুর্যোগ বিষয়ক মহড়া।<br>✓ দিবস উদ্‌যাপন। | ৩৮০০০ | ১ | মে ২০১১ থেকে মার্চ ২০১৫। |

**(Source:** From Working NGOs, Kalapara Area)

## ৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা

### ৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি

| ক্রমিক | কার্যক্রম | লক্ষ মাত্রা | সম্ভাব্য বাজেট | কোথায়করবে | বাস্তবায়নেরসম্ভাব্য তারিখ | কেকরবেএবংকতটুকুকরবে | | | | উন্নয়ন পরিকল্প-নার সাথে সমন্বয় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | উপজেলা প্রশাসন% | কমিউনিটি % | ইউপি % | এন.জি.ও % | |
| ১ | সাইক্লোন সেল্টার রক্ষনাবেক্ষন করা | ১০৫ টি | ২,০০,০০,০০০ | নির্ধারিত ইউনিয়ন গুলোতে | ২০১৪-২০১৬ | ৮০% | - | ১৫% | ৫% | কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষে পূর্ব প্রস্ততি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে। ফলে মানুষের জীবন ও সহায় |
| ২ | সেচ্ছাসেবক দের প্রস্তুত রাখা | ৩০০ জন | ২০,০০,০০০ | নির্ধারিত ইউনিয়ন গুলোতে | ২০১৪-২০১৫ | ৫০% | ২০% | ২০% | ১০% | |
| ৩ | স্লুইসগেট, বাঁধ,রাস্তা যানবাহন মেরামত করা | ৪০ টি | ৩,০০,০০,০০০ | নির্ধারিত ইউনিয়ন | ২০১৪-২০১৬ | ৫০% | ১০% | ৩০% | ১০% | |
| ৪ | মাটির কিল্লা প্রস্তুত রাখা | ২৫ টি | ১,০০,০০০ | নির্ধারিত ইউনিয়ন গুলোতে | ২০১৪-২০১৬ | ৭০% | ১০% | ২০% | - | |

| ক্রমিক | কার্যক্রম | লক্ষ মাত্রা | সম্ভাব্য বাজেট | কোথায়করবে | বাস্তবায়নেরসম্ভাব্য তারিখ | কেকরবেএবংকতটুকুকরবে | | | | উন্নয়ন পরিকল্প-নার সাথে সমন্বয় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | উপজেলা প্রশাসন% | কমিউনিটি % | ইউপি % | এন.জি.ও % | |
| ৫ | স্থানীয় পর্যায়ে বার্তা প্রচারে স্থান সমূহ চিহ্নিত করণ | ৫০ টি | ২৫০০০/- | ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম, | ২০১৪-২০১৫ | ৩৫% | ৫% | ৩০% | ৩০% | সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। কার্যক্রমগুলো সঠিক ভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে। |
| ৬ | বন্যা/ ঘটিত আপদের আগাম বার্তা প্রচারে পতাকা ব্যবস্থা উন্নয়ন | ৫০টি | ১০,০০০/- | ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম, | ২০১৪-২০১৫ | ৩৫% | ৫% | ৩০% | ৩০% | |
| ৭ | স্থানীয় পর্যায়ে বন্যা/ ঘটিত আপদের আগাম সংবাদ প্রচারের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন | ৬০টি | ১১৪০০০/- | ইউপি, পৌরসভা | ২০১৪-২০১৫ | ৩৫% | ৫% | ৩০% | ৩০% | |
| ৮ | আশ্রয় কেন্দ্র মেরামত | ৪০ টি | ১২,০০,০০০/ | ইউপি, | ২০১৪-২০১৫ | ৩৫% | ৫% | ৩০% | ৩০% | |
| ৯ | মোবাইল স্বাস্থ্য ক্লিনিক পরিচালনা | ৭টি | ৭,০০,০০০/- | ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম, | ২০১৪-২০১৬ | ৩৫% | ৫% | ৩০% | ৩০% | |

| ক্রমিক | কার্যক্রম | লক্ষ মাত্রা | সম্ভাব্য বাজেট | কোথায়করবে | বাস্তবায়নেরসম্ভাব্য তারিখ | কেকরবেএবংকতটুকুকরবে | | | | উন্নয়ন পরিকল্প-নার সাথে সমন্বয় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | উপজেলা প্রশাসন% | কমিউনিটি % | ইউপি % | এন.জি.ও % | |
| ১০ | মহড়ার আয়োজন | ১২টি | ৩,২০,০০০ /- | ইউপি, | ২০১৪-২০১৫ | ৩৫% | ৫% | ৩০% | ৩০% | |
| ১১ | দুযোর্গ ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ৮ইউনিয়নে ৮টি | ২৫,০০০/- | ইউপি, | ২০১৪-২০১৫ | ৩৫% | ৫% | ৩০% | ৩০% | |
| ১৩ | শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও | শুকনো -৪ টন চাল/ডাল-৫টন | ৪,০০,০০০ /- | ইউনিয়নপরিষদ, ইউপি, | ২০১৪-২০১৫ | ৫৫% | ৫% | ৩০% | ১০% | |
| ১৪ | ▪দুযোর্গে পূর্বে সর্তক বার্তা ও জরুরী সর্তক বার্তা প্রচার<br>▪(জেলেদের নিরাপদ স্থানে আসার জন্য জোর তাগিদ | ৬০ টি | ১,৫০,০০০ | ইউনিয়নের সব ওয়ার্ডে | দুযোর্গের ঠিক পূর্ব মূহর্তে | ৩৫% | ৫% | ৩০% | ৩০% | |

| ক্রমিক | কার্যক্রম | লক্ষ মাত্রা | সম্ভাব্য বাজেট | কোথায়করবে | বাস্তবায়নেরসম্ভাব্য তারিখ | কেকরবেএবংকতটুকুকরবে | | | | উন্নয়ন পরিকল্প-নার সাথে সমন্বয় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | উপজেলা প্রশাসন% | কমিউনিটি % | ইউপি % | এন.জি.ও % | |
| | ▪ঘের এর পাড় মজবুত করতে বলা<br>▪পশুদের নিরাপদ স্তানে নিয়ে আসতে বলা<br>▪গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী নিরাপদ স্থানে নিতে বলা<br>▪গর্ভবতী মহিলা, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যেতে বলা<br>▪বিশুদ্ধ খাবার পানি সংগ্রহ করে রাখতে বলা<br>▪সতর্ক সংকেত অনুযায়ী আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে বলা ) | | | | | | | | | |

## ৩.৪.২দুর্যোগকালীন

| ক্রমিক | কার্যক্রম | লক্ষমাত্রা | সম্ভাব্যবাজেট | কোথায় করবে | বাস্তবায়নেরসম্ভাব্য তারিখ | কেকরবেএবংকতটুকুকরবে | | | | উন্নয়ন পরিকল্পনারসাথে সমন্বয় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | উপজেলা প্রশাসন% | কমিউনিটি % | ইউপি % | এন.জি.ও % | |
| ১ | ৪ নম্বর সংকেত হলেই মিটিংয়ের ব্যবস্থা করা | ৬৫ | ২০,০০০ | সব কয়টি ইউনিয়ন পর্যায়ে | পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল | ৫০% | - | ৪০% | ১০% | |
| ২ | সব এলাকাতে সতর্ক সংকেত প্রচার | ৬৫ | ৫০,০০০ | সব কয়টি ইউনিয়ন পর্যায়ে | পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল | ৫০% | - | ৪০% | ১০% | |
| ৩ | নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ | ১০০ | ৫,০০,০০০ | সব কয়টি আশ্রয়কেন্দ্রে | পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল | ৬০% | - | ৪০% | - | |
| ৪ | আশ্রয়কেন্দ্রে শুকনা খাবারের ব্যবস্থা রাখা | ১০০/ প্রয়োজন অনুযায়ী | ২০,০০,০০০ | নির্ধারিত ইউনিয়ন গুলোতে | পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল | ৫০% | | ৩০% | ২০% | |
| ৫ | বিশুদ্ধ পানি ও পায়খানার ব্যবস্থা করা। | ১৩০০০ পরিবার | - | ঐ | দুর্যোগমুহূর্তে | ৩০% | ৫% | ৫০% | ১৫% | |
| ৬ | আশ্রয়কেন্দ্রে আলো খাবার পানিরও ব্যবস্থা রাখা | প্রয়োজন অনুযায়ী | - | নির্ধারিত ইউনিয়ন গুলোতে | পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল | ৫০% | ৩০% | ২০% | - | |

| ক্রমিক | কার্যক্রম | লক্ষমাত্রা | সম্ভাব্যবাজেট | কোথায় করবে | বাস্তবায়নেরসম্ভাব্য তারিখ | কেকরবেএবংকতটুকুকরবে | | | | উন্নয়ন পরিকল্পনারসাথে সমন্বয় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | উপজেলা প্রশাসন% | কমিউনিটি % | ইউপি % | এন.জি.ও % | |
| ৭ | জেলেদের মৎস্য শিকারে নিষেধাজ্ঞা জারি | পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল | - | নির্ধারিত ইউনিয়ন গুলোতে | পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল | | - | - | - | |
| ৮ | আক্রান্তদের উদ্ধার ও আশ্রয় কেন্দ্রে বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেয়া | ২০০০০ পরিবার | ১০০০০০/ | ঐ | দুর্যোগমুহুর্তে | ৩৫% | ৫% | ৩০% | ৩০% | |

## ৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী

| ক্রমিক | কার্যক্রম | লক্ষমাত্রা | সম্ভাব্য বাজেট | কোথায় করবে | বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতারিখ | কেকরবেএবংকতটুকুকরবে | | | | উন্নয়ন পরিকল্পনারসাথে সমন্বয় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | উপজেলা প্রশাসন % | কমিউনিটি % | ইউপি % | এন.জি.ও % | |
| ১ | উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করা যত দ্রুত সম্ভব | ৬০ টি | ২,০০,০০০ | | দুর্যোগের পরবর্তীসময়ে | ৩৫% | ৫% | ৩০% | ৩০% | দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কার্যক্রম গুলো বাসত্মবায়ন হলে মানুষের |
| ২ | আহত মানুষ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং | ৬০ টি | ১,৩০,০০০/ | ইউপি, পৌরসভা | দুর্যোগের পরবর্তীসময়ে | ৩৫% | ৫% | ৩০% | ৩০% | |

| ক্রমিক | কার্যক্রম | লক্ষমাত্রা | সম্ভাব্য বাজেট | কোথায় করবে | বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতারিখ | কেকরবেএবংকতটুকুকরবে | | | | উন্নয়ন পরিকল্পনারসাথে সমন্বয় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | উপজেলা প্রশাসন % | কমিউনিটি % | ইউপি % | এন.জি.ও % | |
| | প্রয়োজন হলে ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। | | | | | | | | | জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে। |
| ৩ | মৃত মানুষ দাফন ও গবাদিপশু অপসারণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা | ৫০০০ | ১,২০,০০০/- | ইউপি, পৌরসভা | দুর্যোগের পরবর্তীসময়ে | ৩৫% | ৫% | ৩০% | ৩০% | |
| ৪ | ৭২ ঘন্টার মধ্যে ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপন ও চাহিদা পুরণ এবং চাহিদা পত্র দাখিল করা | ৬০ টি | --- | ইউপি, পৌরসভা | দুর্যোগের পরবর্তীসময়ে | ৩৫% | ৫% | ৩০% | ৩০% | দ্রুত পুর্ণবাসন জীবিকায় সহায়তা করা হলে ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠবে এবং আর্থ-সামাজিকক্ষেত্রে ও জাতীয় অর্থনীতি |
| ৫ | অধিক ক্ষতিগ্রস্থদের পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করা | ৬০০০ টি | ১,২০,০০০০০ | ইউপি, পৌরসভা | দুর্যোগের পরবর্তীসময়ে | ৩৫% | ৫% | ৩০% | ৩০% | |
| ৬ | ধবংসা বশেষ পরিষ্কার করা | ৬০ টি | ২,৮৫,০০০ | ইউপি, পৌরসভা | দুর্যোগের পরবর্তীসময়ে | ৩৫% | ৫% | ৩০% | ৩০% | |

| ক্রমিক | কার্যক্রম | লক্ষমাত্রা | সম্ভাব্য বাজেট | কোথায় করবে | বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতারিখ | কেকরবেএবংকতটুকুকরবে | | | | উন্নয়ন পরিকল্পনারসাথে সমন্বয় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | উপজেলা প্রশাসন % | কমিউনিটি % | ইউপি % | এন.জি.ও % | |
| ৭ | প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা | ৬০ টি | - | ইউপি, পৌরসভা | দুর্যোগের পরবর্তীসময়ে | ৩৫% | ৫% | ৩০% | ৩০% | ইতি বাচক অবদান রাখবে। |
| ৮ | জরুরী পূণর্বাসন ও জীবিকা সহায়তা করা | ৬০ টি | - | ইউপি, পৌরসভা | দুর্যোগের পরবর্তীসময়ে | ৩৫% | ৫% | ৩০% | ৩০% | |
| ৯ | ঋনের কিস্তি বন্ধ ও সুদ মুক্ত ঋনের ব্যবস্থা করা | ৫০০০ পরিবার | | | দুর্যোগের পরবর্তীসময়ে | ৩৫% | ৫% | ৩০% | ৩০% | |

### ৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাসের সময়ে

| ক্রমিক নং | কার্যক্রম | লক্ষ মাত্রা | সম্ভাব্য বাজেট | কোথায় করবে | বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ | কে করবে এবং কতটুকু করবে | | | | উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | উপজেলা প্রশাসন % | কমিউনিটি% | ইউপি % | এনজিও % | |
| ১ | গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার ও নির্মানের ব্যবস্থা করা ভেড়িবাঁধ মেরামত/ নির্মান | ৩ | - | নির্ধারিত ইউনিয়ন (টিয়াখালী , মহিপুর, লালুয়া , ধানখালী গুলোতে | ২০১৪-২০১৭ | ৫০% | ২০% | ৩০৫ | - | হ্যাঁ |
| ২ | আশ্রয় কেন্দ্রের সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও মেরামত করা | ১০ | - | নির্ধারিত ইউনিয়ন (চাকামইয়া, টিয়াখালী, লালুয়া, মিঠাগঞ্জ , নীলগঞ্জ, মহিপুর, লতাচাপলী, ধানখালী) গুলোতে | ২০১৪-২০১৬ | ৭০% | - | ৩০% | - | হ্যাঁ |
| ৩ | স্লুইস গেট মেরামত ও বাঁধ নির্মাণ করা | ৮ | - | নির্ধারিত ইউনিয়ন (মহিপুর, লতাচাপলী, ধানখালী, ধুলাসার, বালিয়াতলী) গুলোতে | | স্ব স্ব বিভাগ | স্ব স্ব বিভাগ | স্ব স্ব বিভাগ | স্ব স্ব বিভাগ | হ্যাঁ |
| ৪ | পুরাতন কালভার্ট ব্রীজ সংস্কার ও নতুন কালভার্ট ব্রীজ নির্মাণ করা | ২০ | - | নির্ধারিত (চাকামইয়া, টিয়াখালী, লালুয়া, মিঠাগঞ্জ , নীলগঞ্জ, মহিপুর, লতাচাপলী, | ২০১৪-২০১৭ | স্ব স্ব বিভাগ | স্ব স্ব বিভাগ | স্ব স্ব বিভাগ | স্ব স্ব বিভাগ | হ্যাঁ |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ধানখালী, ধুলাসার,<br>বালিয়াতলী, ডালবুগঞ্জ ও<br>চম্পাপুর) ইউনিয়ন গুলোতে | | | | | | |
| ৫ | মাটিরকিল্লা | ১৩ টি | প্রতিটি<br>৮০ লক্ষ্য<br>টাকা | টিয়াখালী ইউনিয়ন<br>১,২, ৫ নং ওয়ার্ডে ৩টি<br>৩ নং ওয়ার্ডে ১টি<br><br>লতাচাপলী ইউনিয়ন<br>২ নং ওয়ার্ডে ১টি<br>৩, ৮ নং ওয়ার্ডে ২টি<br><br>**বালিয়াতলী** ইউনিয়ন<br>৬, ৭ নং ওয়ার্ডে ২টি<br><br>নীলগঞ্জ ইউনিয়ন<br>৮ নং ওয়ার্ডে ১টি<br>২ নং ওয়ার্ডে ১টি | ২০১৪-২০১৬ | ২০% | | | ৮০% | |
| ৬ | নদী/ খাল খনন/ পূণ:খনন | ৩০ টি | প্রতি<br>কিলোমিট | টিয়াখালী ইউনিয়ন<br>● ২নং ওয়ার্ডে ১টি খাল খনন | ডিসেম্বর- জানুয়ারী | ৩০% | ১০% | ২০% | ৪০% | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ার ১৭ লক্ষ টাকা | • ৩নং ওয়ার্ডে ২টি খাল খনন<br>• ৫নং ওয়ার্ডে ১টি খাল খনন<br>• ৬ নং ওয়ার্ডে ২টি খাল খনন<br>• ৮ নং ওয়ার্ডে ২টি খাল খনন<br>• ৫ নং ওয়ার্ডে ১টি পূণ:খনন<br>• ছোট হয়তা খাল পূণ:খনন<br><br>লতাচাপলী ইউনিয়ন<br>• ৩ নং ওয়ার্ডে ৩ টি খাল খনন<br>• ৬ নং ওয়ার্ডে ২টি পূণ:খনন<br>• ৯ নং ওয়ার্ডে ১টি খাল খনন | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | নীলগঞ্জ ইউনিয়ন<br>• ১ নং ওয়ার্ডে ২টি খাল খনন<br>• ২ নং ওয়ার্ডে ৩টি খাল খনন<br>• ৩ নং ওয়ার্ডে ২টি পূণ:খনন<br>• ৫ নং ওয়ার্ডে ২ টি পূণ:খনন<br>• ৮ নং ওয়ার্ডে ২টি খাল খনন<br>• ৯ নং ওয়ার্ডে ৩টি পূণ:খনন | | | | | | |

**Source:** PIO Office, Kalapara

## ৪.১জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC):

যেকোন দুর্যোগে জরুরী  অপারেশন সেন্টার যেকোনো সাড়া প্রদানে কার্যকরী ও সমন্বয় প্রদান করে থাকে দুর্যোগে ইহা ২৪ ঘন্টা সচল থাকে এবং তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ পরীক্ষণ, প্রদর্শন করে থাকে ও সম্পদের ব্যবস্থাপনা করে থাকে। জরুরী  অপারেশন সেন্টারে ১টি অপারেশন রুম ১টি কন্ট্রোল রুম ও ১টি যোগাযোগের রুম থাকে।

| ক্রমিক নং | নাম | পদবী | মোবাইল |
|---|---|---|---|
| ১. | আঃ মোতালেব তালুকদার | উপজেলা চেয়ারম্যান | ০১৭১৬৫৩৮১৫৭ |
| ২. | মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন | উপজেলা নির্বাহী অফিসার | ০১৭১২৫৩৩১৫৩ |
| ৩. | প্রণব কুমার সরকার | উপজেলা প্রকৌশলী | ০১৭৪৯৭১৭২০৩ |
| ৪. | সুমন চন্দ্র দেবনাথ | প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা | ০১৯১২৯৪০৮৯৪ |
| ৫. | মুন্সি নূর মোহাম্মাদ | সহকারী পরিচালক-সিপিপি | ০১৭২০৫৮১০১৪ |

**(Source:** UNO Office, Kalapara)

### ৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পর পরই উপজেলা কার্যালয় জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসংগে ৩/৮ জন স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশ সদস্য উপস্থিত নিশ্চিত করতে হবে।
- উপজেলার দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কম পক্ষে ৩ জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালক্রমে দিবা রাত্রি (২৪ ঘন্টা) কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালন করবে।
- বিভাগ/জেলা সদরের সংগে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করবে।
- কন্ট্রোল রুমে একটি কন্ট্রোল রুম রেজিষ্টার থাকবে। উক্ত রেজিষ্টারে কোন সময়ে কে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, দায়িত্বকালীন সময়ে কি সংবাদ পাওয়া গেল, এবং কি সংবাদ কোথায় কার নিকট প্রেরন করা হল তাহা লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- দেয়ালে টাংগানো একটি উপজেলার ম্যাপ বিভিন্ন ইউনিয়নের অবস্থান, বিভিন্ন গ্রামে যাতায়াতের রাস্থা, খাল, বাঁধ ইত্যাদি চিহ্নিত থাকবে। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কোন কোন এলাকার সবচেয়ে বেশি হয়েছে তা চিহ্নিত করতে হবে।
- কন্ট্রোল রুমে দায়িত্ব পালনের সুবিদার্থে রেডিও, হ্যাচাক, চার্জার লাইট, ৫টি বড় টর্চ লাইট, গাম বুট, লাইফ জ্যাকেট, ব্যাটারী, রেইন কোর্ট কন্ট্রোল রুমে মজুদ রাখা একান্ত অপরিহার্য।

দুর্যোগ সংগঠনের পরপরই উপজেলা কার্যালয়ে কন্টোল রুম পালাক্রমে ৪ জন করে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত থেকে দায়িত্ব পালন করে। সাথে সাথে উক্ত সেন্টারে একজন পুলিশ ও উপস্থিত থাকে

। উল্লেখ্য যে উপজেলা দায়িত্বশীল ব্যাক্তিবর্গ কন্টোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকে রুমে ৩ জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবা রাত্রি (২৪ঘন্টা) কন্টোল রুমের দায়িত্ব পালন করে। যোগাযোগ রুম থেকে সার্বক্ষনিক জেলা ও ইউনিয়নে পর্যায়ে ফোন , মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগা করা হয়।

দুর্যোগ কালে থানা নির্বাহি অফিসার এর কার্যলয়ে কন্টোল রুম গঠন করা হয়। যেখানে একটি রেজিষ্টার থাকে। উক্ত রেজিষ্টারে কোন সময়ে কে দায়িত্ব পালন / গ্রহন করবে তা উল্লেখ থাকে এবং দায়িত্ব সময়ে কি কি সংবাদ পাওয়া গেল ও কি কি সংবাদ কোথায় , কার নিকট প্রেরন করা হলো তা লিপিবদ্ধ করা হয়। উক্ত কন্টোল রুমে একটি ইউনিয়ন ভিত্তিক (এলজিইডি) ম্যাপ থাকে। উক্ত ম্যাপে ইউনিয়নের অবস্থান বিভিন্ন জায়গায়, যাতায়াতের রাস্তা,খাল, বাধ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ আছে। উল্লেখ্য যে উক্ত রুমে কোন ঝুকি ম্যাপ নাই।

## ৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা

| ক্রঃ নং | কাজ | লক্ষ মাত্রা | কখন করবে | কে করবে | কারা সাহায্যে করবে | কি ভাবে করবে | যোগাযোগ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | স্বেচ্ছা সেবকদের প্রস্তুত রাখা | ২১০০ জন | দুর্যোগের আগে, | সি, পি, পি | সমাজভিত্তক জনগোষ্ঠী | সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের প্রত্যেকটি ইউনিটের টিম লিডারদের মাধ্যমে | মোবাইল/ টেলিফোন.ওয়্যারলেস |
| ২. | সতর্ক বার্তা প্রচার | সম্পূর্ন উপজেলা | দুর্যোগের আগে | স্বেচ্ছা সেবক দল | সমাজের জনগণ | পতাকা উত্তোলন,হ্যান্ড মাইক, রেডিও এবং প্রচার মাইকের মাধ্যমে | মোবাইল/ টেলিফোন.ওয়্যারলেস |
| ৩. | নৌকা/গাড়ি/ভ্যান প্রস্তুত রাখা | বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর প্রজোনীয়তা ও সংখ্যার ভিত্তিতে | দুর্যোগের আগে, দুর্যোগ চলাকালীন এবং দুর্যোগের পরে | স্বেচ্ছা সেবক দল এবং জনগোষ্ঠী | সমাজের মানুষ | আশ্রয়কেন্দ্র ও চিকিৎসা নিয়ে যাওয়া | মোবাইল/ টেলিফোন.ওয়্যারলেস |
| ৪. | উদ্ধার কাজ | আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর সংখ্যার ভিত্তিতে | দুর্যোগের পরে | স্বেচ্ছা সেবক দল এবং জনগোষ্ঠী | সাধারণ জনগোষ্ঠী ও প্রশাসন | প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কৌশলের মাধ্যমে | মোবাইল/ টেলিফোন.ওয়্যারলেস |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫. | প্রাথমিক চিকিৎসা/স্বাস্থ্য/মৃত ব্যবস্থাপনা | আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর সংখ্যার ভিত্তিতে | দুর্যোগের পরে | স্বেচ্ছা সেবক দল, সাধারণ জনগোষ্ঠী , নার্স এবং ডাক্তার | স্বেচ্ছা সেবক দল, সাধারণ জনগোষ্ঠী | চিকিৎসা সেবা প্রদান, কাফন এবং দাফনের ব্যবস্থা করা | মোবাইল/ টেলিফোন.ওয়্যারলেস |
| ৬. | শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা | বিপদাপন্ন ও আক্রান্ত জনগোষ্ঠী সংখ্যার ভিত্তিতে | দুর্যোগের আগে | স্বেচ্ছা সেবক দল, ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ, ক্লিনিক/ হাসপাতাল এবং সাধারন জনগোষ্ঠী | ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ | শুকনা খাবার ও জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ এবং বন্টনের মাধ্যমে | মোবাইল/ টেলিফোন.ওয়্যারলেস |
| ৭. | গবাদী পশুর চিকিৎসা/ টিকা | বিপদাপন্ন ও আক্রান্ত গবাদী পশুর সংখ্যার ভিত্তিতে | দুর্যোগে আগে ও পরে | সাধারন জনগোষ্ঠী | স্বেচ্ছা সেবক দল, ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ, ক্লিনিক/ হাসপাতাল এবং সাধারন জনগোষ্ঠী | রোগ নিরুপণ এবং চিকিৎসা/ টিকা প্রদান | মোবাইল/ টেলিফোন.ওয়্যারলেস |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৮. | আশ্রয় কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষন | ১২৬ টি | দুর্যোগের আগে, দুর্যোগ চলাকালীন এবং দুর্যোগের পরে | আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সাধারণ জনগোষ্ঠী | ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ | পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মেরামত ও নিয়মিত পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে | মোবাইল/ টেলিফোন.ওয়্যারলেস |
| ৯. | ত্রান কার্যকক্রম সমন্বয় করা | আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট সংখ্যার ভিত্তিতে | দুর্যোগের পরে | ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ, এনজিও | স্বেচ্ছা সেবক দল ও সাধারণ জনগোষ্ঠী | শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠু বন্টনের মাধ্যমে | মোবাইল/ টেলিফোন.ওয়্যারলেস |
| ১০. | মহড়ার আয়জন করা | দুর্গম ইউনিয়ন সমূহে | স্বাভাবিক সময়ে | সি, পি, পি এবং এনজিও | ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ, এনজিও, সাধারণ জনগোষ্ঠী | প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহনের মাধ্যমে | মোবাইল/ টেলিফোন.ওয়্যারলেস |
| ১১. | জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা | ৮ টি | দুর্যোগ চলাকালীন সময়ে | ইউএনও, দায়িত্বরত কন্ট্রোল রুমের পরিচালক | ইউএনও, সি,পি, পি এবং আবহাওয়া অফিস | নির্দেশনা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে | মোবাইল/ টেলিফোন.ওয়্যারলেস |

**(Source:** UNO and CPP Office, Kalapara)

## আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশনা

### ৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা

ওয়ার্ড পর্যায়ে ইউপি সদস্যদের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা।

স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে তথ্য ও সর্তকীকরণ বার্তা প্রচার করা।

স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব যথা- সংকেতবার্তা, উদ্ধার, অপসারণ ও আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থপনা এবং দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের উপর প্রশিক্ষনের আয়োজন করা।

### ৪.২.২সতর্কবার্তা প্রচার

প্রত্যেক ওয়ার্ডের ইউপি সদন্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়ীতে সর্তক সংকেত প্রচারে বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিশ্চিত করবেন।

৫নং সর্তক সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া পর্যন্ত প্রতি ঘন্টায় অন্তত একবার মাইকের ঘোষনা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মহাবিপদ সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারের সংঙ্গে মাইক বাজিয়ে ও স্কুল মাদ্রাসার ঘন্টা বিপদ সংকেত হিসেবে একটানা ভাবে বাজানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

### ৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি

রেডিও, টেলিভিশনের মারফত ঝুঁকিপূর্ন এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে অপসারনের কাজ শুরু করা বার্তা প্রচারের সংগে সংগে স্ব স্ব ওয়ার্ডেও ইউপি সদস্য তার এলাকার স্বেচ্চাসেবকদের সহায়তায় অপসারণের কাজ শুরু করবেন।

৮ নং মহাবিপদ সংকেত প্রচরের সংগে সংগে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার জনগনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করবার জন্য মাইকে প্রচার করতে হবে এবং স্বেচ্ছাসেবক দল বাড়ি গিয়ে আশ্রয় গ্রহণের জন্য জোর তাগিদ দিবেন।

### ৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান

অত্যাধিকঝুঁকিপূর্ন এলাকার সংশ্লিষ্ট উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের তত্বাবধানে ন্যস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্ত্বাবধানে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করবেন।

অস্থাযী স্বাস্থ্য ক্যাম্প /স্থাপন ও পরিচালনা করবেন।

আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহনকারী অসুস্থ ব্যক্তি বয়োবৃদ্ধ শিশু ও আসন্ন প্রসবী মহিলাদের জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরন করতে হবে।

মৃত দেহ সৎকার ও গবাদী পশু মাটি দেওয়ার কাজ সকল ইউপি সদস্য স্বেচ্ছাসেবক সহায়তায় ওয়ার্ড ভিত্তিক দায়িত্ব করবেন।

**৪.২.৫ আশ্রয় কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষন**

দুর্যোগ প্রবন মৌসুমের শুরুতেই আশ্রয়কেন্দ্র গুলোর মেরামত কওে ব্যবহার উপযোগী রাখা।

জুরুরী মূহুর্তে কোন নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে তা ঠিক করা।

দুর্যোগকালীন সময়ে মহিলা, শিশুও প্রতিবন্ধীদের সার্বিক নিরাপত্তা ( আশ্রয়ন্দ্রে ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নেয়া) নিশ্চিতকরন।

আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবাসমূহ নিশ্চিত করা।

জনসাধারণকে তাদেও প্রয়োজনীয় সম্পদ ( গবাদিপশু, হাঁস- মুরগি, জরুরী খাদ্য,ইত্যাদি ) নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহায়তা করা।

**৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা**

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থপনা কমিটি ইউনিয়নে কতগুলো ইঞ্জিন চালিত নৌকা আছে তার হিসাব রাখবেন এবং কয়টি ও কোন গুলো দুর্যোগের সময় জরুরী কাজে ব্যবহৃত হবে তা ঠিক করবেন।

নৌকা মালিকগণ তাদের এ কাজে সাহায্য করবেন।

জরুরী কেন্ট্রাল রুমে নৌকার মালিক ও মাঝিদের মোবাইল নাম্বার সংরক্ষিত থাকবে।

**৪.২.৭ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরপন ও প্রতিবেদন প্রেরন**

দুর্যোগ অব্যাহতির পর পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে ‘‘ এস ও এস ফরম ’’ ও অনধিক ৭ দিনের মধ্যে‘‘ ড’’ ফরমে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের পাঠাবেন।

ইউনিয়ন পরিষদেও চেয়ারম্যান ইউপি সচিবের মাধ্যমে প্রত্যেক ওয়ার্ডের প্রতিদেন একত্রিত করে পরবর্তী ১২ ঘন্টার মধ্যে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরন করবেন।

**৪.২.৮ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা**

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিভিন্ন ত্রান ও পুর্নবাসন সহায়তাকারী দলের ত্রান কাজ সমন্বয় করবেন।

বাইরে থেকে ত্রান বিতরণকারীদল আসলে তারা কি পরিমান বা কোন ধরনের ত্রান সামগ্রী পুর্নবাসন সামগ্রী এনেছেন তা একটি রেজিষ্টারে লপিবদ্ধ করতে হবে।

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুস্থতা ও ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে ওয়ার্ড পর্যায়ে ত্রান সামগ্রী বরাদ্দর পরিমান ঠিক করবেন এবং বরাদ্দকৃত ত্রান সামগ্রীর পরিমান/ সংখ্যা ওয়ার্ডের জনগনেণর মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

### ৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা

তাৎক্ষনিক ভাবে বিতরনেরজন্য শুকনা খাবার যেমন- চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে হাট বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

চাল, ডাল, আটা, তেল ইত্যাদি উপকরণ ও গৃহ নির্মমনের উপকরণ যথা- ঢেউটিন, প্রেরেক, নাউলনের রশি ইত্যাদি স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যান সহকারীর সহায়তায় প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্রের তালিকা তৈরি ও স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

### ৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/ টিকা

উপজেল প্রাণিসম্পদ হাসপাতাল থেকে অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগহ কওে ইউপি ভবন/ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সংরক্ষন করতে হবে।

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রাণি চিকিৎসা বিষায়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রয়োজনে অভিজ্ঞতা সমপন্ন ব্যক্তিদের আপদকালীন সময়ে প্রাণি চিকিৎসা কাজের সাথে সমপৃক্তকরনের ব্যবস্থা করতে হবে।

### ৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা

সতর্কবার্তা/ পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ,উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণকার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

ঘুর্ণিঝড়/ বন্যাপ্রবন এণাকাসমূহে অব্যাহতভাবে দুর্যোগ মহড়া আয়োজন করা।

প্রতি বছর এপ্রিলএবং সেপ্টেম্বরে জনগোষ্ঠীকে নিয়ে মহড়ার মাধ্যমে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা।

ঝুঁকিপূর্ন এলাকার লোকজন আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউপি কার্যালয়ে না করে ঝুঁকিপূর্ন গ্রামে করতে হবে।

### ৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পর পরই জেলা/ উপজেলা/ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসংঙ্গে কমপক্ষে ৩/৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও গ্রাম পুলিশ সদস্য উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের সাবির্ক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩ টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবা রাত্রী কন্ট্রোল রুমে দায়িত্ব পালন করবেন। ইউনিয়ন সচিব সার্বক্ষনিকভাবে তত্তাবধান করবেন।

### ৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র/ নিরাপদ স্থান সমূহ

বন্যার সময় ডুবে যাবে না, নদীভাঙ্গন থেকে দুরে এমন স্থান আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র,স্থানীয় স্কুল, কলেজ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, উঁচু রাস্তা, বাধ আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

### ৪.৩ উপজেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ননা সংযুক্তি:- ০২ এ দেওয়া হল-

### <u>৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন</u>

- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন অংশ। সঠিক ও সময়োপযোগী রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে অনেক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পরেছে। তাই আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে । আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কেন ঃ
- দুর্যোগের সময় জীবন ও সম্পদ বাঁচানো
- দুর্যোগের সময় গবাদী পশুর জীবন বাচানো
- আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহার ও রক্ষনাবেক্ষন নিশ্চিত করা

**<u>আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি ঃ</u>**

- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ৭-৯ জন
- ইউপি চেয়ারম্যান/ মেম্বার, গন্যমান্য ব্যক্তি, সমজসেবক, শিক্ষক,এনজিও ষ্টাফ, জমিদাতা, স্বেচ্ছাসেবীপ্রভৃতির সমন্নয়ে ৭-৯ সদস্য বিশিষ্ঠ কমিটি গঠন করা।
- এলাকা বাসীর সম্পতিকক্রমে এই কমিটি ব্যবস্থাপনা কমিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারে
- কমিটির কমপক্ষে অর্ধেক সদস্য নারী হতে হবে
- কমিটির দায়- দায়িত্ব সম্পর্কে ধারনা দেয়া (আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা বিষয়ে)
- এলাকাবাসীর সহায়তায় কমিটি আশ্রয়কেন্দ্র ওক্ষনাবেক্ষন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে

- কমিটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সভা করবে, সবার সিদ্ধান্ত খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব বণ্ঠন এবং সময়সীমা বেধে দিতে হবে
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসেবে থাকবে

**কোন স্থানকে আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করবেন**

- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র
- স্থানীয় স্কুল, কলেজ
- সরকারীও বেরকারী প্রতিষ্ঠান
- উঁচু রাস্তা, বাঁধ

**আশ্রয় কেন্দ্রে কি কি লক্ষ রাখতে হবে**

- আশ্রয়কেন্দ্রে তাবু/ পলিথিন/ওআরএস/ফিটকিরী/কিছু জরুরী ঔষধ ( প্যারাসিটামল, ফেলাজিল ইত্যাদি) পানি শোধন বড়ি/ ব্লিচিং পাউডার এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- খাবার পানি রান্নার ব্যবস্থা রাখা
- পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা( নারী পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক
- নারী- পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক গোসলের ব্যবস্থা করা
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং আর্বজনা সরানোর ব্যবস্থা করা
- নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা
- আলোর ব্যবস্থা করা
- আশ্রয়কেন্দ্র স্বাস্থ্য সম্মত হতে হবে
- আশ্রিত মানুষের রেজিষ্ট্রশন, গচ্ছিত মালামালের তালিকা তৈরী ও ষ্টোরিং করা এবং চলে যাওয়ার সময় তা ঠিকমত ফেরত দেওয়া
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দিষ্ট কর্মী ও স্বেচ্ছা- সেবকদের দায়িত্ব পালন করা
- আশ্রিত মানুষের খাদ্যও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা
- গর্ভবতি নারী- বৃদ্ধ- বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধিদের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া

**আশ্যয়কেন্দ্রের ব্যবহার**

- প্রতিটি আশ্রয় কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে রক্ষনাবেক্ষন করতে হবে। বিশেষ কওে পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে
- আশ্রয় কেন্দ্রের দরজা জানালা বিনষ্টের হাত হতে রক্ষাকল্পে স্থানীয় ভাবে উদ্যাগ নিতে হবে
- আশ্রয়কেন্দ্রের জমিতে পরিকল্পিত ভাবে বৃক্ষ রোপন করতে হবে
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারের সময় ব্যতীত  অন্য সময় তালাবদ্ধ রাখতে হবে
- গাইড লাইন অনুসরন করে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে

- আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পনিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসেবে থাকবে

## ৪.৫ উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগ কালে ব্যবহৃত হতে পারে)

উপজেলার সম্পদগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে দেখানো হল-

| অবকাঠামো/সম্পদ | সংখ্যা | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি | সংক্ষিপ্ত বর্ননা |
|---|---|---|---|
| আশ্রয়কেন্দ্র | ১০৫ টি | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নামের কোন তালিকা পাওয়া যায় নাই | জনসংখ্যার তুলনায় এই উপজেলায় পর্যাপ্ত সাইক্লোন শেল্টার না থাকায় দুর্যাগের সময় জন দুর্ভোগ বেশি হয় |
| গোডাউন | ১ টি | মোঃ মিজানুর রহমান | দুর্যোগের সময় গোডাউনে সরকারী ত্রানসামগ্রী মজুদ রাখা হয় |
| নৌকা | কলাপাড়া উপজেলাতে মোট ৬৫ টি মানুষ পারাপারের নৌকা রয়েছে ।এর মধ্যে ২৪ টি ইঞ্জিনচালিত নৌকা এবং ৪১ টি হস্তচালিত নৌকা রয়েছে | ব্যাক্তি মালিকানায় | এই উপজেলার অধিকাংশ মানুষের মৎস্য আহরণ প্রধান জীবিকা হওয়ায় নৌকার প্রতুলতা অনেক বেশি |
| মাটির কিল্লা | ২১ টি | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নামের কোন তালিকা পাওয়া যায় নাই | প্রয়োজনের তুলানায় অপর্যাপ্ত |
| গাড়ী | এই উপজেলায় ছোট বড় অসংখ্য যানবাহন আছে কিন্তু নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নেই | ------ | এই উপজেলায় ছোট বড় অসংখ্য যানবাহন আছে কিন্তু নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নেই |
| স্পীড বোট | এই এলাকায় কোন স্পীড বোট নাই | ------ | ------- |

(**Source:** PIO and CPP Office, Kalapara)

## ৪.৬ অর্থায়ন

ইউনিয়ন পরিষদের আয় আসে স্থানীয় কর আদায়, হাট/ বাজার ইজারা, খাল/বিল ইজারার মাধ্যমে এবং ব্যবসা/বাণিজ্যের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান থেকে। কিন্তু ইদানিং বড় হাট/বাজার ইজারা ব্যবস্থা ইউনিয়ন পরিষদে হাতে নেই যাতে আয় এর মূল উৎস কমে গেছে। তবে সরকার বর্তমানে ভূমি রেজিস্ট্রেশন থেকে ১% অর্থইউনিয়ন পরিষদেও হস্তান্তর কওে থাকেন পূর্বে পুরাপরি ছিল এখন আবার সেই অর্থ দিয়ে গ্রাম পুলিশ ও সচিবদেও কেতন/ ভাতাদি পরিশোধান্তে বাকি টাকা সময় সময় প্রদান করা হয়ে থাকে। ইদানিং সরকার বাৎসরিকভবে ৪/৫ লক্ষ টাকা সরাসরি প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছেন।

**পরিষদের আয়**

প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিষদেও নামে একটি তহবিল থাকিবে।

(ক) নিজস্ব উৎস (ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস)

| | বাৎসরিক আয় (আনুমানিক) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উৎস্য / ধরণ | চাকামইয়া | টিয়াখালী | লালুয়া | নীলগঞ্জ | মিঠাগঞ্জ | মহিপুর | লতাচাপলী | ধানখালী | ধুলাসার | ডালবুগঞ্জ | চম্পাপুর | ১২ টি ইউনিয়নে মোট |
| বসত বাড়ীর বাৎসরিক ট্যাক্স | ৪৫৫১৭৮/= | ৫২৫১৯৫/= | ৫০৩৪৫৬/= | ২৫০০০০/= | ৪৫৫১৭৮/= | ৬০৩৪৫৬/= | ৫০৩৪৫৬/= | ৪৫৫১৭৮/= | ৫২৫১৯৫/= | ৫৫৫১৭৮/= | ৫০৩৪৫৬/= | ৫২৫১৯৫/= |
| পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ইস্যু ও লাইসেন্স পারমিট ফি | ৪৭০০০=/ | ৫৩০০০=/ | ৫৪৫০০০=/ | ২১৬০০০/= | ৪৭০০০=/ | ৫৫০০০=/ | ৫৬০০০=/ | ৪৭০০০=/ | ৫৩০০০=/ | ৪৭০০০=/ | ৪৬০০০=/ | ৫৩০০০=/ |
| ইজারা বাবদ (হাট, বাজার, ঘাট, পুকুর, খোয়াড় উজারা ইত্যাদি) | ৩১০০০/= | ৩৮০০০/= | ৪৬০০০/= | ৩৫০০০/= | ৩১০০০/= | ৫৪০০০/= | ৫০০০০/= | ৩১০০০/= | ৩৮০০০/= | ৩১০০০/= | ৩৪০০০/= | ৩৮০০০/= |
| সম্পত্তি হতে আয় | ৩০০০০০/= | ৪০০০০০/= | ২৩০০০০/= | ২৭০০০০০/= | ৩০০০০০/= | ৩৫০০০০/= | ২৩০০০০/= | ৩০০০০০/= | ৪০০০০০/= | ৪০০০০০/= | ২৩০০০০/= | ৪০০০০০/= |
| ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ তহবিল | ৭০৩৬৫/= | ৬৩৩৪৫/= | ৮৭৫৪৪/= | ১৮৫৬৪০৪/= | ৭০৩৬৫/= | ৭৩৭৬০/= | ৮৭৫৪৪/= | ৭০৩৬৫/= | ৬৩৩৪৫/= | ৭০৩৬৫/= | ৮৭৫৪৪/= | ৬৩৩৪৫/= |
| অন্যান্য | ৪০০০০/= | ৪২০০০/= | ৪০০০০/= | ২০০০০০/= | ৪০০০০/= | ৫০০০০/= | ৪০০০০/= | ৪০০০০/= | ৪২০০০/= | ৩৯০০০/= | ৪০০০০/= | ৪১০০০/= |

(খ) সরকারী সূত্রে অনুদান

| | বাৎসরিক অনুদান (আনুমানিক) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| খাতের ধরণ | চাকামইয়া | টিয়াখালী | লালুয়া | নীলগঞ্জ | মিঠাগঞ্জ | মহিপুর | লতাচাপলী | ধানখালী | ধুলাসার | ডালবুগঞ্জ | চম্পাপুর | বালিয়াতলী | ১২ টি ইউনিয়নে মোট |
| কৃষি, স্বাস্থ্য ও পরিবার প্রনালী, রাস্তা নির্মান ও মেরামত | ৯০০০০০/= | ১০৯২৩৩৯/= | ১০০০০০০/= | ১০০০০০০/= | ৮৯০০০০/= | ৮০০০০০/= | ৯০০০০০/= | ১০০০০০০/= | ৯৫০০০০/= | ৯০০০০০/= | ১০০০০০০/= | ১০৯২৩৩৯/= | ১০৬২৪৬৭৮/= |
| গৃহ নির্মান ও মেরামত, উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ৫১০০০০/= | ৬৬৪৯১০/= | ৫০০০০০/= | ১০০০০০০/= | ৪৬৫৯৭৮/= | ৪০০০০০/= | ৪০০০০০/= | ৫১০০০০/= | ৪৫০০০০/= | ৫০০০০০/= | ৬০৩৪৭৮/= | ৬৬৪৯১০/= | ৬৬৬৯২৭৬/= |
| চেয়ারম্যান ওসদস্যদের সম্মানী ভাতা | ১৫৫৭০০/= | ১৫৫৭০০/- | ১৫৫৭০০/= | ১৫৫৭০০/= | ১৫৫৭০০/= | ১৫৫৭০০/= | ১৫৫৭০০/= | ১৫৫৭০০/= | ১৫৫৭০০/= | ১৫৫৭০০/= | ১৫৫৭০০/= | ১৫৫৭০০/= | ১৮৬৮৪০০/= |
| উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (এল.জি.এস.পি) | ৫০০০০০/= | ৫০০০০০/= | ৪৫০০০০/= | ২৫০০০০০/= | ৪০০০০০/= | ৩৫০০০০/- | ৪০০০০০/= | ৫০০০০০/= | ৫০০০০০/= | ৪০০০০০/= | ৪৫০০০০/= | ৫০০০০০/= | ৭৯৫০০০০/= |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি | ৫০৯২১০/= | ৫০৯২১০/= | ৫০৯২১০/= | ৫০৯২১০/= | ৫০৯২১০/= | ৫০৯২১০/= | ৫০৯২১০/= | ৫০৯২১০/= | ৫০৯২১০/= | ৫০৯২১০/= | ৫০৯২১০/= | ৫০৯২১০/= | ৬১১০৫২০/= |
| ভূমি হস্তান্তর কর (১%) | ৭৫০০০০/ | ৮০০০০০/= | ৫০০০০০/= | ২৭০০০০০/= | ৭৫০০০০/ | ৫০০০০০/= | ৬০০০০০/= | ৭৫০০০০/ | ৭০০০০০/= | ৭৫০০০০/= | ৮০০০০০/= | ৮০০০০০/= | ১০৪০০০০০/= |

**সংস্থাপনঃ**

**ইউনিয়ন পরিষদ**

**চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতাঃ**

চেয়ারম্যান (১২ জন) প্রতিঃ  সরকারীঃ ১৪৭৫ এবং পরিষদ থেকেঃ ১৫২৫/-

এম ইউ পি (১৪৪ জন) প্রতিঃ সরকারীঃ ৯৫০/-,পরিষদ থেকেঃ ১২০০/-

সচিব (স্কেল) ১২ জনঃ  ৭২০৬২/-

দফাদার (১২ টি ইউনিয়ন) প্রতি জনঃ  ২১০০/-

গ্রাম পুলিশ(১২ টি ইউনিয়ন) প্রতি জনঃ ১৯০০/-

বিভন্ন দাতা সংস্থা, বেসরকারী  উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের নিমিত্তে ইউনিয়ন পরিষদে সরাসরি অর্থায়ন করেছে। অধিকতর সহায়তা পাওয়া নির্ভর করেছে ইউনিয়ন পরিষদেও সক্ষমতা, সচ্ছতা সর্বপরি সুশাসনের উপর। ইউনিয়ন পরিষদ তার প্রধান দুর্যোগ গুলো বিবেচনা করে যা তার ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রধান বাধা সে গুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে অর্থায়ন করবে। প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকে বিবেচনা কওে প্রকল্প তৈরী, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

## ৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হাল নাগাদ করণ ও পরীক্ষাকরণ

পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ফলোআপ কমিটি গঠন করতে হবে।

**ফলোআপ কমিটি**

১. পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি
২. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

| ক্রমিক নং | নাম | পদবী | মোবাইল |
|---|---|---|---|
| ০১ | আঃ মোতালেব তালুকদার | সভাপতি, উপজেলা চেয়ারম্যান | ০১৭১৬৫৩৮১৫৭ |
| ০২ | মোঃজাহাঙ্গীরহোসেন | সদস্য, উপজেলা নির্বাহী অফিসার | ০১৭১২৫৩৩১৫৩ |
| ০৩ | মোঃ শফিকুল ইসলাম | সদস্য সচিব, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা | ০১৭১৮১৫০৫৪২ |
| ০৪ | আলহাজ্ব মোঃ সুলতান মাহমুদ | সদস্য, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান (পুরুষ) | ০১৮১৯৪৫৯৫২৮ |
| ০৫ | মোঃ কালাম গাজী | সদস্য, এনজিও প্রতিনিধি | ০১৭১৯৫৬২৫৮৩ |

**Source:** PIO Office, Kalapara

**কমিটির কাজ**

- খসড়া পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন
- বিষয় ভিত্তিক পরিকল্পনার কার্যক্রম যেমন কৃষি, পশুপালন, মৎস এর জন্য উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার সহায়তা নেয়া
- দুর্যোগ পরিকল্পনা বাস্তবসম্মত অথার্ৎ সুনির্দিষ্ট কাজ এবং অর্থায়ন বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া

**পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি**

৭ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

১. চেয়ারম্যান
২. সচিব
৩. মহিলা সদস্য
৪. সরকারী প্রতিনিধি
৫. এনজিও প্রতিনিধি
৬. সদস্য ২ জন ( সাধারন কমিটি থেকে)

| ক্রমিক নং | নাম | পদবী | মোবাইল |
|---|---|---|---|
| ০১ | আঃ মোতালেব তালুকদার | সভাপতি,উপজেলা চেয়ারম্যান | ০১৭১৬৫৩৮১৫৭ |
| ০২ | মোঃ শফিকুল ইসলাম | সদস্য সচিব,উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা | ০১৭১৮১৫০৫৪২ |
| ০৩ | মোছাঃ বিলকিস জাহান | সদস্য, ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা) | ০১৭১০৭০৩২৪১ |
| ০৪ | আলহাজ্ব মোঃ সুলতান মাহমুদ | সদস্য, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান পুরুষ | ০১৮১৯৪৫৯৫২৮ |
| ০৫ | মোঃ কালাম গাজী | সদস্য, এনজিও প্রতিনিধি | ০১৭১৯৫৬২৫৮৩ |
| ০৬ | জেসমিন আক্তার | সদস্য, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা | ০১৫৫৬৩৬৫০৪৪ |
| ০৭ | মোঃ আঃ রহিম | সদস্য, উপজেলা স্বাস্থ্য পঃপঃ কর্মকর্তা | ০১৭১৬২৪৪৬৭৭ |

**Source:** PIO Office, Kalapara

**কমিটির কাজ**

- প্রতি বৎসর এপ্রিল / মে মাসে বর্তমান কর্মপরিকল্পনা, আগাগোড়া, পরীক্ষা প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের মাধ্যমে হালনাগাদ করতে হবে। কমিটির সদস্য সচিব এই ব্যপারে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিবেন। প্রত্যেক দুর্যোগের অব্যবহিত পরে ব্যবস্থাপনা ত্রুটি সমুহ পর্যালোচনা করে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।

- প্রতি বৎসর এপ্রিল / মে মাসে একবার জাতীয় দুর্যোগ দিবসে একবার ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর নির্দেশনা মত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মহড়া অনুষ্ঠান করিতে হইবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট হতে অনুমোদন
- পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তদারকি
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ

# পঞ্চম অধ্যায়ঃ উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

## ৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মুল্যায়ন

| খাতসমূহ | বর্ননা |
|---|---|
| কৃষি | ক্ষতিগ্রস্থ ফসলের বিকল্প হিসেবে আবাদ করা যায় এমন ফসলের পুনবার্সন করা হয়েছে ১ বার।<br>• কলাপাড়া উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে ৪০৯৪০ হেঃ জমির মধ্যে ৩২৭৬৮ হেঃ জমির (আমনধান, রবিশস্য, কুল, পেয়ারা, শাক-সবজী) ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।<br>• কলাপাড়া উপজেলাতে জলোচ্ছ্বাসের কারণে ৪০৯৪০ হেঃ জমির মধ্যে ২৮০৯০ হেঃ জমির (আমনধান, রবিশস্য, কুল, পেয়ারা, শাক-সবজী) ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।<br>কলাপাড়া উপজেলাতে ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে মোট ৪০৯৪০ হেঃ একর ফসলি জমির মধ্যে ২২৯০০ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। |
| মৎস্য | মৎস্য খাদ্য, মৎস্য পোনা,সার,চুন,ও মাঝে মাঝে জেলেদের নৌকা সরবরাহ করা হয়। প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।<br>• কলাপাড়া উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে মোট ১৬৫৮৯ হেঃ জমির মধ্যে ছোট-বড় ৩৬৮৬টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৬৫০৮ জমির সাদামাছ , বাগদা, গলদা ও কাকড়ার চাষ ব্যহত হতে পারে। এছাড়া ও এলাকার স্থানীয় প্রাকৃতিক মাছের বিলুপ্তি ঘটতে পারে।<br>• কলাপাড়া উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড়ের কারনে মোট ১৬৫৮৯ হেঃ জমির মধ্যে ছোট-বড় ৬৭৫৮ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৪৭৮৬ হেঃ জমির সাদামাছ , বাগদা, গলদা ও কাকড়া চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।<br>• কলাপাড়া উপজেলাতে জলোচ্ছ্বাসের কারনে মোট ১৬৫৮৯ হেঃ জমির মধ্যে ছোট-বড় ৯৭৮৬টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৮১৮২ হেঃ জমির সাদামাছ, বাগদা, গলদা ও কাকড়া চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। |

| | |
|---|---|
| | • কলাপাড়া উপজেলাতে চিংড়ি ভাইরাসের কারনে মোট **১৬৫৮৯** হেঃ জমির মধ্যে ছোট-বড় ৮৭৮৩টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৭৮৪০ হেঃ জমির সাদামাছ, বাগদা, গলদা ও কাকড়া চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। এছাড়া ও প্রাকৃতিক মাছ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মাছের বিস্তার রোধ হতে পারে। |
| গাছপালা | ব্যাক্তিগত ও সরকারী উদ্যোগে বনায়ন করা হয়।<br>• কলাপাড়া উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে উপজেলার মোট ৬০০০ ফলজ গাছ ৪০০০ বনজ গাছ এবং ১৬০০০ ঔষধি গাছসহ ৮০০০টি নার্সারির চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে।<br>• কলাপাড়া উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে উপজেলার মোট ২২০০০ ফলজ গাছ ১৬০০০ বনজ গাছ এবং ১৫০০০ ঔষধি গাছসহ ৮০০০টি নার্সারির চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে।<br>• কলাপাড়া উপজেলাতে জলোচ্ছ্বাসের কারনে উপজেলার মোট ৭০০০ ফলজ গাছ ৭০০০ বনজ গাছ এবং ১০০০ ঔষধি গাছসহ ৩০০০টি নার্সারির চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে।<br>• কলাপাড়া উপজেলাতে বন্যার কারণে উপজেলার মোট ৮০০০ ফলজ গাছ ৫০০০ বনজ গাছ এবং ১০০০ ঔষধি গাছসহ ১১০০টি নার্সারির চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে। |
| স্বাস্থ্য | প্রাথমিক চিকিৎসা সেবাসহ কমিউনিটি ক্লিনিক ও হাসপাতালের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হয়।<br>• কলাপাড়া উপজেলাতে লবণাক্ততা কারণে মোট ২০২০৭৮ জনসংখ্যার মধ্যে ৬% লোক ডায়রিয়া, ১১% লোক আমাশয়, ৩% লোক টাইফয়েড, ৫% লোক জন্ডিস, ৫% লোক ভাইরাস জনিত এবং ৮% চর্মরোগে, আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হওয়াসহ অকালে মারা যেতে পারে। যার ফলে উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্ন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।<br>• কলাপাড়া উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে মোট ২০২০৭৮ জন জনসংখ্যার মধ্যে ৪% লোক ডায়রিয়া, ৩% লোক আমাশয় রোগে, ৩% লোক জণ্ডিস, ৮% লোক ভাইরাস জনিত এবং ৫% চর্ম রোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হওয়া সহ অকালে মারা যেতে পারে।<br>• কলাপাড়া উপজেলাতে জলোচ্ছ্বাসের কারণে মোট ১৭৩৫৩৯ জন জনসংখ্যার মধ্যে ৩% ডায়রিয়া, ২% আমাশয়, ২% চর্মরোগ, ২% লোক জন্ডিস ৭% লোক ভাইরাস জনিত এবং ৮% চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হওয়াসহ অকালে মারা যেতে পারে। |
| জীবিকা | জীবিকা অর্জরে সহায়ক পরিবেশ্ তৈরী করা হয়। |

| | |
|---|---|
| | ▪ কলাপাড়া উপজেলায় মোটামুটি ৪ ধরনের জিবিকার লোক আছে। যার মধ্যে মৎস্য জিবি ৩০৬৪৫ জন। কৃষিজীবি ২১১০৮ জন। ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যাবসায়ী ৯২৪৪ জন এবং কৃষি শ্রমিক ১০০১৪ জন।<br>▪ ঘূর্নিঝড়:<br>▪ ঘূর্নিঝড়ের কারনে কলাপাড়া উপজেলার ৩০৬৪৫ জন মৎস্য জীবির মধ্যে ৯৫২৯ জন মৎস্যজীবি, ২১১০৮ জন কৃষি জীবির মধ্যে ৮৯৩৩ জন কৃষিজীবি, ৯২৪৪ জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর মধ্যে ১৩৭১ জন ব্যবসায়ী ও ৯২১৪ জন কৃষি শ্রমিকের মধ্যে ২২৭৮ জন কৃষি শ্রমিকের প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।<br>▪ লবনাক্তোতা:<br>▪ লবনাক্তোতা কারনে কলাপাড়া উপজেলায় ২১২০৮ জন কৃষি জীবির মধ্যে ১০৩৯৮ জন কৃষি জীবিতি ব্রক্ষতির সম্মুখিন হয়। এছাড়া চৈত্র-বৈশাখ মাসে তিব্র লবনের কারনে ৩০৬৪৫ জন মৎস্য জীবির মধ্যে প্রায় ৫০৯৬ জন মৎস্য জীবি প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।<br>▪ জলোচ্ছাস:<br>▪ জলোচ্ছাসের কারনে কলাপাড়া উপজেলায় ৩০৬৪৫ জন মৎস্র জীবির মধ্যে ১৫৩২২ জন মৎস্য জীবি, ২১১০৮ জন কৃষিজীবির মধ্যে ৮২৪৩ জন কৃষি জীবি পেশার মানুষ ও ৫৫০ জন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যাবসায়ী ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে।<br>▪ জলাবদ্ধতা:<br>▪ জলাবদ্ধতা কারনে ৬২৬৪ জন মৎস্য জীবি, ২১২০৮ জন কৃষি জীবির মধ্যে ৫৬২১ জন কৃষি জীবি পেশার মানুষ প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।<br>▪ নদীভাঙন:<br>▪ নদী ভাঙনের কারনে কলাপাড়া উপজেলার ২১২০৮ জন কৃষি জীবির মধ্যে ৫% কৃষি জমি নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যায়। যার ফলে ১৬৫৫ জন কৃষিজীবি প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।<br>▪ বন্যা:<br>▪ বন্যার কারনে কলাপাড়া উপজেলার ৩০৬৪৫ জন মৎস্য জীবির মধ্যে ১০০৫৮ জন মৎস্যজীবি, ২১১০৮ জন কৃষিজীবির মধ্যে ৫৯৩৩ জন কৃষিজীবি, ৮১৪৪ জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর মধ্যে ৪৫০ জন ব্যবসায়ী প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। |
| পশু সম্পদ | ▪ কলাপাড়া উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে মোট ১৯০০ গরু, ২১০০ ছাগল, ১১০০ ভেড়া, ৪০০ মহিষ ও ১৫০টি শুকরের খাদ্যা ভাব দেখা দিতে পারে। ফলে গো-খাদ্য সঙ্কটের কারণে এলাকার পশু পালন ব্যাহত হতে পারে। ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়ে প্রতিটি পরিবার পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। |

| | |
|---|---|
| | ▪ কলাপাড়া উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে উপজেলায় মোট ২৪০০ গরু, ২৭০০ ছাগল, ১৩০০ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ৪৫০০ হাঁস, ৫০০০ মুরগি, ৫০০ বন্য পশুপাখি, ১০০০ শুকর ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে অথবা ভেসে গিয়ে বিলীন হওয়াসহ মারা যেতে পারে। যাতে করে এলাকার প্রতিটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।<br>▪ কলাপাড়া উপজেলাতে জলোচ্ছাস হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত পানির চাপ বাড়লে উপজেলায় মোট ২১০০ গরু, ২২০০ ছাগল, ১১০০ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ৩৫০০ হাঁস, ৪২০০ মুরগি, ৬০০ বন্য পশুপাখি, ৮০০ শুকর পানির স্রোতে ভেসে গিয়ে বিলীন হওয়াসহ মারা যেতে পারে। যাতে করে এলাকার প্রতিটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।<br>▪ কলাপাড়া উপজেলাতে বন্যা হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত পানির চাপ বাড়লে উপজেলায় মোট ২১০০ গরু, ২২০০ ছাগল, ১১০০ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ৩৫০০ হাঁস, ৪০০০ মুরগি, ৫০০ বন্য পশুপাখি, ২০০ শুকর পানির স্রোতে ভেসে গিয়ে বিলীন হওয়াসহ মারা যেতে পারে। যাতে করে এলাকার প্রতিটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। |
| অবকাঠামো | ▪ অবকাঠামো মেরামত ও নতুন অবকাঠামোর ব্যবস্থা করা হয়।<br>▪ কলাপাড়া উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে মোট ২৮২০টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ২০টি পাকা ঘরবাড়ি, ১৬৬টি আধাপাকা ঘরবাড়ি ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।<br>▪ কলাপাড়া উপজেলাতে জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পেতে থাকলে মোট ৩৩০০টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ১০টি পাকা ঘর, ৪০টি আধাপাকা ঘরবাড়ি পানির চাপে আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।<br>▪ কলাপাড়া উপজেলাতে নদী ভাঙ্গনের কারণে মোট ৪০০টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ১৮টি পাকা ঘরবাড়ি, ২৪টি আধাপাকা ঘরবাড়ি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।<br>▪ কলাপাড়া উপজেলাতে ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে মোট ৩০০০টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ৩০টি পাকা ঘরবাড়ি, ২০০টি আধাপাকা ঘরবাড়ি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। |
| স্যানিটেশন | ▪ কলাপাড়া উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে মোট ৮০০টি কাঁচা, ১২০ আধাপাকা পায়খানা ১৫টি সংরক্ষিত পুকুরের পানি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে |

| | |
|---|---|
| | ▪ কলাপাড়া উপজেলাতে জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পেতে থাকলে মোট ১৬টি সংরক্ষিত পুকুর, ১২০০টি কাঁচা পায়খানা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক ভাবে বিনষ্ট হতে পারে।<br>▪ কলাপাড়া উপজেলাতে বন্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে মোট ১৮টি সংরক্ষিত পুকুর, ৪০০০টি কাঁচা পায়খানা, ৫০টি রেইন ওয়াটার প্লান্ট ও ১০টি পিএসএফ সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক ভাবে বিনষ্ট হতে পারে। |

## ৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

নিম্নে প্রদত্ত কর্মসূচি গুলোর ক্ষেত্রে (৫.২.১, ৫.২.২, ৫.২.৩, ৫.২.৪) উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কোন নির্দিষ্ট নামের তালিকা পাওয়া যায় নাই। তবে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের সময় সংশ্লিষ্ট স্টেকহেল্ডারদের সাথে কথা বলে জানা গেছে যে উল্লিখিত কাজ গুলো সম্পাদন করার জন্য প্রত্যেকটি ইউনিয়নের সম্মানিত চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে, ইউনিয়ন পরিষদ সচিব ও অন্যান্য ইউপি সদস্য গণ এই কাজ সম্পাদন করে থাকেন। এবং এ সকল কাজের সার্বিক তত্ত্বাবধান করেণ উপজেলা পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ যেমন উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, এলজিইডি, সিপিপি, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা অফিসার ইত্যাদি ।

### ৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা

| ক্রমিক নং | ইাম | পদবী | মোবাইল |
|---|---|---|---|
| ১ | আঃ মোতালেব তালুকদার | উপজেলা চেয়ারম্যান | ০১৭১৬৫৩৮১৫৭ |
| ২ | মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন | উপজেলা নির্বাহী অফিসার | ০১৭১২৫৩৩১৫৩ |
| ৩ | মোঃ মসিউর রহমান | উপজেলা কৃষি অফিসার | ০১৭৪০৮৯৪৮২৮ |
| ৪ | মোঃ রুহুল আমিন | উপজেলা শিক্ষা অফিসার | ০১৭২০৫১০৪২৯ |
| ৫ | মুন্সি নূর মোহাম্মাদ | সহকারী পরিচালক-সিপিপি | ০১৭২০৫৮১০১৪ |
| ৬ | প্রণব কুমার সরকার | উপজেলা প্রকৌশলী | ০১৭৪৯৭১৭২০৩ |
| ৭ | সুমন চন্দ্র দেবনাথ | প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা | ০১৯১২৯৪০৮৯৪ |
| ৮ | মোঃ সোহেল রানা | উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী | ০১৭৪০৯৭৮১১৮ |
| ৯ | মোঃ শফিকুল ইসলাম | সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা | ০১৭৩৪৩১০৮০৮ |

### ৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

| ক্রমিক নং | নাম | পদবী | মোবাইল |
|---|---|---|---|
| ১ | কাজী হেমায়েতউদ্দিন হিরণ | চেয়ারম্যান-মিঠাগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭১২৭৬৫২৩০ |
| ২ | মোঃ আঃ মালেক খাঁন | চেয়ারম্যান-নীলগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭১২৪৫৯১৩৮ |
| ৩ | মোঃ মীর তারিকুর জামান | চেয়ারম্যান-লালুয়া ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭২৩৩৭৭১১৮ |
| ৪ | আব্দুস্ সালাম শিকদার | চেয়ারম্যান- ডালবুগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭১৫০৯৭৪০৭ |
| ৫ | মোঃ মাহমুদুল হাসান সুজন মোল্লা | চেয়ারম্যান-টিয়াখালী ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭১৭৭১১৬৯০ |
| ৬ | এবিএম হুমায়ুন কবির | চেয়ারম্যান-বালিয়াতলী ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭২৮১৯৫৩০০ |
| ৭ | মোঃ রিন্টু তালুকদার | চেয়ারম্যান-চম্পাপুর ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭১৬৭৪৩৫৬৬ |
| ৮ | কেএম খালেকুজ্জান | চেয়ারম্যান-ধুলাসার ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭১২৭৯১৭৫৯ |
| ৯ | আঃ লতিফ গাজী | চেয়ারম্যান-ধানখালী ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭১৬১৭৪৭৬৩ |
| ১০ | রাশিদা বেগম | চেয়ারম্যান-লতাচাপলী ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭৫৭৮৩৫২২৯ |
| ১১ | মোঃ নিজাম | সচিব-মহীপুর ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭১৫২১৪১৮৪ |
| ১২ | মোঃ কেরামত আলী | চেয়ারম্যান- চাকামইয়া ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭১৩৯৫১০৮১ |

### ৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

| ক্রমিক নং | নাম | পদবী | মোবাইল |
|---|---|---|---|
| ১ | কাজী হেমায়েতউদ্দিন হিরণ | চেয়ারম্যান-মিঠাগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭১২৭৬৫২৩০ |
| ২ | মোঃ আঃ মালেক খাঁন | চেয়ারম্যান-নীলগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭১২৪৫৯১৩৮ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩ | মোঃ মীর তারিকুর জামান | চেয়ারম্যান-লালুয়া ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭২৩৩৭৭১১৮ |
| ৪ | আব্দুস্ সালাম শিকদার | চেয়ারম্যান- ডালবুগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭১৫০৯৭৪০৭ |
| ৫ | মোঃ মাহমুদুল হাসান সুজন মোল্লা | চেয়ারম্যান-টিয়াখালী ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭১৭৭১১৬৯০ |
| ৬ | এবিএম হুমায়ুন কবির | চেয়ারম্যান-বালিয়াতলী ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭২৮১৯৫৩০০ |
| ৭ | মোঃ রিন্টু তালুকদার | চেয়ারম্যান-চম্পাপুর ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭১৬৭৪৩৫৬৬ |
| ৮ | কেএম খালেকুজ্জান | চেয়ারম্যান-ধুলাসার ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭১২৭৯১৭৫৯ |
| ৯ | আঃ লতিফ গাজী | চেয়ারম্যান-ধানখালী ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭১৬১৭৪৭৬৩ |
| ১০ | রাশিদা বেগম | চেয়ারম্যান-লতাচাপলী  ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭৫৭৮৩৫২২৯ |
| ১১ | মোঃ নিজাম | সচিব-মহীপুর ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭১৫২১৪১৮৪ |
| ১২ | মোঃ কেরামত আলী | চেয়ারম্যান- চাকামইয়া ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭১৩৯৫১০৮১ |

### ৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

| ক্রমিক নং | নাম | পদবী | মোবাইল |
|---|---|---|---|
| ১ | কাজী  হেমায়েতউদ্দিন হিরণ | চেয়ারম্যান-মিঠাগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭১২৭৬৫২৩০ |
| ২ | মোঃ আঃ মালেক খাঁন | চেয়ারম্যান-নীলগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭১২৪৫৯১৩৮ |
| ৩ | মোঃ মীর তারিকুর জামান | চেয়ারম্যান-লালুয়া ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭২৩৩৭৭১১৮ |
| ৪ | আব্দুস্ সালাম শিকদার | চেয়ারম্যান- ডালবুগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭১৫০৯৭৪০৭ |
| ৫ | মোঃ মাহমুদুল হাসান সুজন মোল্লা | চেয়ারম্যান-টিয়াখালী ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭১৭৭১১৬৯০ |
| ৬ | এবিএম হুমায়ুন কবির | চেয়ারম্যান-বালিয়াতলী ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭২৮১৯৫৩০০ |
| ৭ | মোঃ রিন্টু তালুকদার | চেয়ারম্যান-চম্পাপুর ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭১৬৭৪৩৫৬৬ |
| ৮ | কেএম খালেকুজ্জান | চেয়ারম্যান-ধুলাসার ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭১২৭৯১৭৫৯ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৯ | আঃ লতিফ গাজী | চেয়ারম্যান-ধানখালী ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭১৬১৭৪৭৬৩ |
| ১০ | রাশিদা বেগম | চেয়ারম্যান-লতাচাপলী ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭৫৭৮৩৫২২৯ |
| ১১ | মোঃ নিজাম | সচিব-মহীপুর ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭১৫২১৪১৮৪ |
| ১২ | মোঃ কেরামত আলী | চেয়ারম্যান- চাকামইয়া ইউনিয়ন পরিষদ | ০১৭১৩৯৫১০৮১ |

সংযুক্তি:- ০১

উপজেলা/ ইউনিয়নে সরকারী, বে-সরকারী, প্রাথমিক, উচ্চ বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কলেজ, পাঠাগার ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বর্ননা-

| বিদ্যালয় নং | বিদ্যালয় /মাদ্রাসা/ কলেজ | প্রতিষ্ঠানের নাম | শিক্ষার্থী | শিক্ষক/ শিক্ষকা | অবস্থান /ইউনিয়ন | বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা (✓) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | সরকারী | মাঝেরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮২ | ৪ | বালিয়াতলি | |
| ০২ | | আয়ুমপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। | ১৯১ | ৪ | বালিয়াতলি | ✓ |
| ০৩ | | দিগড় বালিয়াতলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। | ২৬১ | ৪ | বালিয়াতলি | ✓ |
| ০৪ | | বড় বালিয়াতলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩৭২ | ৬ | বালিয়াতলি | ✓ |
| ০৫ | | ছোট বালিয়াতলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২১৬ | ৪ | বালিয়াতলি | ✓ |
| ০৬ | | কানকুনিপাড়া সরকারি প্রাথমিক | ১৮৫ | ৪ | বালিয়াতলি | ✓ |
| ০৭ | | তুলাতলি-১ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩৬৮ | ৪ | বালিয়াতলি | ✓ |
| ০৮ | | বৈদ্য পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮৩ | ৪ | বালিয়াতলি | |
| ০৯ | | দক্ষিন পূর্ব ছোট বালিয়াতলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২০১ | ৪ | বালিয়াতলি | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১০ | | পশ্চিম দিগড় বালিয়াতলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৫ | ৪ | বালিয়াতলি | |
| ১১ | | পক্ষিয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৩১ | ৪ | বালিয়াতলি | |
| ১২ | | উত্তর পূর্ব আনিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৭৩ | ৪ | চাকামইয়া | |
| ১৩ | | বেতমর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৯৭ | ৫ | চাকামইয়া | ✓ |
| ১৪ | | চাকামইয়া নিশানবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৪৭ | ৬ | চাকামইয়া | ✓ |
| ১৫ | | পূর্ব চাকামইয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৪ | ৬ | চাকামইয়া | ✓ |
| ১৬ | | গামুরী বুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২১২ | ৫ | চাকামইয়া | ✓ |
| ১৭ | | উত্তর চাকামইয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৩০ | ৩ | চাকামইয়া | ✓ |
| ১৮ | | আনিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০৩ | ৩ | চাকামইয়া | |
| ১৯ | | পূর্বগামুরি বুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৭২ | ৪ | চাকামইয়া | |
| ২০ | | পশ্চিম চাকামইয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১২৩ | ৪ | চাকামইয়া | |
| ২১ | | আমতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৭৮ | ৪ | চাকামইয়া | ✓ |
| ২২ | | কাঁঠালপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮০ | ৪ | চাকামইয়া | |
| ২৩ | | কাছিমখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৬০ | ৪ | চাকামইয়া | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৪ | | দক্ষিন চাকামইয়া গুচ্ছগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৭১ | ৪ | চাকামইয়া | |
| ২৫ | | নেওয়াপাড়া সরকারি প্রথমিক বিদ্যালয় | ১৮১ | ৪ | চাকামইয়া | |
| ২৬ | | ধানখালি হাই এ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৪২ | ৫ | চম্পাপুর | ✓ |
| ২৭ | | দেবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮৭ | ৪ | চম্পাপুর | ✓ |
| ২৮ | | পূর্বপাটুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৮৫ | ৪ | চম্পাপুর | ✓ |
| ২৯ | | ধানখালি বোর্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৭৫ | ৩ | চম্পাপুর | ✓ |
| ৩০ | | পাটুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৯৮ | ৫ | চম্পাপুর | ✓ |
| ৩১ | | উত্তর- পূর্ব চালতাবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৭৫ | ৪ | চম্পাপুর | ✓ |
| ৩২ | | দক্ষিন দেবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৫৩ | ৬ | চম্পাপুর | ✓ |
| ৩৩ | | দক্ষিন গোলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৩ | ৪ | চম্পাপুর | |
| ৩৪ | | উত্তর চালতাবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৫২ | ৪ | চম্পাপুর | ✓ |
| ৩৫ | | গোলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮৪ | ৩ | চম্পাপুর | ✓ |
| ৩৬ | | মাছুয়াখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮৫ | ৪ | চম্পাপুর | |
| ৩৭ | | মধ্য পাটুয়াখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮৪ | ৪ | চম্পাপুর | ✓ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩৮ | | পুর্ব দেবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮১ | ৫ | চম্পাপুর | |
| ৩৯ | | মধ্য মাছুয়াখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৫২ | ৪ | চম্পাপুর | |
| ৪০ | | খাপড়াভাংগা হাজিকান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৬৪ | ৪ | ডালবুগঞ্জ | |
| ৪১ | | উত্তর খাপড়াভাংগা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৪৮ | ৫ | ডালবুগঞ্জ | ✓ |
| ৪২ | | মেহেরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২২৮ | ৪ | ডালবুগঞ্জ | ✓ |
| ৪৩ | | ডালবুগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৬১ | ৫ | ডালবুগঞ্জ | ✓ |
| ৪৪ | | ফুলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৭১ | ৪ | ডালবুগঞ্জ | ✓ |
| ৪৫ | | রসুলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৪০ | ৪ | ডালবুগঞ্জ | ✓ |
| ৪৬ | | দক্ষিন খাপড়াভাংগা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২২৪ | ৪ | ডালবুগঞ্জ | |
| ৪৭ | | পেয়ারপুর আমেনা খাতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৪৩ | ৪ | ডালবুগঞ্জ | |
| ৪৮ | | বরকুতিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮০ | ৪ | ডালবুগঞ্জ | |
| ৪৯ | | ডালবুগঞ্জ বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮৩ | ৪ | ডালবুগঞ্জ | |
| ৫০ | | খেচাওপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮১ | ৪ | ডালবুগঞ্জ | |
| ৫১ | | চর নিশানবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮০ | ৪ | ধানখালী | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫২ | | মরিচবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৩৮ | ৩ | ধানখালী | ✓ |
| ৫৩ | | দাশের হা্ওলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৩২ | ৩ | ধানখালী | |
| ৫৪ | | নিশানবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১২৬ | ৪ | ধানখালী | |
| ৫৫ | | ধানখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৫৫ | ৫ | ধানখালী | ✓ |
| ৫৬ | | গিলাতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৬৭ | ৩ | ধানখালী | ✓ |
| ৫৭ | | লোনদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৪৬ | ৩ | ধানখালী | |
| ৫৮ | | পশ্চিম ধানখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮০ | ৩ | ধানখালী | ✓ |
| ৫৯ | | দক্ষিণ চালতাবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৪৯ | ৬ | ধানখালী | |
| ৬০ | | নিশানবাড়িয়া মাসুয়াখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮৭ | ৪ | ধানখালী | ✓ |
| ৬১ | | উত্তর নিশানবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৩ | ৪ | ধানখালী | |
| ৬২ | | পাঁচাজুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮৩ | ৪ | ধানখালী | |
| ৬৩ | | দক্ষিণ ধানখালী সালেহিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮৬ | ৪ | ধানখালী | ✓ |
| ৬৪ | | উত্তর পুর্ব লোনদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১২৪ | ৪ | ধানখালী | ✓ |
| ৬৫ | | মধ্য পাঁচাজুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮৫ | ৪ | ধানখালী | ✓ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৬৬ | | মধ্য ধানখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৪০ | ৪ | ধানখালী | ✓ |
| ৬৭ | | দক্ষিণ লোনদা হাসেম আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮৯ | ৪ | ধানখালী | ✓ |
| ৬৮ | | পুর্ব লোনদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৫১ | ৫ | ধানখালী | |
| ৬৯ | | চাপলী বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৯৬ | ৪ | ধুলাসার | |
| ৭০ | | ধুলাসার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪৫১ | ৬ | ধুলাসার | ✓ |
| ৭১ | | অনন্তপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩৩৪ | ৫ | ধুলাসার | ✓ |
| ৭২ | | চরচাপলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪৯৫ | ৬ | ধুলাসার | ✓ |
| ৭৩ | | নতুনপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮৯ | ৫ | ধুলাসার | |
| ৭৪ | | নয়াকাটা এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ১২০ | ৬ | ধুলাসার | |
| ৭৫ | | চর ধুলাসার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২০৯ | ৪ | ধুলাসার | ✓ |
| ৭৬ | | বোলতলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২২৩ | ৪ | ধুলাসার | |
| ৭৭ | | বোলতলি সৈয়দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৭৯ | ৪ | ধুলাসার | |
| ৭৮ | | বেদকাটা পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮৯ | ৫ | ধুলাসার | |
| ৭৯ | | লালুয়া বোর্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭৭ | ৩ | লালুয়া | |
| ৮০ | | লালুয়া রহিম উদ্দিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪৫০ | ৬ | লালুয়া | ✓ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৮১ | | চারিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩২৪ | ৬ | লালুয়া | ✓ |
| ৮২ | | চান্দু পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩৪৬ | ৪ | লালুয়া | ✓ |
| ৮৩ | | নয়াপাড়া মমেনা খাতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৭৬ | ৪ | লালুয়া | |
| ৮৪ | | মেহেরুন্নেছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮৩ | ৪ | লালুয়া | |
| ৮৫ | | সৈয়দগাজি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২১৫ | ৪ | লালুয়া | |
| ৮৬ | | লালুয়া হাটখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩৩৪ | ৪ | লালুয়া | |
| ৮৭ | | চর চান্দুপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৫৫ | ৪ | লালুয়া | ✓ |
| ৮৮ | | দশকানি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৭৮ | ৪ | লালুয়া | |
| ৮৯ | | বানাতীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৭৯ | ৪ | লালুয়া | |
| ৯০ | | পশ্চিম হাচঁনা পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৫৫ | ৪ | লালুয়া | |
| ৯১ | | পাঞ্জুপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯০ | ৪ | লতা চাপলি | |
| ৯২ | | অনজু পাড়া লতা চাপলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৮ | ৫ | লতা চাপলি | |
| ৯৩ | | লতা চাপলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪৯৪ | ৯ | লতা চাপলি | |
| ৯৪ | | মুসুল্লিবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩০৪ | ৬ | লতা চাপলি | |
| ৯৫ | | আজিমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৪৮ | ৬ | লতা চাপলি | ✓ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৯৬ | | মিস্ত্রি পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩৫৫ | ৫ | লতা চাপলি | ✓ |
| ৯৭ | | খাজুরা  সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২২৫ | ৬ | লতা চাপলি | ✓ |
| ৯৮ | | কুয়াকাটা শরিফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২১১ | ৪ | লতা চাপলি | ✓ |
| ৯৯ | | হোসেন পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৫ | ৪ | লতা চাপলি | |
| ১০০ | | তাহেরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৮ | ৪ | লতা চাপলি | |
| ১০১ | | পূর্ব কছপপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৪২ | ৪ | লতা চাপলি | |
| ১০২ | | লক্ষিপাড়া ইসলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৪২ | ৪ | লতা চাপলি | |
| ১০৩ | | তুলাতলি-৩ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮৬ | ৩ | লতা চাপলি | ✓ |
| ১০৪ | | পৌরগোজা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৯৭ | ৪ | লতা চাপলি | |
| ১০৫ | | রসুলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮৫ | ৫ | লতা চাপলি | |
| ১০৬ | | মাইট ডাঙ্গা আল-মামুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৭৬ | ৪ | লতা চাপলি | |
| ১০৭ | | আমজেদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩৭২ | ৪ | লতা চাপলি | ✓ |
| ১০৮ | | পশ্চিম দিয়ার আমখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮০ | ৪ | লতা চাপলি | |
| ১০৯ | | হাতেমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩২৪ | ৪ | লতা চাপলি | ✓ |
| ১১০ | | ফাশিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩৮৫ | ৪ | লতা চাপলি | ✓ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১১ | | তুলাতলি-২ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২১৬ | ৪ | লতা চাপলি | |
| ১১২ | | পূর্ব মধু খালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮৪ | ৫ | মিঠাগঞ্জ | ✓ |
| ১১৩ | | পশ্চিম মধু খালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২১০ | ৪ | মিঠাগঞ্জ | |
| ১১৪ | | মিঠাগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১২৪ | ৩ | মিঠাগঞ্জ | |
| ১১৫ | | চরপাড়া পক্ষিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৩৮ | ৩ | মিঠাগঞ্জ | ✓ |
| ১১৬ | | গোল বুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭৪ | ৩ | মিঠাগঞ্জ | ✓ |
| ১১৭ | | তেগাছিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩৪৮ | ৬ | মিঠাগঞ্জ | ✓ |
| ১১৮ | | চরপাড়া সাফাখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৫ | ৪ | মিঠাগঞ্জ | |
| ১১৯ | | আরামগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮৩ | ৪ | মিঠাগঞ্জ | |
| ১২০ | | মনোহরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৩৭ | ৫ | মহিপুর | ✓ |
| ১২১ | | নিজামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩১৫ | ৫ | মহিপুর | ✓ |
| ১২২ | | মোয়াজ্জেমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২২৫ | ৫ | মহিপুর | ✓ |
| ১২৩ | | লতিফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৫১ | ৩ | মহিপুর | ✓ |
| ১২৪ | | সিরাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৬৭ | ৫ | মহিপুর | ✓ |
| ১২৫ | | মহিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫৩৮ | ৯ | মহিপুর | ✓ |
| ১২৬ | | সুধিরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৪৩ | ৪ | মহিপুর | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১২৭ | | দক্ষিন কোমরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৫১ | ৪ | মহিপুর | |
| ১২৮ | | নিজ শিব বাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৩৬ | ৪ | মহিপুর | |
| ১২৯ | | কলাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২০২ | ৬ | পৌরসভা | ✓ |
| ১৩০ | | মঙ্গল সুখ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫৪৮ | ১৫ | পৌরসভা | ✓ |
| ১৩১ | | রহমতপুর কে জি এ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩০৬ | ৭ | পৌরসভা | ✓ |
| ১৩২ | | রাজেন্দ্র প্রসাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৮ | ৪ | পৌরসভা | |
| ১৩৩ | | বাদুরতলি কলোনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যাল | ১৬৬ | ৪ | পৌরসভা | |
| ১৩৪ | | নাচনাপাড়া বাসন্তী মন্ডল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২১৫ | ৪ | পৌরসভা | |
| ১৩৫ | | পশ্চিম কুমিরমাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৬১ | ৪ | নীলগঞ্জ | |
| ১৩৬ | | নবীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৫৬ | ৪ | নীলগঞ্জ | ✓ |
| ১৩৭ | | নীলগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৯২ | ৬ | নীলগঞ্জ | ✓ |
| ১৩৮ | | ফরিদগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৬৭ | ৫ | নীলগঞ্জ | |
| ১৩৯ | | গামইরতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১২১ | ৩ | নীলগঞ্জ | |
| | | পাখিমারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮৮ | ৫ | নীলগঞ্জ | |
| ১৪০ | | আমিরাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৫২ | ৫ | নীলগঞ্জ | ✓ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৪১ | | মোস্তফাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৪০ | ৩ | নীলগঞ্জ | |
| ১৪২ | | দক্ষিন দৌলতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২১০ | ৪ | নীলগঞ্জ | ✓ |
| ১৪৩ | | ফতেপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৭২ | ৪ | নীলগঞ্জ | |
| ১৪৪ | | পশ্চিম হাজিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩৫৭ | ৭ | নীলগঞ্জ | ✓ |
| ১৪৫ | | আক্কেলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৫২ | ৩ | নীলগঞ্জ | |
| ১৪৬ | | টুঙ্গিবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২১৫ | ৪ | নীলগঞ্জ | ✓ |
| ১৪৭ | | দক্ষিন গৈয়াতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৬৮ | ৪ | নীলগঞ্জ | |
| ১৪৮ | | লস্করপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮৭ | ৫ | নীলগঞ্জ | ✓ |
| ১৪৯ | | পূর্ব সোনাতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮৯ | ৫ | নীলগঞ্জ | ✓ |
| ১৫০ | | উমেদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৪০ | ৪ | নীলগঞ্জ | ✓ |
| ১৫১ | | পশ্চিম সোনাতলা হামিদিয়া মাদ্রাসা | ৮৮ | ৯ | নীলগঞ্জ | |
| ১৫২ | | সুলতানগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৮ | ৪ | নীলগঞ্জ | |
| ১৫৩ | | নিজকাটা আর. কে. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৬১ | ৪ | নীলগঞ্জ | |
| ১৫৪ | | ইসলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৬৮ | ৪ | নীলগঞ্জ | |
| ১৫৫ | | আদমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৭৩ | ৪ | নীলগঞ্জ | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৫৬ | | উত্তর তাহেরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৬৭ | ৪ | নীলগঞ্জ | |
| ১৫৭ | | আঞ্জুপাড়া টিয়াখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৭২ | ৪ | টিয়াখালি | |
| ১৫৮ | | বাদুরতলি-২ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৭৫ | ৪ | টিয়াখালি | ✓ |
| ১৫৯ | | দক্ষিন টিয়াখালি-২ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৬০ | ৪ | টিয়াখালি | ✓ |
| ১৬০ | | ইটবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৪০ | ৫ | টিয়াখালি | ✓ |
| ১৬১ | | দক্ষিন টিয়াখালি-১ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৩১ | ৩ | টিয়াখালি | |
| ১৬২ | | মধ্য টিয়াখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১১৯ | ৪ | টিয়াখালি | |
| ১৬৩ | | বাদুরতলি-১ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৪ | ৪ | টিয়াখালি | |
| ১৬৪ | | উত্তর টিয়াখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৩৩ | ৪ | টিয়াখালি | |
| ১৬৫ | | পশ্চিম টিয়াখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৫৩ | ৪ | টিয়াখালি | |

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/পাঠাগার (বেসরকারী)

| বিদ্যালয় নং | বিদ্যালয়/মাদ্রাসা/কলেজ | শিক্ষার্থী | শিক্ষক/ শিক্ষকা | অবস্থান /ইউনিয়ন | আশ্রয়কেন্দ্র/ স্কুলকাম শেল্টার (✓) |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | খেপুপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১২৫৫ | ২৬ | কলাপাড়া পৌরসভা | ✓ |
| ০২ | খেপুপাড়া বালিকা  মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৬৬৪ | ২৫ | কলাপাড়া পৌরসভা | ✓ |
| ০৩ | ধানখালি আশ্রাফ একাডেমি | ৪১৬ | ১১ | ধানখালি | ✓ |
| ০৪ | ডালবুগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৩৭০ | ১২ | ডালবুগঞ্জ | ✓ |
| ০৫ | ফরিদগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৩৭৩ | ৮ | নীলগঞ্জ | ✓ |
| ০৬ | ধানখালি এম ইউ মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২৯৬ | ৮ | ধানখালি | |
| ০৭ | নুর মোহম্মদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২৫১ | ১০ | চাকামইয়া | ✓ |
| ০৮ | ধুলাসার মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২২৮ | ১০ | ধুলাসার | ✓ |
| ০৯ | চাকামইয়া বেতমোর মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২৭১ | ৯ | চাকামইয়া | ✓ |
| ১০ | ফাতেমা হাই মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৪৭৫ | ১০ | লতাচাপলি | |
| ১১ | হাজীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২৯৭ | ১০ | হাজীপুর | ✓ |
| ১২ | লালুয়া জনতা মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৩৯৬ | ৯ | লালুয়া | ✓ |
| ১৩ | লালুয়া এস কে জেবি মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২৬২ | ১০ | লালুয়া | |
| ১৪ | লোন্দা হাফিজ উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২৫৯ | ৯ | ধানখালী | |
| ১৫ | মধ্য টিয়াখালি মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২১৫ | ৭ | টিয়াখালী | |
| ১৬ | মহিপুর কো-অফট মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১০৯৫ | ১৭ | মহিপুর | ✓ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৭ | মুসুল্লীয়াব এ. কে মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৩৭৬ | ৭ | লতাচাপলি | ✓ |
| ১৮ | পাঁচজুনিয়া ধানখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৩০৭ | ৯ | ধানখালী | ✓ |
| ১৯ | পাখিমারা পি.ভি মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৪৫৫ | ১২ | নীলগঞ্জ | ✓ |
| ২০ | পূর্বমধুখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২৩৩ | ১০ | মিঠাগঞ্জ | |
| ২১ | তেগাছিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৩৬৫ | ৮ | মিঠাগঞ্জ | |
| ২২ | উত্তর লালুয়া ইউ.সি মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৪৫৭ | ১১ | লালুয়া | |
| ২৩ | পাটুয়া আল-আমিন নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২৭২ | ৬ | ধানখালী | |
| ২৪ | রজপাড়া দ্বীন-ই এলাহী দাখিল মাদ্রাসা | ২৬০ | ১৭ | টিয়াখালী | |
| ২৫ | মুসুল্লীয়াবাদ সিনিয়ার মাদ্রাসা | ৩৫৬ | ১৭ | লতাচাপলি | |
| ২৬ | নুরপুর দাখিল মাদ্রাসা | ২০০ | ১১ | ডালবুগঞ্জ | |
| ২৭ | লোন্দা দাখিল মাদ্রাসা | ১৩৭ | ১৩ | ধানখালী | |
| ২৮ | মোস্তফাপুর এস বালিকা দাখিল মাদ্রাসা | ২০৩ | ১১ | নীলগঞ্জ | |
| ২৯ | উত্তর মাসুয়াখালী হানিফি দাখিল মাদ্রাসা | ১৫১ | ১৪ | ধানখালী | |
| ৩০ | পূর্বমধুখালী এস দাখিল মাদ্রাসা | ১৯৩ | ১৪ | মিঠাগঞ্জ | |
| ৩১ | লালুয়া নয়াপাড়া ইঃ দাখিল মাদ্রাসা | ৩২৪ | ১৩ | লালুয়া | |
| ৩২ | কুয়াকাটা ইসলামপুর দাখিল মাদ্রাসা | ২৭৬ | ১৪ | কুয়াকাটা পৌরসভা | |
| ৩৩ | আরামগঞ্জ আলীগঞ্জ দাখিল মাদ্রাসা | ১৬৮ | ১৩ | মিঠাগঞ্জ | |
| ৩৪ | আক্কেলপুর নুরিয়া দাখিল মাদ্রাসা | ২৪১ | ১২ | নীলগঞ্জ | |
| ৩৫ | চরচাপলি ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা | ৪৪৮ | ০ | ধুলাসর | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৩৬ | বড় বলিয়াতলী ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা | ৩১১ | ১৪ | বলিয়াতলী | |
| ৩৭ | নিশানবাড়িয়া এসএমএফকে দাখিল মাদ্রাসা | ১৩৮ | ১০ | চম্পাপুর | |
| ৩৮ | নাওভাঙ্গা এস সিনিয়ার মাদ্রাসা | ৪২১ | ২৪ | নীলগঞ্জ | ✓ |
| ৩৯ | ইউ.পি.পি মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২৪০ | ১৩ | ধানখালী | ✓ |
| ৪০ | তুলাতলী মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২৫৯ | ৮ | বালীয়াতলী | |
| ৪১ | চাকামইয়া নেওয়াপাড়া দাখিল মাদ্রাসা | ২৪০ | ১৩ | চাকামইয়া | |
| ৪২ | শিশু পল্লী একাডেমি | ২৮৩ | ৬ | বালীয়াতলী | |
| ৪৩ | মোয়াজ্জেমপুর সিনিয়ার মাদ্রাসা | ২৪০ | ১৬ | ডাবলুগঞ্জ | |
| ৪৪ | উমেদপুর ইলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা | ৪৩৫ | ১৩ | নীলগঞ্জ | |
| ৪৫ | কুয়াকাটা বঙ্গবন্ধু মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৪২৪ | ৯ | কুয়াকাটা পৌরসভা | |
| ৪৬ | ধানখালী এ মন্নান নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৩৯ | ৪ | ধানখালী | |
| ৪৭ | ধানখালী মহিলা দাখিল মাদ্রাসা | ২২৮ | ১৪ | ধানখালী | |
| ৪৮ | কুয়াকাটা তুলাতলী নিম্ন বালিকা বিদ্যালয় | ১৯১ | ৫ | কুয়াকাটা পৌরসভা | |
| ৪৯ | বনাতিপাড়া আঃ হালিম দাখিল মাদ্রাসা | ১৬১ | ১৩ | লালুয়া | ✓ |
| ৫০ | টিয়াখালা কে আই নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২০৫ | ৪ | টিয়াখালী | |
| ৫১ | মেনহাজপুর হাক্কানি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৩০৮ | ৬ | নীলগঞ্জ | |
| ৫২ | তারিকাটা দাখিল মাদ্রাসা | ৩০২ | ১০ | ধুলাসর | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৫৩ | ইউসুফপুর মহিলা দাখিল মাদ্রাসা | ৩১৫ | ১১ | মহিপুর | |
| ৫৪ | খেপুপাড়া নেছারউদ্দিন ফাজিল মাদ্রাসা | ১৯৮ | ২৩ | কলাপাড়া পৌরসভা | |
| ৫৫ | ছোটবালীয়াতলী মুসুল্লীয়াবাদ মাদ্রাসা | ২১৭ | ১৪ | বালীয়াতলী | |
| ৫৬ | বাদুরতলী বালিকা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা | ১২৬ | ১২ | টিয়াখালী | |
| ৫৭ | সুলতানগঞ্জ দাখিল মাদ্রাসা | ৩১৩ | ১৩ | নীলগঞ্জ | |
| ৫৮ | দৌলতপুর এস আলিম মাদ্রাসা | ২০৪ | ১৮ | নীলগঞ্জ | |
| ৫৯ | গাজিপাড়া দাখিল মাদ্রাসা | ৩১২ | ৯ | চাকামইয়া | |
| ৬০ | হাজী আব্দুস সোবহান শিকদার মডেল একাডেমি | ৪৭৭ | ১৬ | কলাপাড়া পৌরসভা | ✓ |
| ৬১ | কুয়াকাটা খানাবাদ কলেজ | ৫৪৭ | ২৩ | কুয়াকাটা পৌরসভা | ✓ |
| ৬২ | ধানখালী ডিগ্রি কলেজ | ৪৩০ | ১৭ | ধানখালী | ✓ |
| ৬৩ | মোজাহার উদ্দিন বিশ্বাস ডিগ্রি কলেজ | ১০২৫ | ৩৬ | কলাপাড়া পৌরসভা | ✓ |
| ৬৪ | আলহাজ্ব জালাল উদ্দিন কলেজ | ২৬০ | ১৭ | ধুলাসর | ✓ |
| ৬৫ | কলাপাড়া মহিলা কলেজ | ৩৯৯ | ২৪ | কলাপাড়া পৌরসভা | ✓ |
| ৬৬ | ধানখালী টেকনিক্যাল এ্যান্ড বিএম কলেজ | ২৮১ | ০৫ | ধানখালী | |
| ৬৭ | মুক্তিযোদ্ধা মেমোরিয়াল কলেজ | ৩২৯ | ১৭ | মহিপুর | ✓ |
| ৬৮ | ইসমাইল তালুকদার কৃষি ইনস্টিটিউট | ১৩৫ | ৪ | কলাপাড়া পৌরসভা | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৬৯ | ইসমাইল তালুকদার টেকনিক্যাল এ্যান্ড বিএম কলেজ | ১০৮ | ৬ | কলাপাড়া পৌরসভা | |

*(**Source:**Upazila Education Department, Kalapara.)*

**সংযুক্তি:- ০২**

**উপজেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা-**

| আশ্রয়কেন্দ্র | নাম | ইউনিয়নের নাম | ধারন ক্ষমতা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| **মাটির কিল্লা/ বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র** | নেওয়াপাড়া গ্রামের মাটির কিল্লা | চাকামইয়া | ২৫০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | কাছিমখালী গ্রামে মাটির কিল্লা | চাকামইয়া | ২৫০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | পূর্ব বাদুরতলী দারোগার বাঁধ সংলগ্ন মাটির কিল্লা | টিয়াখালী | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | পূর্ব বাদুরতলী লামিওপাড়া হাজী ইয়াসিন সড়ক সংরগ্ন মাটির কিল্লা | টিয়াখালী | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | পূর্ব টিয়াখালী আলতাফ প্যাদা বাড়ী সংলগ্ন মাটির কিল্লা | টিয়াখালী | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | চান্দুপাড়া মাটির কিল্লা | লালুয়া | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | নাওয়াপাড়া মাটির কিল্লা | লালুয়া | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | তাহেরপুর মাটির কিল্লা | নীলগঞ্জ | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | নবীপুর মাটির কিল্লা | নীলগঞ্জ | ১০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | পশ্চিম সোনাতলা মাটির কিল্লা | নীলগঞ্জ | ১১০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | কুমিরমারা মাটির কিল্লা | নীলগঞ্জ | ১২০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | গৈয়াতলা মাটির কিল্লা | নীলগঞ্জ | ১৫০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | ইউসুফপুর মাটির কিল্লা | মহিপুর | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | সেরাজপুর মাটির কিল্লা | মহিপুর | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | খাজুরা কাঞ্চন আলী হাওলাদার বাড়ী সংলগ্ন মাটির কিল্লা | লতাচাপলী | ২৫০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | ছোট বালিয়াতলী মাটির কিল্লা | বালিয়াতলী | ২৫০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | বৌদ্দপাড়া মাটির কিল্লা | বালিয়াতলী | ২৫০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | সোনাপাড়া মাটির কিল্লা | বালিয়াতলী | ২৫০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | নলবুনিয়া মাটির কিল্লা | বালিয়াতলী | ২৫০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | খাপড়াভাংগা মাটির কিল্লা | ডালবুগঞ্জ | ২৫০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | মীরপুর মাটির কিল্লা | ডালবুগঞ্জ | ২৫০ | ব্যবহার উপযোগী |
| **স্কুল কাম শেল্টার** | আমতলা রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় | চাকামইয়া | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী, পর্যাপ্ত টয়লেট ও নলকুপ নেই |
| | উঃ চাকামইয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | চাকামইয়া | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | গামুরবুনিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | চাকামইয়া | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী, পর্যাপ্ত টয়লেট ওনলকুপ নেই |
| | পূর্ব চাকামইয়া সাইক্লোন সেল্টার | চাকামইয়া | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | বেতমোর কারিতাস সাইক্লোন সেন্টার | চাকামইয়া | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী, প্রয়োজনের তুলনায় কম |
| | বেতমোর মাধ্যমিক বিদ্যালয় | চাকামইয়া | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী, পর্যাপ্ত টয়লেট ওনলকুপ নেই |
| | নিশানবাড়ীয়া সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় | চাকামইয়া | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | কাঠাল পাড়া সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় | চাকামইয়া | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | মধ্য টিয়খালী সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় | টিয়াখালী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | ইটবাড়ীয়া সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় | টিয়াখালী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | নাচনাপাড়া কারিতাস আশ্রয়কেন্দ্র | টিয়াখালী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | চান্দুপাড়া আশ্রয় কেন্দ্র | লালুয়া | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী, পর্যাপ্ত টয়লেট প্রয়োজন |
| | চান্দুপাড়া আশ্রয় কেন্দ্র | লালুয়া | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | মঞ্জুপাড়া আশ্রয় কেন্দ্র | লালুয়া | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | জনাতা মাধ্যমিক বিদ্যালয় | লালুয়া | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী, পর্যাপ্ত টয়লেট ও নলকুপ নেই |
| | লালুয়া ইউনিয়ন পরিষদ আশ্রয়কেন্দ্র | লালুয়া | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | চারিপাড়া আশ্রয় কেন্দ্র | লালুয়া | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | নয়াপাড়া আশ্রয় কেন্দ্র | লালুয়া | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | উত্তর লালুয়া আশ্রয় কেন্দ্র | লালুয়া | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | ছোনকোল আশ্রয় কেন্দ্র | লালুয়া | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | এসকেজেবি মাধ্যমিক বিদ্যালয় | লালুয়া | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী, পর্যাপ্ত নলকুপ নেই |
| | চান্দুপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | লালুয়া | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | তেগাছিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র | মিঠাগঞ্জ | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | গোলবুনিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র | মিঠাগঞ্জ | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | পূর্ব মধুখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় | মিঠাগঞ্জ | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | মজিদবাড়ীয় আশারআলো মসজিদ কাম আশ্রয়কেন্দ্র | মিঠাগঞ্জ | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী, পর্যাপ্ত টয়লেট ওনলকুপ নেই |
| | আক্কেলপুর আশ্রয়কেন্দ্র | নীলগঞ্জ | ৩০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | সদরপুর রুপচাঁদ বাড়ীর সামনে আশ্রয়কেন্দ্র | নীলগঞ্জ | ৩০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | পশ্চিশ হাজীপুর আশ্রয়কেন্দ্র কাম মাধ্যমিক বিদ্যালয | নীলগঞ্জ | ৩০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | লস্করপুর আশ্রয়কেন্দ্র | নীলগঞ্জ | ৩০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | দৌলতপুর আশ্রয়কেন্দ্র | নীলগঞ্জ | ৩০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | আমিরাবাদ আশ্রয়কেন্দ্র | নীলগঞ্জ | ৩০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | উমেদপুর সাইক্লোন সেল্টার | নীলগঞ্জ | ৩০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | পাকিমারা পিবি মাঃ বিদ্যাঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার (০২টি) | নীলগঞ্জ | ৩০০ | মেরামত প্রয়োজন |
| | টুঙ্গীবাড়ীয়া সঃ প্রঃবিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার | নীলগঞ্জ | ৩০০ | মেরামত প্রয়োজন পর্যাপ্ত টয়লেট ওনলকুপ নেই, |
| | নজিবপুর খালগোড়া মাদ্রাসা কাম সাইক্লোন সেল্টার | মহিপুর | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | মহিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার | মহিপুর | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | সেরাজপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার | মহিপুর | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী, সাইক্লোন শেল্টার, মেরামত প্রয়োজন ও পর্যাপ্ত টয়লেট ওনলকুপ নেই |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | নিজামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার | মহিপুর | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | মনোহরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার | মহিপুর | ৩০০ | ব্যবহার উপযে পর্যাপ্ত টয়লেট ওনলকুপ নেই াগী |
| | মোয়াজ্জেম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার | মহিপুর | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | লতিফপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার | মহিপুর | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী, সাইক্লোন শেল্টার, মেরামত প্রয়োজন ও পর্যাপ্ত টয়লেট ওনলকুপ নেই |
| | মিশ্রিপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার | লতাচাপলী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | তুলাতলী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার | লতাচাপলী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | তুলাতলী মেম্বর বাড়ী সংলগ্ন সাইক্লোন সেল্টার | লতাচাপলী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | পুনামাপাড়া ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র | লতাচাপলী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী, মেরামত প্রয়োজন |
| | আজিমপুর সাইক্লোন সেল্টার | লতাচাপলী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | মুঃ বাদ সরকারী প্রাঃ স্কুল | লতাচাপলী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | গোড়া আমখোলা সাইক্লোন সেল্টার | লতাচাপলী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী সাইক্লোন শেল্টার, মেরামত প্রয়োজন ও পর্যাপ্ত টয়লেট ওনলকুপ নেই, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | আমজেদপুর রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় | লতাচাপলী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | নয়াপাড়া কওমী মাদ্রাসা | লতাচাপলী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | হাতেমপুর রেজিঃ প্রাঃ স্কুল | লতাচাপলী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | হাতেমপুর রেজিঃ প্রাঃ স্কুল | লতাচাপলী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | ফর্সিপাড়া রেজিঃ প্রাঃ স্কুল | লতাচাপলী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | শরীফপুর রেজিঃ প্রাঃ স্কুল | লতাচাপলী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | খাজুরা সরকারী প্রাঃ স্কুল | লতাচাপলী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | খাজুরা সাইক্লোন সেল্টার | লতাচাপলী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী, পর্যাপ্ত টয়লেট ওনলকুপ নেই |
| | লতাচাপলী ইউঃ পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন | লতাচাপলী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | মম্বিপাড়া সৎসঙ্গ মন্দির | লতাচাপলী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | পাঁচজুনিয়া ধানখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়া | ধানখালী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী, সাইক্লোন শেল্টার মেরামত প্রয়োজন |
| | দক্ষিন চালিতাবুনিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ধানখালী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | লোন্দা হাফিজ উদ্দিন  মাধ্যমিক বিদ্যালয়া | ধানখালী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | নিশানবাড়িয়া দাখিল মাদ্রাসা | ধানখালী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী, পর্যাপ্ত টয়লেট ওনলকুপ নেই |
| | ধানখালী ট্যাকনিক্যাল এন্ড বি এম কলেজ | ধানখালী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | গাজী মান্নান এন্ড হাফিজিয়া বালিকা | ধানখালী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | মাছুয়াখালী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ধানখালী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | মরিচবুনিয়া রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি | ধানখালী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী, পর্যাপ্ত টয়লেট ওনলকুপ নেই |
| | চর ধুলাসার সাইক্লোন সেল্টার | ধুলাসার | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | পূর্ব ধুলাসার সাইক্লোন সেল্টার | ধুলাসার | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | পূর্ব ধুলাসার স্কুল কাম সাইক্লোন সেল্টার | ধুলাসার | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | পশ্চিম ধুলাসার কারিতাস সাইক্লোন সেল্টার | ধুলাসার | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী, পর্যাপ্ত নলকুপ নেই |
| | পশ্চিম ধুলাসার স্কুল কাম সাইক্লোন সেল্টার | ধুলাসার | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | অনন্তপাড়া সাইক্লোন সেল্টার | ধুলাসার | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | অনন্তপাড়া স্কুল কাম সাইক্লোন সেল্টার | ধুলাসার | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | চরচাপলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার | ধুলাসার | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী, পর্যাপ্ত নলকুপ নেই |
| | ধুলাসার ইউনিয়ন পরিষদ কাম সাইক্লোন সেল্টার | ধুলাসার | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | চরচাপলী ইসলামিয়া মাঃ বিঃ কাম সাইক্লোন সেল্টার | ধুলাসার | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | চরগঙ্গামতি কারিতাস সাইক্লোন সেল্টার | ধুলাসার | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী, পর্যাপ্ত নলকুপ নেই |
| | নতুনপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার | ধুলাসার | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | দক্ষিন ছোট বালিয়াতলী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার | বালিয়াতলী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী, পর্যাপ্ত নলকুপ ও লেট্রিন নেই |
| | আইউমপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার | বালিয়াতলী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | তুলাতলী  মাধ্যঃ বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার | বালিয়াতলী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | দ্বিগর বালিয়াতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার | বালিয়াতলী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | চর বালীয়াতলী রেজিঃ  প্রাথমিক বিদ্যালয় | বালিয়াতলী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | পশ্চিম দ্বিগর বালীয়াতলী রেজিঃ  প্রাথমিক বিদ্যালয় | বালিয়াতলী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | বড় বালিয়াতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার | বালিয়াতলী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী, পর্যাপ্ত নলকুপ নেই |
| | কাংকুনী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার | বালিয়াতলী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | পক্ষিপাড়া সাইক্লোন সেল্টার | বালিয়াতলী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | ডালবুগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার | ডালবুগঞ্জ | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | মেহেরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার | ডালবুগঞ্জ | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী, পর্যাপ্ত নলকুপ ও লেট্রিন নেই |
| | রসুলপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার | ডালবুগঞ্জ | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | ফুলপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার | ডালবুগঞ্জ | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | উত্তর খাপড়াভাংগা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার | ডালবুগঞ্জ | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | মনসাতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার | ডালবুগঞ্জ | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী পর্যাপ্ত নলকুপ ও লেট্রিন নেই, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | উত্তর পূর্ব পাটুয়া মাধঃ  বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার | চম্পাপুর | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | পাটুয়া আল আমিন মাঃ বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার | চম্পাপুর | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | মধ্য পাটুয়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার | চম্পাপুর | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | গোলবুনিয়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার | চম্পাপুর | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | মাসুয়াখালী বোর্ড সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার | চম্পাপুর | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | উঃ চালিতাবুনিয়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | চম্পাপুর | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | উঃ দেবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার | চম্পাপুর | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | দক্ষিন দেবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার | চম্পাপুর | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী, পর্যাপ্ত নলকুপ ও লেট্রিন নেই |
| | | | | |
| | উঃ চালিতাবুনিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার | চম্পাপুর | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | এম ইউ সংলগ্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার | চম্পাপুর | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | তেগাছিয়া মাধ্যঃ বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন সেল্টার | মিঠাগঞ্জ | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী, পর্যাপ্ত নলকুপ ও লেট্রিন নেই |
| | আমতলা রেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় | চাকামইয়া | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | আয়ুমপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। | বালিয়াতলি | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | দিগর বালিয়াতলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। | বালিয়াতলি | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | বড় বালিয়াতলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | বালিয়াতলি | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | ছোট বালিয়াতলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | বালিয়াতলি | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | কানকুনিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | বালিয়াতলি | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী, পর্যাপ্ত নলকুপ ও লেট্রিন নেই |
| | তুলাতলি-১ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | বালিয়াতলি | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | বেতমর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | চাকামইয়া | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | চাকামইয়া নিশানবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | চাকামইয়া | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী, পর্যাপ্ত নলকুপ ও লেট্রিন নেই |
| | পূর্ব চাকামইয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | চাকামইয়া | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | গামুরী বুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | চাকামইয়া | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | উত্তর চাকামইয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | চাকামইয়া | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | আমতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | চাকামইয়া | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী, পর্যাপ্ত টয়লেট নেই |
| | ধানখালি হাই এ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | চম্পাপুর | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | দেবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | চম্পাপুর | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | পূর্বপাটুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | চম্পাপুর | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | ধানখালি বোর্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | চম্পাপুর | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | পাটুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | চম্পাপুর | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | উত্তর- পূর্ব চালতাবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | চম্পাপুর | ২০০ | ব্যবহার উপযোগ পর্যাপ্ত নলকুপ ও লেট্রিন নেই |
| | দক্ষিন দেবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | চম্পাপুর | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | উত্তর চালতাবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | চম্পাপুর | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | গোলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | চম্পাপুর | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী , পর্যাপ্ত নলকুপ ও লেট্রিন নেই |
| | মধ্য পাটুয়াখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | চম্পাপুর | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | উত্তর খাপড়াভাংগা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ডালবুগঞ্জ | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | মেহেরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ডালবুগঞ্জ | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী পর্যাপ্ত নলকুপ ও লেট্রিন নেই , |
| | ডালবুগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ডালবুগঞ্জ | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | ফুলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ডালবুগঞ্জ | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | রসুলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ডালবুগঞ্জ | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী, পর্যাপ্ত নলকুপ ও লেট্রিন নেই |
| | মরিচবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ধানখালী | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | ধানখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ধানখালী | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | গিলাতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ধানখালী | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | পশ্চিম ধানখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ধানখালী | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | নিশানবাড়িয়া মাসুয়াখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ধানখালী | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | দক্ষিণ ধানখালী সালেহিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ধানখালী | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | উত্তর পুর্ব লোনদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ধানখালী | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | মধ্য পাঁচাজুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ধানখালী | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী, পর্যাপ্ত নলকুপ ও লেট্রিন নেই |
| | মধ্য ধানখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ধানখালী | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | দক্ষিণ লোনদা হাসেম আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ধানখালী | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | ধুলাসার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ধুলাসার | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | অনন্তপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ধুলাসার | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | চরচাপলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ধুলাসার | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | চর ধুলাসার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ধুলাসার | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | লালুয়া রহিম উদ্দিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | লালুয়া | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | চারিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | লালুয়া | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | চান্দু পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | লালুয়া | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | আজিমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | লতাচাপলি | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | মিস্ত্রি পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | লতাচাপলি | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী, সাইক্লোন শের্টার মেরামত করা প্রয়োজন |
| | খাজুরা  সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | লতাচাপলি | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | কুয়াকাটা শরিফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | লতাচাপলি | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | তুলাতলি-৩ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | লতাচাপলি | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | আমজেদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | লতাচাপলি | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী, পর্যাপ্ত নলকুপ ও লেট্রিন নেই |
| | হাতেমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | লতাচাপলি | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | ফাশিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | লতাচাপলি | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | পূর্ব মধু খালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | মিঠাগঞ্জ | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | চরপাড়া পক্ষিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | মিঠাগঞ্জ | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী , পর্যাপ্ত নলকুপ ও লেট্রিন নেই |
| | গোল বুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | মিঠাগঞ্জ | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | তেগাছিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | মিঠাগঞ্জ | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | মনোহরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | মহিপুর | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | নিজামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | মহিপুর | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী, পর্যাপ্ত নলকুপ ও লেট্রিন নেই |
| | মোয়াজ্জেমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | মহিপুর | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | লতিফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | মহিপুর | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | সিরাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | মহিপুর | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | মহিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | মহিপুর | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | কলাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | পৌরসভা | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | মঙ্গল সুখ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | পৌরসভা | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী, নলকুপের প্রয়োজন |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | রহমতপুর কে জি এ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | পৌরসভা | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী পর্যাপ্ত নলকূপ ও লেট্রিন নেই, |
| | নবীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | নীলগঞ্জ | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | নীলগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | নীলগঞ্জ | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | আমিরাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | নীলগঞ্জ | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | দক্ষিন দৌলতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | নীলগঞ্জ | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | পশ্চিম হাজিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | নীলগঞ্জ | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | টুঙ্গিবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | লস্করপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | নীলগঞ্জ | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | পূর্ব সোনাতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | নীলগঞ্জ | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী, পর্যাপ্ত নলকূপ ও লেট্রিন নেই |
| | উমেদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | নীলগঞ্জ | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | বাদুরতলি-২ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | টিয়াখালি | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী, সাইক্লোন শেল্টার মেরামত ও পর্যাপ্ত নলকূপ ও লেট্রিন নেই |
| | দক্ষিন টিয়াখালি-২ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | টিয়াখালি | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী, পর্যাপ্ত নলকূপ ও লেট্রিন নেই |
| | ইটবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | টিয়াখালি | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী , পর্যাপ্ত নলকূপ ও লেট্রিন নেই |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | হাজীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় | নীলগঞ্জ | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী, পর্যাপ্ত নলকুপ ও লেট্রিন নেই |
| | পাখিমারা পি.ভি মাধ্যমিক বিদ্যালয় | নীলগঞ্জ | ২০০ | ব্যবহার অনুপযোগী |
| | খেপুপাড়া নেছারউদ্দিন ফাজিল মাদ্রাসা | কলাপাড়া পৌরসভা | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী, পর্যাপ্ত নলকুপ ও লেট্রিন নেই |
| | দৌলতপুর এস আলিম মাদ্রাসা | নীলগঞ্জ | ২০০ | ব্যবহার উপযোগী, পর্যাপ্ত নলকুপ ও লেট্রিন নেই |
| **সরকারী প্রতিষ্ঠান** | কলাপাড়া উপজেলা পরিষদ | কলাপাড়া | ৮০০ | ব্যবহার উপযোগী, পর্যাপ্ত নলকুপ ও লেট্রিন নেই |
| **ইউপি ভবন** | নীলগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ | নীলগঞ্জ | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী, পর্যাপ্ত নলকুপ ও লেট্রিন নেই |
| | টিয়াখালী ইউনিয়ন পরিষদ | টিয়াখালী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী পর্যাপ্ত নলকুপ ও লেট্রিন নেই, |
| | চম্পাপুর ইউনিয়ন পরিষদ | চম্পাপুর | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | চাকামইয়া ইউনিয়ন পরিষদ | চাকামইয়া | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | ডালবুগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ | ডালবুগঞ্জ | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী, পর্যাপ্ত নলকুপ ও লেট্রিন নেই |
| | বালিয়াতলী ইউনিয়ন পরিষদ | বালিয়াতলী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | মিঠাগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ | মিঠাগঞ্জ | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | ধুলাসার ইউনিয়ন পরিষদ | ধুলাসার | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | লতাচাপলী ইউনিয়ন পরিষদ | লতাচাপলী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | ধানখালী ইউনিয়ন পরিষদ | ধানখালী | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | মহিপুর ইউনিয়ন পরিষদ | মহিপুর | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| | লালুয়া ইউনিয়ন পরিষদ | লালুয়া | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী, পর্যাপ্ত নলকুপ ও লেট্রিন নেই |
| | কলাপাড়া পৌরসভা | কলাপাড়া পৌরসভা | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী, |
| | কুয়াকাটা পৌরসভা | কুয়াকাটা পৌরসভা | ৩০০ | ব্যবহার উপযোগী |
| **উঁচু রাস্তা** | ➢ শাপাখালী ফিরোজ মাতবরের বাড়ি থেকে কালাম হাওলাদারের বাড়ির সামনের রাস্তা হইয়া ইসলামপুর রাস্তা পর্যন্ত | নীলগঞ্জ, টিয়াখালী, চম্পাপুর , চাকামইয়া, ডালবুগঞ্জ, বালিয়াতলী, মিঠাগঞ্জ, ধুলাসার, লতাচাপলী, ধানখালী, মহিপুর, লালুয়া | | **রাস্তা ১৫০৮ কি.মি** (কাঁচা ১২৭৫ কি.মি, ঐইই ৯৩কি.মি, পাকা ১৪০ কি.মি), গড় উচ্চতা ৩/৪ ফুট। |
| | ➢ শাপাখালী জাফর হাওলাদারের বাড়ি থেকে রহমান বাড়ির হইয়া তেগাছিয়া সলেমানবাড়ি পর্যন্ত | | | |
| | ➢ তেগাছিয়া বাজার থেকে পূর্ব মধ্যখালী নূরু পাহালানের বাড়ির রাস্তা পর্যন্ত | | | |
| | ➢ বাইসা খোলা ব্রীজ থেকে পণ্ডিবাড়ির রাস্তা হইয়া বাইদাপাড়া স্লুইস গেট পর্যন্ত | | | |
| | ➢ তেগাছিয়া বাজার থেকে জমাই নগর রাস্তা পর্যন্ত | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ➢ আলিগঞ্জ লঞ্চ ঘাট থেকে মজিদ মাওলানার বাড়ির রাস্তা হইয়া তেগাছিয়া বাজার পর্যন্ত | | | |
| | ➢ আলিগঞ্জ লঞ্চ ঘাট থেকে মতিন শিকদার রাস্তা হইয়া তেগাছিয়া বাজার পর্যন্ত | | | |
| | ➢ শাহাপুরের খেয়া ঘাটা থেকে জলির মৃথা বাড়ির রাস্তা হইয়া তেগাছিয়া চৌরাস্তা পর্যন্ত | | | |
| | ➢ আরামগঞ্জ রিয়াজ উদ্দিন মৃধা বাড়ি থেকে আজিজ সরদারের বাড়ির রাস্তা পর্যন্ত | | | |
| | ➢ স্বনির্ভর জামাল হাওলাদারের বাড়ি থেকে পশ্চিমে ডঅচউঅ রাস্তা পর্যন্ত | | | |
| | ➢ কাটা খালী স্লুইস গেট থেকে আলাল উদ্দিন বাড়ির রাস্তা হইয়া জাহাঙ্গীর বইয়াতির বাড়ি পর্যন্ত | | | |
| **বাঁধ** | কলাপাড়া উপজেলায় মোট ২২ টি বাঁধ রয়েছে। এই বাঁধ গুলো ১২ টি ইউনিয়ন, ২ টি পৌরসভা এবং উপজেলা শহর রক্ষাকারী বাঁধ। উদাহরণস্বরূপ- বাঁধ নং ৪৬, বাঁধ নং ৪৩/১ বি, বাঁধ নং ৫৪/এ, বাঁধ নং ৪৪ ইত্যাদি। | নীলগঞ্জ, টিয়াখালী, চম্পাপুর , চাকামইয়া, ডালবুগঞ্জ, বালিয়াতলী, মিঠাগঞ্জ, ধুলাসার, লতাচাপলী, ধানখালী, | | **মোট বাঁধ ৬৮৫ কিলোমিটার (আনুমানিক), গড় উচ্চতা ২০ ফুট (আনুমানিক)** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | মহিপুর,<br><br>লালুয়া,<br><br>কলাপাড়া, পৌরসভা,<br><br>কুয়াকাটা পৌরসভা | | |

(Source: UNO Office, LGED, WDB, UEO, PIO and CPP Office, Kalapara)

**সংযুক্তি-০৩: আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা :**

নিম্নে প্রদত্ত কর্মসূচি গুলোর ক্ষেত্রে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কোন নির্দিষ্ট নামের তালিকা পাওয়া যায় নাই। তবে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের সময় সংশ্লিষ্ট স্টেকহেল্ডারদের সাথে কথা বলে জানা গেছে যে উল্লিখিত কাজ গুলো সম্পাদন করার জন্য প্রত্যেকটি ইউনিয়নের সম্মানিত চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে, ইউনিয়ন পরিষদ সচিব ও অন্যান্য ইউপি সদস্য গণ এই কাজ সম্পাদন করে থাকেন। এবং এ সকল কাজের সার্বিক তত্ত্বাবধান করেণ উপজেলা পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ যেমন উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, এলজিইডি, সিপিপি, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা অফিসার ইত্যাদি ।

**মাটির কিল্লা**

| আশ্রয়কেন্দ্রর নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি | মোবাইল | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| নেওয়াপাড়া গ্রামের মাটির কিল্লা | মোঃ কেরামত আলী | ০১৭১৩৯৫১০৮১ | |
| কাছিমখালী গ্রামে মাটির কিল্লা | মোঃ কেরামত আলী | ০১৭১৩৯৫১০৮১ | |
| পূর্ব বাদুরতলী দারোগার বাঁধ সংলগ্ন মাটির কিল্লা | মোঃ মাহমুদুল হাসান সুজন মোল্লা | ০১৭১৭৭১১৬৯০ | |
| পূর্ব বাদুরতলী লামিওপাড়া হাজী ইয়াসিন সড়ক সংলগ্ন মাটির কিল্লা | মোঃ মাহমুদুল হাসান সুজন মোল্লা | ০১৭১৭৭১১৬৯০ | |
| পূর্ব টিয়াখালী আলতাফ প্যাদা বাড়ী সংলগ্ন মাটির কিল্লা | মোঃ মাহমুদুল হাসান সুজন মোল্লা | ০১৭১৭৭১১৬৯০ | |
| চান্দুপাড়া মাটির কিল্লা | মোঃ মীর তারিকুর জামান | ০১৭২৩৩৭৭১১৮ | |
| নাওয়াপাড়া মাটির কিল্লা | মোঃ মীর তারিকুর জামান | ০১৭২৩৩৭৭১১৮ | |
| তাহেরপুর মাটির কিল্লা | মোঃ আঃ মালেক খাঁন | ০১৭১২৪৫৯১৩৮ | |
| নবীপুর মাটির কিল্লা | মোঃ আঃ মালেক খাঁন | ০১৭১২৪৫৯১৩৮ | |
| পশ্চিম সোনাতলা মাটির কিল্লা | মোঃ আঃ মালেক খাঁন | ০১৭১২৪৫৯১৩৮ | |
| কুমিরমারা মাটির কিল্লা | মোঃ আঃ মালেক খাঁন | ০১৭১২৪৫৯১৩৮ | |
| গৈয়াতলা মাটির কিল্লা | মোঃ আঃ মালেক খাঁন | ০১৭১২৪৫৯১৩৮ | |
| ইউসুফপুর মাটির কিল্লা | মোঃ নিজাম | ০১৭১৫২১৪১৮৪ | |
| সেরাজপুর মাটির কিল্লা | মোঃ নিজাম | ০১৭১৫২১৪১৮৪ | |
| খাজুরা কাঞ্চন আলী হাওলাদার বাড়ী সংলগ্ন মাটির কিল্লা | রাশিদা বেগম | ০১৭৫৭৮৩৫২২৯ | |
| ছোট বালিয়াতলী মাটির কিল্লা | এবিএম হুমায়ুন কবির | ০১৭২৮১৯৫৩০০ | |
| বৌদ্দপাড়া মাটির কিল্লা | এবিএম হুমায়ুন কবির | ০১৭২৮১৯৫৩০০ | |
| সোনাপাড়া মাটির কিল্লা | এবিএম হুমায়ুন কবির | ০১৭২৮১৯৫৩০০ | |
| নলবুনিয়া মাটির কিল্লা | এবিএম হুমায়ুন কবির | ০১৭২৮১৯৫৩০০ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| খাপড়াভাংগা মাটির কিল্লা | আব্দুস্ সালাম শিকদার | ০১৭১৫০৯৭৪০৭ | |
| মীরপুর মাটির কিল্লা | আব্দুস্ সালাম শিকদার | ০১৭১৫০৯৭৪০৭ | |

**<u>স্কুল কাম শেল্টার</u>**

| আশ্রয়কেন্দ্রের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি | মোবাইল নম্বর | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| আয়ুমপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। | | | উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কোন নির্দিষ্ট নামের তালিকা পাওয়া যায় নাই। তবে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের সময় সংশ্লিষ্ট স্টেকহেল্ডারদের সাথে কথা বলে জানা গেছে যে উল্লিখিত কাজ গুলো সম্পাদন করার জন্য প্রত্যেকটি ইউনিয়নের সম্মানিত চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে, ইউনিয়ন পরিষদ সচিব ও অন্যান্য ইউপি সদস্য গণ এই কাজ সম্পাদন করে থাকেন। এবং এ সকল কাজের সার্বিক তত্ত্বাবধান করেণ উপজেলা পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ যেমন উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, এলজিইডি, সিপিপি, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, |
| দিগর বালিয়াতলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। | | | |
| বড় বালিয়াতলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | | |
| ছোট বালিয়াতলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | | |
| কানকুনিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | | |
| তুলাতলি-১ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | | |
| বেতমর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | | |
| চাকামইয়া নিশানবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | | |
| পূর্ব চাকামইয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | | |
| গামুরী বুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | | |
| উত্তর চাকামইয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | | |
| আমতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | | |
| ধানখালি হাই এ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | | |
| দেবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | | |
| পূর্বপাটুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | | |
| ধানখালি বোর্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | | |
| পাটুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | | |
| উত্তর- পূর্ব চালতাবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | | |
| দক্ষিন দেবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | | |
| | | | |
| গোলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | | |
| মধ্য পাটুয়াখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | | |
| উত্তর খাপড়াভাংগা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | | |
| মেহেরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | | |
| ডালবুগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | | |
| ফুলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| রসুলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা অফিসার ইত্যাদি । |
| মরিচবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | | |
| ধানখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | | |
| গিলাতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | | |
| নিশানবাড়িয়া মাসুয়াখালী  সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | | |

**সরকারী প্রতিষ্ঠান**

| আশ্রয়কেন্দ্রর নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি | মোবাইল |
|---|---|---|
| কলাপাড়া উপজেলা পরিষদ | আঃ মোতালেব তালুকদার | ০১৭১৬৫৩৮১৫৭ |
| নীলগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ | মোঃ আঃ মালেক খাঁন | ০১৭১২৪৫৯১৩৮ |
| টিয়াখালী ইউনিয়ন পরিষদ | মোঃ মাহমুদুল হাসান সুজন মোল্লা | ০১৭১৭৭১১৬৯০ |
| চম্পাপুর ইউনিয়ন পরিষদ | মোঃ রিন্টু তালুকদার | ০১৭১৬৭৪৩৫৬৬ |
| চাকামইয়া ইউনিয়ন পরিষদ | মোঃ কেরামত আলী | ০১৭১৩৯৫১০৮১ |
| ডালবুগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ | আব্দুস্ সালাম শিকদার | ০১৭১৫০৯৭৪০৭ |
| বালিয়াতলী ইউনিয়ন পরিষদ | এবিএম হুমায়ুন কবির | ০১৭২৮১৯৫৩০০ |
| মিঠাগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ | কাজী  হেমায়েতউদ্দিন হিরণ | ০১৭১২৭৬৫২৩০ |
| ধুলাসার ইউনিয়ন পরিষদ | কেএম খালেকুজ্জান | ০১৭১২৭৯১৭৫৯ |
| লতাচাপলী ইউনিয়ন পরিষদ | রাশিদা বেগম | ০১৭৫৭৮৩৫২২৯ |
| ধানখালী ইউনিয়ন পরিষদ | আঃ লতিফ গাজী | ০১৭১৬১৭৪৭৬৩ |
| মহিপুর ইউনিয়ন পরিষদ | মোঃ নিজাম | ০১৭১৫২১৪১৮৪ |
| লালুয়া ইউনিয়ন পরিষদ | মোঃ মীর তারিকুর জামান | ০১৭২৩৩৭৭১১৮ |

**উঁচু রাস্থা বা বাঁধ**

| আশ্রয়কেন্দ্রর নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি | মোবাইল |
|---|---|---|
| ফতেপুর- আন্ধার মানিক বাঁধ | মোঃ আঃ মালেক খাঁন | ০১৭১২৪৫৯১৩৮ |
| দৌলতপুর-সোনাতলা বাঁধ | মোঃ রিন্টু তালুকদার | ০১৭১৬৭৪৩৫৬৬ |
| নিউপাড়া-টিয়াখালী বাঁধ | মোঃ মাহমুদুল হাসান সুজন মোল্লা | ০১৭১৭৭১১৬৯০ |
| নাচনাপাড়া-লোন্দা বাঁধ | আঃ লতিফ গাজী | ০১৭১৬১৭৪৭৬৩ |
| গাজীবাড়ি-টিয়াখালী বাঁধ | এবিএম হুমায়ুন কবির | ০১৭২৮১৯৫৩০০ |
| বাইনতলা-নিশানবাড়িয়া বাঁধ | আব্দুস্ সালাম শিকদার | ০১৭১৫০৯৭৪০৭ |

| | | |
|---|---|---|
| কুমিরমারা-লালুয়া বাঁধ | মোঃ মীর তারিকুর জামান | ০১৭২৩৩৭৭১১৮ |
| রজপাড়া-চাকামইয়া বাঁধ | মোঃ কেরামত আলী | ০১৭১৩৯৫১০৮১ |
| লস্করপুর-আন্ধার মানিক বাঁধ | কাজী হেমায়েতউদ্দিন হিরণ | ০১৭১২৭৬৫২৩০ |
| ফজুয়া-টিয়াখালী বাঁধ | কেএম খালেকুজ্জান | ০১৭১২৭৯১৭৫৯ |
| মোস্তফাপুর-তেগাছিয়া বাঁধ | মোঃ নিজাম | ০১৭১৫২১৪১৮৪ |
| সলিমপুর-পাটুয়া | রাশিদা বেগম | ০১৭৫৭৮৩৫২২৯ |

**স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি**

| স্বাস্থ্য কেন্দ্রর নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি | মোবাইল |
|---|---|---|
| গামরবুনিয়া সিসি | মোঃ ইব্রাহিম খলিল | ০১৭২৯৪৭৭৭৫৯ |
| চুংগাপাশা | রুবিনা | ০১৭৬১৭০৮৮৭১ |
| আনিপাড়া সিসি | নাসরিন নাহার | ০১৭৩৪০৪০৮৭০ |
| রজপাড়া সিসি | সাদিয় আফরোজ | ০১৭১৪৯০১০০৮ |
| উত্তর টিয়াখালী সিসি | মাইনুল ইসলাম | ০১৭১০৫৩৮৮২৫ |
| মধ্য টিয়াখালী সিসি | মেহেরুন্নেছা মুন্নি | ০১৭১০৭৮৩২০১ |
| বাদুরতলী সিসি | বিকাশ চন্দ্র দাস | ০১৭৫৩৬৪১১০০ |
| মাঝের হাওলা সিসি | আইরিন আক্তার | ০১৭২৯৩৩২৪৮৫ |
| চান্দুপাড়া সিসি | উম্মে মরিয়ম সুখী | ০১৭৬০৫২০৩৪৫ |
| তেগাছিয়া সিসি | সারমিন আক্তার | ০১৭৫০৫০৯০৫৩ |
| পূর্ব মধুখালী সিসি | ইসরাত জাহান | ০১৭৫৩০০০২৯৩ |
| আমতলী পাড়া সিসি | মহব্বত ইসলাম | ০১৭৫০১৮০৯৯৯ |
| কুমিরমাড়া সিসি | আসমা বেগম | ০১৭২৬৪৫৩৬৮৯ |
| দৌলতপুর সিসি | সীমা মিত্র | ০১১৯১২৪৭০৯৯ |
| হাজীপুর সিসি | কাজী মনিরা আক্তার | ০১৯৩২৯৪০৭৪৭ |
| ইউসুফপুর সিসি | অসীম চন্দ্র শিকদার | ০১৭২৮৮৭৮২৪২ |
| সুধীরপুর সিসি | আয়সা সিদ্দিকা | ০১৯১৩৯৯০৬৫৮ |
| ডালবুগঞ্জ সিসি | রাসেল শিকদার | ০১৭১৮৩৫৯৬৮২ |
| কচ্ছপখালী সিসি | মাহামুদা ইয়াসমিন | ০১৭৬২৫৭৬১২০ |
| ফাসিপাড়া সিসি | পিয়ারা বেগম | ০১৭৪৫০৫৬৬৫৯ |
| পাটুয়া সিসি | মুসরাত জাহান তাপসী | ০১৭৩৯৫৫৭১১৫ |
| পাঁচজুনিয়া সিসি | মাইনুল ইসলাম | ০১৭৪৫৫৯০৫২১ |
| লোন্দা সিসি | মোঃ মনিরুল ইসলাম | ০১৭৪৫৫৬৮০৭১ |
| নিশানবাড়িয়া সিসি | মহিবুল ইসলাম | ০১৭৫২৯৭১৭১০ |
| অনন্তপাড়া সিসি | সাবিহা সুখী | ০১৭২৫৪৯৮৪৯৯ |

| | | |
|---|---|---|
| নতুনপাড়া সিসি | নুরজাহান সুমি | ০১৭৬০৫২০৩৪৫ |

(**Source:** UNO Office, LGED, WDB, UEO, PIO and CPP Office, Kalapara)

**সংযুক্তি-৪:**

**আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেকলিষ্ট**

চেকলিষ্ট

রেডিও, টিভির মারফত ৫নং বিপদ সংকেত আবহাওয়া বার্তা প্রচারের সংঙ্গে সংঙ্গে নিম্নবর্নিত'' ছক'' (চেক লিষ্ট পরীক্ষা করে দেখতে এবং তাৎক্ষনিক প্রয়োজনীয় ব্রবস্থা গ্রহন করতে হবে।

| ক্রঃনং | বিষয় | হ্যাঁ/না |
|---|---|---|
| ১. | সতর্কবার্তা প্রচারের নির্বাচিত স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের ডেকে আসন্ন বিপদ সমন্ধে প্রচার কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে। | হ্যাঁ |
| ২. | ঝুকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে উদ্ধার করার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি/দল তৈরি করা আছে কিনা। | হ্যাঁ |
| ৩. | ২/১ দিনের শুকনা খাবার ও পানিয় জল নিরাপত্তা মোড়কে মাটির নীচে পুতিয়া রাখার জন্য প্রচার করা হইয়াছে। | হ্যাঁ |
| ৪. | স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য লাইপ জ্যাকেট সরবরাহ করা হয়েছে। | হ্যাঁ |
| ৫. | ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সার্বক্ষনিক ভাবে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। | হ্যাঁ |
| ৬. | ইউনিয়ন খাদ্য গুদাম / ত্রান গুদামের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে। | হ্যাঁ |
| ৭. | অন্যান্য | - |

**চেকলিষ্ট**

- প্রতি বৎছর এপ্রিল/মে মাসের ১৫ মধ্যে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার আলাপ আলোচনা করে নিম্নে ছক চেক লিষ্ট পুরণ কওে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জেলা প্রশাসনের নিকট প্রেরণ করবেন।

| ক্রঃ নং | বিষয় | উপযুক্তস্থনে টিক চিহ্ন |
|---|---|---|
| ০১. | ইউনিয়ন খাদ্য গুদামে পর্যাপ্ত পরিমান খাদ্য মজুদ আছে। | ✓ |
| ০২. | ঝুঁকি পূর্ণ এলাকার শিশুদেও টিকা / ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে। | ✓ |
| ০৩. | ১-৬ বৎসরের শিশু ও মায়েদের ভিটামিন খাওয়ানো হয়েছে। | ✓ |
| ০৪. | ইউপি ক্লিনিক হাসপাতালে ওরস্যালাইন মজুদ আছে। | ✓ |
| ০৫. | স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরন কে বাৎসরিক প্রশিক্ষন দেয়া হয়েছে। | ✓ |
| ০৬. | প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধ সরঞ্জাম আছে। | ✓ |

| | | |
|---|---|---|
| ০৭. | প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত পল্লী চিকিৎসক এলাকায় উপস্থিত আছেন। | ✓ |
| ০৮. | প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রে নলকূপ আছে। | ✓ |
| ০৯. | প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রে দরজা জানালা টিক আছে। | ✓ |
| ১০. | প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রে নির্বাচিত বিকল্প কেয়ার টেকার উপস্থিত আছে। | ✓ |
| ১১. | প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রে মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে। | ✓ |
| ১২. | প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রে প্রসবা মহিলাদের দেখাশুনা করার জন্য নির্বাচিত ধাত্রী আছে। | ✓ |
| ১৩. | গরু ছাগলের অবস্থানের জন্য উঁচু স্থান কিল্লা হয়েছে। | ✓ |
| ১৪. | স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে নির্ধারিত দায়িত্ব সম্মন্ধে সচেতন করা হয়েছে। | ✓ |
| ১৫. | আশ্রয়কেন্দ্র গুলিতে পায়খানা/প্রসাবখানা ব্যবস্থা আছে। | ✓ |
| ১৬. | আবহাওয়া ও বিপদ সংকেত প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় মাইক্রোনে চালু আছে। | ✓ |
| ১৭. | কমপক্ষে ২/১ শুকনো পরিমান শুকনা খাবার, পানীয় জল সংরক্ষন করার জন্য জনগণকে সজাগ করা হয়েছে। | ✓ |
| ১৮. | অন্যান্য। | |

সংযুক্তি-৫:

## উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

## উপজেলা: কলাপাড়া।

| ক্রঃ নং | নাম | পদবী | কমিটিতে পদবী | মোবাইল |
|---|---|---|---|---|
| ১ | আঃ মোতালেব তালুকদার | উপজেলা চেয়ারম্যান, কলাপাড়া। | সভাপতি | ০১৭১৬৫৩৮১৫৭ |
| ২ | মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন | উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, কলাপাড়া। | সদস্য | ০১৭১২৫৩৩১৫৩ |
| ৩ | সুমন চন্দ্র দেবনাথ | প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, কলাপাড়া। | সদস্য সচিব | ০১৯১২৯৪০৮৯৪ |
| ৪ | মোঃ সোহেল রানা | উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী, কলাপাড়া। | সদস্য | ০১৭৪০৯৭৮১১৮ |
| ৫ | মোঃ মসিউর রহমান | উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, কলাপাড়া। | সদস্য | ০১৭৪০৮৯৪৮২৮ |
| ৬ | মোঃ আমিনুল ইসলাম | বিআরডিবি কর্মকর্তা, কলাপাড়া। | সদস্য | ০১৭১৪২৪৪৩৫৫ |
| ৭ | মোঃ ফেরদৌস রহমান | উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, কলাপাড়া। | সদস্য | ০১৭৫৬০৬৫৫২৫ |
| ৮ | মোঃ তহিদুল ইসলাম | উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, কলাপাড়া। | সদস্য | ০১৭১৭৮৮৬১১৬ |
| ৯ | শিলা রাণী দাস | উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, কলাপাড়া। | সদস্য | ০১৭১১১১৩৩৯৭ |
| ১০ | মোঃ রুহুল আমীন | উপজেলা শিক্ষা অফিসার, কলাপাড়া। | সদস্য | ০১৭২০৫১০৪২৯ |
| ১১ | প্রণব কুমার সরকার | উপজেলা প্রকৌশলী- এলজিইডি, কলাপাড়া। | সদস্য | ০১৭৪৯৭১৭২০৩ |
| ১২ | ডাঃ মোঃ ইমরুল ইসলাম | উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা, কলাপাড়া। | সদস্য | ০১৭১৮৬৮৬৯৬৯ |
| ১৩ | মোঃ শাহ আলম হাওলাদার | উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, কলাপাড়া। | সদস্য | ০১৭১৫০৪১৪৩৯ |
| ১৪ | মোঃ আঃ রহিম | উপজেলা স্বাস্থ্য ও প:ক:, কলাপাড়া। | সদস্য | ০১৭১৬২৪৪৬৭৭ |
| ১৫ | কাজী রুহুল আমীন | উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, কলাপাড়া। | সদস্য | ০১৭১৬৪৮৩৪২১ |
| ১৬ | মোঃ কামরুল ইসলাম | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কলাপাড়া। | সদস্য | ০১৭৩৪৩১০৮০৮ |
| ১৭ | মুন্সী নুর মুহাম্মদ | সহকারী পরিচালক, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসুচি, কলাপাড়া। | সদস্য | ০১৭২০৫৮১০১৪ |
| ১৮ | খোন্দকার ইয়াকুব আলী | উপজেলা বন কর্মকর্তা, কলাপাড়া। | সদস্য | ০১৭১৮৫৮৭৫৯১ |
| ১৯ | মোঃ সাইদুর রহমান | উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, কলাপাড়া। | সদস্য | ০১৭৬৮৯১২৭১৪ |
| ২০ | মোঃ কালাম গাজী | এনজিও প্রতিনিধি | সদস্য | ০১৭১৯৫৬২৫৮৩ |
| ২১ | মোঃ আঃ বাশার | উপজেলা প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কলাপাড়া। | সদস্য | ০১৭১২২৭২৬৫০ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২২ | মোঃ মাকসুদ রহমান | ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, (ওসি), কলাপাড়া। | সদস্য | ০১৭১৩৩৭৪৩২৩ |
| ২৩ | কাজী হেমায়েতউদ্দিন হিরণ | চেয়ারম্যান-মিঠাগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ | সদস্য | ০১৭১২৭৬৫২৩০ |
| ২৪ | মোঃ আঃ মালেক খাঁন | চেয়ারম্যান-নীলগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ | সদস্য | ০১৭১২৪৫৯১৩৮ |
| ২৫ | মোঃ মীর তারিকুর জামান | চেয়ারম্যান-লালুয়া ইউনিয়ন পরিষদ | সদস্য | ০১৭২৩৩৭৭১১৮ |
| ২৬ | আব্দুস্ সালাম শিকদার | চেয়ারম্যান- ডালবুগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ | সদস্য | ০১৭১৫০৯৭৪০৭ |
| ২৭ | মোঃ মাহমুদুল হাসান সুজন মোল্লা | চেয়ারম্যান-টিয়াখালী ইউনিয়ন পরিষদ | সদস্য | ০১৭১৭৭১১৬৯০ |
| ২৮ | এবিএম হুমায়ুন কবির | চেয়ারম্যান-বালিয়াতলী ইউনিয়ন পরিষদ | সদস্য | ০১৭২৮১৯৫৩০০ |
| ২৯ | মোঃ রিন্টু তালুকদার | চেয়ারম্যান-চম্পাপুর ইউনিয়ন পরিষদ | সদস্য | ০১৭১৬৭৪৩৫৬৬ |
| ৩০ | কেএম খালেকুজ্জান | চেয়ারম্যান-ধুলাসার ইউনিয়ন পরিষদ | সদস্য | ০১৭১২৭৯১৭৫৯ |
| ৩১ | আঃ লতিফ গাজী | চেয়ারম্যান-ধানখালী ইউনিয়ন পরিষদ | সদস্য | ০১৭১৬১৭৪৭৬৩ |
| ৩২ | রাশিদা বেগম | চেয়ারম্যান-লতাচাপলী ইউনিয়ন পরিষদ | সদস্য | ০১৭৫৭৮৩৫২২৯ |
| ৩৩ | মোঃ নিজাম | সচিব-মহীপুর ইউনিয়ন পরিষদ | সদস্য | ০১৭১৫২১৪১৮৪ |
| ৩৪ | মোঃ কেরামত আলী | চেয়ারম্যান-চাকামইয়া ইউনিয়ন পরিষদ | সদস্য | ০১৭১৩৯৫১০৮১ |

**Source:** UNO and CPP Office, Kalapara

সংযুক্তি-৬:

## ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

## কলাপাড়া, পটুয়াখালী ।

| ক্রঃনঃ | নাম | পিতার নাম | ইউনিয়নের নাম | প্রশিক্ষন | মোবাইল |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | মোঃ তোফাজ্জেল হোসাইন | মৃতঃ হাজী মোক্তার আলী হাং | চাকামইয়া | সন্ধান ও উদ্ধার কাজ | ০১৭২০০১৩৮৪২ |
| ২ | মোসাঃ সূর্য ভানু | মোঃ আনেচ হাং | চাকামইয়া | প্রাথমিক চিকিৎসা | ০১৭৩৯৯০৮৯৩১ |
| ৩ | মোঃ স্বপন হাং | মোঃ ছোবাহান হাং | চাকামইয়া | আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা | ০১৭২৮২৮৯৩১৬ |
| ৪ | মোসাঃ মোর্শেদা আক্তার | মোঃ আঃ রাজ্জাক সিকদার | চাকামইয়া | সতর্কবার্তা প্রচার | ০১৭২০৩৫৩৩১৪ |
| ৫ | মোঃ আনোয়ার খান | মোঃ সেরাজ খান | চাকামইয়া | সন্ধান ও উদ্ধার কাজ | ০১৯২৬৩৯৪৫৬২ |
| ৬ | মোঃ জসিম উদ্দিন | মুন্সি মাফুজ উদ্দিন | মিঠাগঞ্জ | প্রাথমিক চিকিৎসা | ০১৭৩৫৭৭৬৭৪৩ |
| ৭ | মোঃ মকিবুল | আঃ ছালাম ফরাজি | মিঠাগঞ্জ | আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা | ০১৭৩১৯৩৭৯৮৭ |
| ৮ | লাবিনা | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | মিঠাগঞ্জ | সতর্কবার্তা প্রচার | ০১৭৩৬৪৬০০৫৮ |
| ৯ | মোঃ সেকান্দার আকন | মোঃ হাবিবুর রহমান | মিঠাগঞ্জ | সন্ধান ও উদ্ধার কাজ | ০১৭৩৫৫৪০১২৯ |
| ১০ | নিখিল দাস | গুবল চন্দ্র দাস | মিঠাগঞ্জ | প্রাথমিক চিকিৎসা | ০১৭৪৭৭১৮০২২ |
| ১১ | ইমদাদুর রহিম খান | মৃতঃ সরিফ আলী খান | লালুয়া | আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা | ০১৭২৫৪১৭৪৫৮ |
| ১২ | মোঃ মালেক ফকির | আর্শেদ | লালুয়া | সতর্কবার্তা প্রচার | ০১৭৪৮২৪৭৩৩৪ |
| ১৩ | লালমোন বেগম | নিজাম হাওলাদার | লালুয়া | সন্ধান ও উদ্ধার কাজ | ০১৯১৬৯১৫০৫৫ |
| ১৪ | হানিফ হাওলাদার | মৃতঃ সোনে আলী হাওলাদার | লালুয়া | প্রাথমিক চিকিৎসা | ০১৭১০১৭৯২৯০ |
| ১৫ | সহিদুল | মোঃ শাহআলম খাঁ | লালুয়া | আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা | ০১৭২৪৪৩১০৬০ |
| ১৬ | ইউনুস | মৃতঃ আবদুর রহমান হাং | নীলগঞ্জ | সতর্কবার্তা প্রচার | ০১৭২৫৪১৭৪৮৫ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৭ | সামসুল হক মুন্সী | মৃতঃ আলী আহম্মদ মুন্সী | নীলগঞ্জ | সন্ধান ও উদ্ধার কাজ | ০১৭২৫৪১৭৫৪৮ |
| ১৮ | মঞ্জু রানী | আমলেন্দু হাওলাদার | নীলগঞ্জ | প্রাথমিক চিকিৎসা | ০১৭১১০৫৮০৪৫৯ |
| ১৯ | আবুল বসার | মৃতঃ শাহাদাত আলী পাহলান | নীলগঞ্জ | আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা | ০১৭২৫৪১৪৫৪৮ |
| ২০ | সাইদুল | হাচান আলী | নীলগঞ্জ | সতর্কবার্তা প্রচার | ০১৭১০৬২৫৬১২ |
| ২১ | মোঃ আবু তালেব | মোঃ আবু বকর মাতুব্বর | ডালবুগঞ্জ | সন্ধান ও উদ্ধার কাজ | ০১৭২৮৮১১৬১২ |
| ২২ | রফিকুল ইসলাম | মৃতঃ গগন আলী হাওলাদার | ডালবুগঞ্জ | প্রাথমিক চিকিৎসা | ০১৭৩৪২৬৬৭২৬ |
| ২৩ | শৈলানি মজুমদার | অমল মজুমদার | ডালবুগঞ্জ | আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা | ০১৭১৮৬৬৮৮২৯ |
| ২৪ | লাভলী ইয়াসমিন | মোঃ জাহিদুল ইসলাম | ডালবুগঞ্জ | সতর্কবার্তা প্রচার | ০১৭৩৫৫৯০২৬৩ |
| ২৫ | আলমগীর মাতবর | মৃতঃ নুরদারাজ মাতবর | ডালবুগঞ্জ | সন্ধান ও উদ্ধার কাজ | ০১৭৪০৮৪০৬১১ |
| ২৬ | মোসাঃ সাহানা বেগম | গিয়াস উদ্দিন | টিয়াখালী | প্রাথমিক চিকিৎসা | ০১৭১২৮৭৭৩৯৯ |
| ২৭ | মোঃ মানজুর বিললাহ | মৃতঃ আঃ মন্নান | টিয়াখালী | আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা | ০১৭৩৪৮৫৭৮২৪ |
| ২৮ | মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন | মৃতঃ আক্কেল আলী হাওলাদার | টিয়াখালী | সতর্কবার্তা প্রচার | ০১৭৪৮২৬৫৫৩৪ |
| ২৯ | নুর জাহান বেগম | জাহাঙ্গীর হোসেন মিলন | টিয়াখালী | সন্ধান ও উদ্ধার কাজ | ০১৭৩৯৬২১৬৯৬ |
| ৩০ | মোঃ হাবিবুর রহমান | মৃতঃ আঃ সত্তার মিয়া | টিয়াখালী | প্রাথমিক চিকিৎসা | ০১৭২১৪৩০৫৭৭ |
| ৩১ | নির্মল চন্দ্র ব্যাপারী | নিরদ চন্দ্র ব্যাপারী | বালিয়াতলী | আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা | ০১৭১৩৯৩২২৮৭ |
| ৩২ | সামসুন নাহার | মোঃ সিরাজুল হক | বালিয়াতলী | সতর্কবার্তা প্রচার | ০১৭১৮১৫২৮৫৫ |
| ৩৩ | শাহআলম ফরাজী | মৃতঃ কদম আলী ফরাজী | বালিয়াতলী | সন্ধান ও উদ্ধার কাজ | ০১৭১৯৯৩৮৬৫৬ |
| ৩৪ | আবুল হাসেম খান | আঃ সোবাহান খান | বালিয়াতলী | প্রাথমিক চিকিৎসা | ০১৭২২৬৫৭৯৪০ |
| ৩৫ | পুতুল রানী | ভবরঞ্জন কীর্বনীয়া | বালিয়াতলী | আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা | ০১৭১২৮৭৭৩৯৯ |
| ৩৬ | আইউব মাতুব্বর | মৃতঃ মুনসুর আলী মাতুব্বর | চম্পাপুর | সতর্কবার্তা প্রচার | ০১৯১৭২০৩২৩৮ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৩৭ | রেজাউল করিম | মোঃ খলিল সিকদার | চম্পাপুর | সন্ধান ও উদ্ধার কাজ | ০১৯১৭২০৩২৩৮ |
| ৩৮ | পিয়ারা বেগম | আবুল বসার হাং | চম্পাপুর | প্রাথমিক চিকিৎসা | ০১৭১৩৯৫১৮৭৬ |
| ৩৯ | শম্ভুনাথ হাওলাদার | সুখরঞ্জন হাওলাদার | চম্পাপুর | আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা | ০১৭২৪৮০৭৫৫৯ |
| ৪০ | গোপাল চন্দ্র হাওলাদার | মৃতঃ ভুবনেস্বও হাওলাদার | চম্পাপুর | সতর্কবার্তা প্রচার | ০১৭২৫৪৫৯৯৪৫ |
| ৪১ | অবলা রানী সরকার | কৃষ্ণ কান্ড় সরকার | ধুলাসার | সন্ধান ও উদ্ধার কাজ | ০১১৯১২৯৫১৪০ |
| ৪২ | উত্তম কুমার | মৃতঃ বিনত কুমার | ধুলাসার | প্রাথমিক চিকিৎসা | ০১৭২৮১৯৫৩১১ |
| ৪৩ | আবুল কাসেম | মৃতঃ একরাম আলী হাং | ধুলাসার | আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা | ০১১৯১২৯৫১৪০ |
| ৪৪ | সীমা রানী ওঝা | নেপাল হাওলাদার | ধুলাসার | সতর্কবার্তা প্রচার | ০১১৯০৭০১৪৬৪ |
| ৪৫ | ইউনুস | মৃতঃ আবদুর রহমান হাং | ধুলাসার | সন্ধান ও উদ্ধার কাজ | ০১৭৪৬৪৪০৭৫৫ |
| ৪৬ | সামসুল হক মুন্সী | মৃতঃ আলী আহম্মদ মুন্সী | ধানখালী | প্রাথমিক চিকিৎসা | ০১১৯১২৯৫১৪০ |
| ৪৭ | মঞ্জু রানী | আমলেন্দু হাওলাদার | ধানখালী | আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা | ০১১৯১২৯৫১৪০ |
| ৪৮ | আবুল বসার | মৃতঃ শাহাদাত আলী পাহলান | ধানখালী | সতর্কবার্তা প্রচার | ০১৭২৮৮০৫৬৭৩ |
| ৪৯ | সাইদুল | হাচান আলী | ধানখালী | সন্ধান ও উদ্ধার কাজ | ০১১৯১২৯৫১৪০ |
| ৫০ | আমেনা বেগম | ফারুক সরদার | ধানখালী | প্রাথমিক চিকিৎসা | ০১৯১৬২৫৯৬৩৬ |
| ৫১ | আহসান জলিল | মোঃ হামেজ উদ্দিন হাওলাদার | লতাচাপলী | আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা | ০১৯২৭৪১৮২৯১ |
| ৫২ | আলমগীর | হাবিবুর রহমান | লতাচাপলী | সতর্কবার্তা প্রচার | ০১৭৪৮২৬৪৯৬৮ |
| ৫৩ | জেসমিন | নুরজ্জামান | লতাচাপলী | সন্ধান ও উদ্ধার কাজ | ০১৫৫৮৩৭১২০৬ |
| ৫৪ | মোঃ ইউনুস মিয়া | মৃতঃ আবুল হাসেম | লতাচাপলী | প্রাথমিক চিকিৎসা | ০১৭১০৭৮৩২১৯ |
| ৫৫ | শাহজাহান | ইসমাইল মিয়া | লতাচাপলী | আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা | ০১৭৪৫০৫৬৭৩০ |
| ৫৬ | শাফিয়া | মোঃ সোনা মিয়া | মহীপুর | সতর্কবার্তা প্রচার | ০১৭১৮১৮৭৩৫৭ |
| ৫৭ | আবু ছালেহ আকন | মৃতঃ হামেদ উদ্দিন আকন | মহীপুর | সন্ধান ও উদ্ধার কাজ | ০১৭৩৪৬১৭৭১৬ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৫৮ | মোঃ আলতাফ হোসেন | মৃতঃ মোক্তার আলী মৃধা | মহীপুর | প্রাথমিক চিকিৎসা | ০১৯১৫০৮৭৪৬৬ |
| ৫৯ | রাহিমা | শাহজাহান | মহীপুর | আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা | ০১৭১৯৬৩৩৮৯৮ |
| ৬০ | মোঃ চাঁন মিয়া | আঃ হালিম হাং | মহীপুর | সতর্কবার্তা প্রচার | ০১৭১৮১৮৭৩৫৭ |

**Source:** UNO and CPP Office, Kalapara

সংযুক্তি-৭

অগ্নি নিরাপত্তা কমিটি

| ফায়ার স্টেশনের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি | মোবাইল | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| খেপুপাড়া ফায়ারসার্ভিসওসিভিলডিফেন্স | মোঃ আঃ খালেক | ০১৭১৯৫৬৫২৮০ | ষ্টেশন অফিসার |
| | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ০১৭৮৮৮০৩৫৪২ | লিডার |
| | মোঃ নাসির উদ্দিন | ০১৭২১৮৭০১৭৯ | ড্রাইভার |
| | মোঃ ইউনুছ খান | ০১৭২৭১৯৫৩০২ | ড্রাইভার |
| | মোঃ বদিউজ্জামান | ০১৭৪২১২১৩১৩ | ফায়ারম্যান |
| | আঃ মালেক মিয়া | ০১৭১৪৬৬৪৩১২ | ফায়ারম্যান |
| | জহুরুল ইসলাম | ০১৭১১২৪৫৪৮৬ | ফায়ারম্যান |
| | জাকির হোসেন | ০১৯১৪৪১৭৮৭৪ | ফায়ারম্যান |
| | মোঃ খরিলুর রহমান | ০১৭২৫৬৩১২৬০ | ফায়ারম্যান |
| | মাসুম বিল্লাহ | ০১৭৩৪৪১২৫৩২ | ফায়ারম্যান |
| | আবু খন্দকার | ০১৭৭৬৭৩৫২৬৭ | ফায়ারম্যান |

**Source:** Fire Service and Civil Defense Office, Kalapara

ইঞ্জিন চালিত নৌকা

| ইউনিয়ন | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি | মোবাইল |
|---|---|---|
| টিয়াখালী | মোঃ জামাল গাজী | ০১৭৪৬৬৬৭২৭৩ |
| ধানখালী | মোঃ আউয়াল গাজী | ০১৭৫৪৪৯০০৩৪ |
| ডালবুগঞ্জ | মোঃ আবুল হোসেন | ০১৭৯১০৮০৪৭৮ |
| চম্পাপুর | মোঃ জয়নাল হাং | ০১৭২৬৫২৪৮৭৪ |
| চাকামইয়া | মোঃ আঃ মজিদ | ০১৭৩৮১৬৬৭৭০ |
| লালুয়া | মোঃ ফরিদ | ০১৭৪৮২৪৭৭৮৫ |
| মহিপুর | মোঃ বসির হাওলাদার | ০১৬৮৫৭৭০৭৪৮ |
| নীলগঞ্জ | মোঃ লিমন গাজী | ০১৭৩৬৮৩১৫২৯ |
| বালিয়াতলী | মোঃ আলামিন সরদার | ০১৭২৫৪৩৯৪০১ |
| মিঠাগঞ্জ | মোঃ কামরুল গাজী | ০১৭৩৪৬৮৬৫৮০ |
| ধুলাসার | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | ০১৭৬২৫৯৩৪২২ |
| লতাচাপলী | মোঃ রাসেল | ০১৭৪৩৯১৭০৮০ |

স্থানীয় ব্যবসায়ী

| উপজেলার নাম | স্থানীয় ব্যবসায়ীর নাম | মোবাইল |
|---|---|---|
| কলাপাড়া | চঞ্চল চন্দ্র হাওলাদার | ০১৭১৬৭৪৫২০৮ |
| কলাপাড়া | মোঃ মামুনুর রহমান | ০১৮৪০৫১৩৬৩৬ |
| কলাপাড়া | হরিদাস সরকার | ০১৭৪৬২৩৫৩২৯ |
| কলাপাড়া | গৌতম কুমার শাহা | ০১৭১৫৪৩৬৭০৭ |
| কলাপাড়া | মোঃ নাসির উদ্দিন | ০১৭১৬৯১০১৭০ |
| কলাপাড়া | মোস্তফা মোল্লা | ০১৭২৯৬৪৭০৯৮ |
| কলাপাড়া | শহিদুল ইসলাম | ০১৭১৬৯৪৭৫৩১ |
| কলাপাড়া | উজ্জ্বল চন্দ্র হাওলাদার | ০১৭৪৫০৫৬৬৭৮ |

**সংযুক্তি-৮:**

**একনজরে** এক নজরে কলাপাড়া উপজেলা

| | |
|---|---|
| **নদী** | ৩টি (আন্ধারমানিক, পূর্বসোনাতলা, টিয়াখালি) |
| **খাল** | ৩৯ টি |
| **বিল** | নাই |
| **হাওড়** | নাই |
| **পুকুর** | ১৭,২৩৪ টি |
| **জলাশয়** | নাই |
| **গভীর নলকুপ** | ২,৮০১ টি চালু, ১১৬ টি নষ্ট |
| **অগভীর নলকুপ** | নাই |
| **হস্ত চালিত নলকুপ** | নাই |

(**Source:** DPHE and Fisheries Department, Kalapara**)**

| ক্রম | বিবরণ | সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | স্থাপন কাল | ৩১ জুলাই ১৯৮৩ সাল |
| ২ | নামকরণ | _ |
| ৩ | জেলা হতে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও দূরত্ব | ৪৮ কিলোমিটার (সড়ক) ও নদী পথে ১০০ কিলোমিটার |
| ৪ | আয়তন | ৪৯২.১০২ বর্গকিলোমিটার |
| ৫ | সীমানা | উত্তর ও পশ্চিমে আমতলী উপজেলা পূর্বে রাবনাবাদ চ্যানেল ও গলাচিপা উপজেলা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। |
| ৬ | মোট পৌরসভার সংখ্যা | ২টি |
| ৭ | মোট ইউনিয়ন সংখ্যা | ১২টি |
| ৮ | মৌজার সংখ্যা ও নাম | ৫৭টি |
| ৯ | গ্রামের সংখ্যা ও নাম | ২৪৭টি |
| ১০ | খানা সংখ্যা | ৪২৯৮০টি |
| ১১ | বর্তমান চেয়ারম্যান | জনাব মোস্তাফিজুর রহমান |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১২ | উপজেলা নির্বাহী অফিসার | মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন | |
| ১৩ | মোট জনসংখ্যা (২০০১সাল) | ২,০২,০৭৮জন | শতকরা |
| ১৪ | পুরুষ | ১,০৪,৩৯৯জন | |
| ১৫ | মহিলা | ৯৭,৬৭৯জন | |
| ১৬ | মুসলমান | ১,৮৪,৩২৬জন | |
| ১৭ | হিন্দু | ১৪,৬৩৯জন | |
| ১৮ | বৌদ্ধ | ২,৬৯৫জন | |
| ১৯ | খ্রিস্টান | ৪১৮জন | |
| ২০ | অন্যান্য | নেই | |
| ২১ | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭৮টি | পূর্ণাঙ্গ তালিকা |
| ২২ | রেজিস্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৮০টি | |
| ২৩ | কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১টি | |
| ২৪ | নন রেজিঃ বেসরকারি প্রাঃ বিদ্যালয় | ৭টি | |
| ২৫ | উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যাঃ | ৪টি | |
| ২৬ | কিন্ডারগার্টেন | ৪টি | পূর্ণাঙ্গ তালিকা |
| ২৭ | মাধ্যমিকবিদ্যালয়েরসংখ্যা | ২৯টি | |
| ২৮ | নিম্নমাধ্যমিকবিদ্যালয়েরসংখ্যা | ৪টি | |
| ২৯ | মহাবিদ্যালয় ( ডিগ্রি) | ২টি | পূর্ণাঙ্গ তালিকা |
| ৩০ | মহিলামহাবিদ্যালয় (ডিগ্রি) | ১টি | |
| ৩১ | মহাবিদ্যালয় (এইচ,এস.,সি) | ৩টি | |
| ৩১ | টেকনিক্যালস্কুলএন্ডকলেজ | ৪টি | পূর্ণাঙ্গতালিকা |
| ৩৩ | দাখিলওসিনিয়রমাদ্রাসাসংখ্যা | ২৬টি | |
| ৩৪ | এবতেদায়িমাদ্রাসা | ৩৭টি | |
| ৩৫ | হাফেজিওকওমিমাদ্রাসারসংখ্যা | | |
| ৩৬ | ফোরকানিয়ামাদ্রাসারসংখ্যা | | |
| ৩৭ | উপজেলারশিক্ষারহার | ৫৯.৯২ % | |
| ৩৮ | প্রধানপেশা | কৃষিজীবী, মৎসজীবী | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩৯ | মোট কৃষি পরিবারের সংখ্যা | ৩৫৩১৮টি | |
| ৪০ | বড় কৃষক পরিবার | ২৪৯০টি | |
| ৪১ | মাঝারি কৃষক পরিবার | ৭৩১৪টি | |
| ৪২ | ক্ষুদ্র কৃষক পরিবার | ৭৮৭৭টি | |
| ৪৩ | প্রান্তিক কৃষক পরিবার | ১৪৯৫টি | |
| ৪৪ | ভূমিহীন কৃষক পরিবার | ৩৪৩৮টি | |
| ৪৫ | মোট ভোটার সংখ্যা | জন | শতকরা |
| ৪৬ | পুরুষ | | |
| ৪৭ | মহিলা | | |
| ৪৮ | সর্বশেষ ভোটের তারিখ | | শতকরা |
| ৪৯ | মোট প্রদত্ত ভোট | | |
| ৫০ | মোট জমির পরিমাণ | ৪৯২১০.২০হেক্টর | |
| ৫১ | মোট কৃষি জমির পরিমান | ৪০৯৪০হেক্টর | |
| ৫২ | মোট স্থায়ী পতিত জমির পরিমান | ৩৮৬.২০হেক্টর | |
| ৫৩ | বাগানে মোট জমির পরিমান | ৩৯০হেক্টর | |
| ৫৪ | সাময়িক পতিত জমির পরিমান | ৭০হেক্টর | |
| ৫৫ | মোট আবাদি জমির পরিমান | ৪০৪৮০হেক্টর | শতকরা |
| ৫৬ | এক ফসলী জমির পরিমান | ১৭৬৮৫হেক্টর | |
| ৫৭ | দো ফসলী জমির পরিমান | ১৬৮০০হেক্টর | |
| ৫৮ | তিন ফসলী জমির পরিমান | ৬০৪৫হেক্টর | |
| ৫৯ | ফসলের নিবিড়তা | ১৯৯.৩৫ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৬০ | খাল নদীনালা রাস্তা ও বন | ৭৮৮৪হেক্টর | |
| ৬১ | ডাকঘর | ২৭টি | |
| ৬২ | ল্যান্ড ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা | ৩৯৭টি | |
| ৬৩ | এনজিও অফিস | টি | |
| ৬৪ | এনজিও সংখ্যা | টি | |
| ৬৫ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র | ১০টি | |
| ৬৬ | 78সাইক্লোনসেল্টার | টি | |
| ৬৭ | হস্ত চালিত গভীর নলকূপের সংখ্যা | টি | |
| ৬৮ | কমিউনিটি ক্লিনিক | ২২টি | |
| ৬৯ | পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | টি | |
| ৭০ | স্বাস্থ ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র | ২০ টি | |
| ৭১ | স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী সংখ্যা ও শতকরা হার | (চলমান) | |
| ৭২ | জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ও শতকরা হার ( জুন ২০০০৯ পর্যন্ত) | (চলমান) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৭৩ | হাট বাজারের সংখ্যা | ১৭টি | |
| ৭৪ | ঐতাহাসিক দর্শনীয় স্থান | কুয়াকাটা, বৌদ্ধমন্দির, চালকল, জাদি, রাডারস্টেশন, পুরাতনহাসপাতাল | |
| ৭৫ | মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা | ১৩০জন | |
| ৭৬ | মুক্তিযোদ্ধা পরিবার | | |
| ৭৭ | সম্মানী ভাতা প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা | ৮৪জন | |
| ৭৮ | জামে মসজিদ | ৩৮৭ টি | |
| ৭৯ | মন্দির | ৪৫টি | |
| ৮০ | গির্জা | ৩টি | |
| ৮১ | বৌদ্ধ মন্দির | ০৬টি | |
| ৮২ | বয়স্কভাতা | ৪৪৮০জন | |
| ৮৩ | বিধবাভাতা | ২০৯৪টি | |
| ৮৪ | প্রতিবন্ধিভাতা | ৪৮০জন | |

**Source:** www.unokalapara.gov.bd

## এক নজরে কলাপাড়া উপজেলার পরিসংখ্যান

০১। কলাপাড়া উপজেলার মোট আয়তন ঃ ৪৯২.১০২ বর্গ কিলোমিটার।

০২। কলাপাড়া উপজেলার মোট পৌরসভার সংখ্যা ঃ ০২ (দুই) টি।

০৩। কলাপাড়া উপজেলার মোট ইউনিয়ন সংখ্যা ঃ ১২ (বার) টি।

০৪। কলাপাড়া উপজেলার মোট মৌজার সংখ্যা ঃ ৫৭ (সাতান্ন) টি।

০৫। কলাপাড়া উপজেলার মোট গ্রামের সংখ্যা ঃ ২৪৭ (দুইশত সাতচলিশ) টি।

০৬। কলাপাড়া উপজেলার মোট খানার সংখ্যা ঃ ৪২,৯৮০ টি।

০৭। কলাপাড়া উপজেলার মোট জনসংখ্যা
(২০১১ ইং সনের আদমশুমারী অনুযায়ী) ঃ ২৩৭৮৩১ জন।

(ক) পুরুষ ঃ ১,২০,৫১৪ জন।
(খ) মহিলাঃ ১,১৭,৩১৭ জন।

০৮। মোট মুসলমান ঃ ১,৯৩,৮৯৬ জন।
০৯। মোট হিন্দু ঃ ৭,৪৮৪ জন।
১০। মোট রাখাইন ঃ ৯৬৪ জন।
১১। মোট খৃষ্টান ঃ ১১৪ জন।
১২। মোট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ঃ ১৫৮ (একশত আটান্ন) টি।
১৩। মোট নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ঃ ০৪ (চার) টি।
১৪। মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ঃ ২৯ (ঊনত্রিশ) টি।
১৫। মোট মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ঃ ০৬ (ছয়) টি।
১৬। মোট কারিগরি মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ঃ ০২ (দুই) টি।
১৭। মোট মাদ্রাসার সংখ্যা (দাখিল ও সিনিয়র) ঃ ২৬ (ছাব্বিশ) টি।
১৮। মোট এবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা ঃ ৩৭(সাঁইত্রিশ) টি ।
১৯। শিক্ষার হার ঃ ৫২%
২০। মোট জমির পরিমান ঃ ৪৯,২১০.২০ হেক্টর
২১। মোট কৃষি পরিবারের সংখ্যা ঃ ৩৫,৩১৮ টি।
২২। মোট দাগগুচ্ছের সংখ্যা ঃ ৩৮ (আটত্রিশ) টি।
২৩। মোট হাসপাতালের সংখ্যা ঃ ০২ (দুই) টি।
২৪। মোট কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা ঃ ২২ (বাইশ) টি ।
২৫। ল্যান্ড ফোন ব্যবহারকারী গ্রাহকের সংখ্যা ঃ ৩৯৭ টি।
২৬। পোস্ট অফিসের সংখ্যা (শাখা অফিস সহ) ঃ ২৭ টি।
২৭। মোট হাট-বাজারের সংখ্যা ঃ ১৭ টি।
২৮। মোট মসজিদের সংখ্যা ঃ ২৯৪ টি।
২৯। মোট মন্দিরের সংখ্যা ঃ ৪৬ টি।
৩০। মোট গীর্জার সংখ্যা ঃ ০৩ টি।
৩১। মোট বৌদ্ধ মন্দিরের সংখ্যা ঃ ০৬ টি।
৩২। সম্মানী ভাতাপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ঃ ৮৪ জন।
৩৩। প্রতিবন্ধীর সংখ্যা ঃ ১,৯২১ জন ।

**(Source:** Upazila Statistics Department, Kalapara)

সংযুক্তি-৯:

## বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী

| বেতারকেন্দ্র | অনুষ্ঠানেরনাম | সময় | বার |
|---|---|---|---|
| ঢাকা- ক | কৃষি সমাচার | সকাল ৬.৫৫-৭.০০ | প্রতিদিন |
| | সুখের ঠিকানা | সকাল ৭.২৫-৭.৩০ | প্রতিদিন |
| | স্বাস্থ্যই সুখের মূল | সকাল ১১.৩০-১২.০০ | শুক্রবার বাদে প্রতিদিন |
| | সোনালী ফসল | সন্ধ্যা ০৬০৫.০৬.৩৫ | প্রতিদিন |
| | আবহাওয়াবার্তা | সন্ধ্যা ০৬.৫০-০৭.০০প্রতিদিন | প্রতিদিন |
| চট্রগ্রাম | কৃষি কথা | সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০ | প্রতিদিন |
| | কৃষি খামার | সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০ | সোমবার বাদে প্রতিদিন |
| | সুখী সংসার | রাত ০৮.১০-০৮.৩০ | শুক্রবার বাদে প্রতিদিন |
| রাজশাহী | ক্ষেত খামার সমাচার | সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০ | প্রতিদিন |
| | সবুজ বাংলা | সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০ | প্রতিদিন |
| খুলনা | স্বাস্থ্য তথ্য | সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০ | প্রতিদিন |
| | কৃষি সমাচার | বিকেল ০৪.২০-০৪.৩০ | প্রতিদিন |
| | চাষাবাদ | সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০ | প্রতিদিন |
| রংপুর | সুখের ঠিকানা | সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০ | প্রতিদিন |
| | ক্ষেত খামারে | সন্ধ্যা ০৬.০৫০৬.৩৫ | প্রতিদিন |
| সিলেট | আজকের চাষাবাদ | সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০ | প্রতিদিন |
| | সুখের ঠিকানা | সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০ | প্রতিদিন |
| | শ্যামল সিলেট | সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০ | শুক্রবার বাদে প্রতিদিন |
| ঠাকুরগাঁও | কিষাণ মাটি দেশ | সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.২৫ | শনি, সোম ও বুধবার |
| কক্সবাজার | আজকের কৃষি | বিকেল ০৩.০৭-০৩.১০ | প্রতিদিন |
| | সোনালী প্রান্তর | বিকেল ০৩.৪০-০৩.৪৫ | মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার |
| বরিশাল | কৃষিকথা | বিকেল ০৩.১৫-০৩.৩০ | শনি ও বুধবার বাদে প্রতিদিন |
| | ছোট পরিবার | বিকেল ০৩.৩৫-০৩.৫০ | সোম, বুধ ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন |

| | | | |
|---|---|---|---|
| রাঙ্গামাটি | জীবনের জন্য | দুপুর ০১.৫০-০১.৫৫ | প্রতিদিন |
| | খামারবাড়ী | বিকেল ০৩.০৫-০৩.১৫ | প্রতিদিন |

*** সন্ধ্যা ৬.৫০ মিনিটে আবহাওয়া বার্তা সকল কেন্দ্র হতে একযোগে প্রচারিত হয়।**

আলোক চিত্রঃ

চিত্রঃ উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ন প্রতিবেদন অবহিতকরণ সভা

চিত্রঃ উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ন প্রতিবেদন যাচাইকরণ সভা